







# জ্ঞান-বেদ

( চতুর্বেদেব সংক্ষিপ্ত-সার । )

— • —

অবু, যজুঃ, সাম, অথর্ব—চারি বেদের ব্যাখ্যাতা,  
'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়

কর্তৃক সংকলিত, ব্যাখ্যাত ও সম্বীকৃত

অভিনব গ্রন্থ ।

— :: —

তৃতীয় খণ্ড ।

— • —

পৌষ, ১৩২৩

প্রকাশক :—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ( শর্মা ) ।

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্যালয়, হাওড়া ( কলিকাতা ) ।



Printed and Published by  
**DHIRENDRANATH LAHIRI.**  
at the  
*' Prithibir Itihasa ' Printing Works,*  
65. Kaliprasad Banerji's Lane, Khirertala,  
HOWRAH (Calcutta).

# জ্ঞান-বেদ ।

## প্রস্তাবনা

মন্ত্রশক্তি পরীক্ষা করুন ।

সকল বেদ-মন্ত্রই মানুষের ইহলৌকিক ইচ্ছাসাধক ও পারলৌকিক মঙ্গলবিধায়ক । তাহারই কয়েকটি মন্ত্র এই খণ্ডে প্রকটিত হইল । শাস্ত্র বলেন,—‘এই সকল মন্ত্র বিধিপূর্বক জপ করিলে অভীষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।’

সকল মন্ত্রের ফলাফল পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য আমাদিগের হয় নাই । বাহা একটু পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছি, তাহাতেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি । অলৌকিক মন্ত্রশক্তি ! তাহার ফল অসাধারণ ! যদি কেহ অবসর পান, যদি কাহারও ভাগ্য সে অবসর তাঁহাকে প্রদান করে, তিনি মন্ত্রশক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন ।

\* \* \*

পরীক্ষার অন্তরায় দূর করিতে মন্ত্রশক্তির

সহায়তা জউন ।

তবে পরীক্ষার পক্ষে অন্তরায় আছে—অসংখ্য । পরীক্ষায় প্রথম আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি মনঃস্বেচ্ছা । অন্তঃশুচি বহিঃশুচি সম্পাদন-পূর্বক চিত্তশুদ্ধির ও মনঃস্বেচ্ছার প্রচেষ্টা আবশ্যক । এবম্প্রকারে ইচ্ছাভা

সঙ্কল্পপূর্বক মস্ত জপ করিলে, নিশ্চয়ই সুসিদ্ধি আসিবে। ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।

সংসারে নানা বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা চলিয়াছে। স্বার্থৈর্ধ্ব্য লাভের জন্য মানুষের পরীক্ষার অন্ত নাই। বিজ্ঞান-বলে দিন দিন যে অসাধ্যসাধন হইতেছে, প্রাণপাত পরীক্ষাই তাহার মূলীভূত। তবে দুঃখের বিষয়, পরীক্ষা এখন একদিকেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিকতার পরীক্ষা ভুলিয়া গিয়া, মানুষ এখন জড়-জগতের পরীক্ষাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। দুইটি চক্ষুর একটি চক্ষু অন্ধ হইয়াছে; একটি চক্ষুমাত্র কার্য্যকরী রহিয়াছে। প্রবাহিণীর দুইটি পথের একটি পথ অবরুদ্ধ; অপর পথে ক্ষীণধারা মাত্র প্রবাহিত।

এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য—অন্ধনয়ন উন্মীলন করা,—অবরুদ্ধ নদীর পথ মুক্ত কর। আশা এই যে, মানুষ একবার আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অভিনব পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হউক;—উপেক্ষিত পরিত্যক্ত পথ আর একবার অনুসরণ করিয়া দেখুক। সেই পথেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে—কি অমানুষিক শক্তি সে পথে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে!

কর্ম্মবৈগুণ্যে মানুষের শক্তিক্ষয়ের এবং দুর্দশার অবধি নাই। চেষ্টার পর চেষ্টা করিয়া মানুষ সেই কর্ম্ম-বৈগুণ্য দূর করিবার জন্য প্রযত্নপর রহিয়াছে। কিন্তু কেবল কর্ম্মের দ্বারাই যে কর্ম্ম-বৈগুণ্য দূর করিতে পারা যায়, তাহা বলিতে পারি না। তৎপক্ষে দৈবের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক।

মন্ত্রশক্তি সেই দৈবের সহায়তা আকর্ষণ করে। কর্ম্মের সহিত দৈবের সংযোগ ঘটিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

\* . \*

বাদ-প্রতিবাদের নিয়মেন।

এখানে প্রতিবাদের কথা উঠিতে পারে। কেন-না, প্রোক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত ফলও কখনও কখনও প্রত্যক্ষীভূত হয়। এমনও দেখা যায়,— দুই ব্যক্তি একই প্রকার অধ্যবসায়ের সহিত একই প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বিফলমনোরথ এবং অপর জন সফলকাম হইতে পারিয়াছে। অপিচ, এমনও দেখা যায়, এক ব্যক্তি দৈবের সহায়তা লাভের জন্য মন্ত্রশক্তির সহায়তা লইয়াও ফললাভ করে

নাই ; কিন্তু অপর ব্যক্তি বিনা-মন্ত্র-সাহায্যে ফললাভ করিয়াছে । এবম্বিধ ফলপার্থকের কারণ কি ?

প্রশ্ন—বিষম সমস্তামূলক ! এ প্রশ্নের সমাধান এ পর্য্যন্ত সম্যক সাধিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই । আমরাও এ প্রশ্নের যে প্রকার সমাধানের চেষ্টা পাইব, তাহাও যে সর্ববাদিসম্মত বা সকলের প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা মনে করিতে পারি না । তবে দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে একই বস্তু বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্নরূপ প্রতিভাত হয়, ইহাও তো প্রত্যক্ষ করি ! অতএব, যে দৃষ্টিতে যে বিশ্বাস লইয়া যে পথে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, যত দিন পর্য্যন্ত তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন না হইবে, পরন্তু অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধারণা থাকিবে, সেই পথই তত দিন পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃসাধক বলিয়া তাহারই অনুসরণ করিব ; পরন্তু সেই পথের বার্তাই ঘোষণা করিতে প্রযত্নপর रहিব ।

সাধারণতঃ যে সংশয়-প্রশ্ন উদ্ভিত হয়, দেখা যাউক, তাহার নিরসনের পক্ষে কি যুক্তি আছে ? এ পক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যে,—প্রাক্তন, কর্মফল, অদৃষ্ট বা দৈবশক্তি—স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । এক জন জন্মিয়াই কোটীপতি হইয়াছে ; অন্য জন জন্মমাত্র দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিপতিত রহিয়াছে । এ বৈষম্যের সমাধানে, অদৃষ্ট বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই । এইরূপ, একই পথে একই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া, একজন যে সাফল্য লাভ করে, আর একজন যে বিফল-মনোরথ হয়, তাহার কারণ নির্দেশে ‘অদৃষ্ট’ বা ‘প্রাক্তন’ অস্বীকার করা যায় না ।

এখানে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—যদি তাহাই হইল, প্রাক্তন, কর্মফল বা দৈবশক্তিই যদি কর্মের নিয়ন্তা রহিল, তবে আর মন্ত্রশক্তির উদ্বোধনায় বা ভগবানের আরাধনায় কি ফল আছে ? তাহার উত্তর এই যে,—মন্ত্রশক্তিতে ভগবদারাধনায় প্রাক্তন কর্ম ক্ষয় করে, অভিনব কর্মশক্তি জাগ্রৎ করিয়া দেয় । যাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন ; যাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাঁহারা অন্ধকারেই নিমজ্জমান রহিয়াছেন ।

## জ্ঞানবেদ ।

এই খণ্ড প্রকাশের লক্ষ্য ।

প্রাক্তন, অদৃষ্ট বা কস্মফল প্রভৃতির মীমাংসা—এ প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহে । যে প্রসঙ্গে এই ভূমিকার অবতারণা, এখানে তদ্বিষয়ক বক্তব্যই ব্যক্ত করিতেছি ।

জ্ঞানবেদের এই খণ্ডে যে সকল মন্ত্র প্রকটিত হইবে, সেই সকল মন্ত্র জপ করিবার বা প্রয়োগ করিবার পূর্বে, বলিয়াছি তো, অন্তঃশুচি ও বহিঃশুচি প্রথম প্রয়োজন । সহসা অন্তঃশুচি ও বহিঃশুচি সম্ভবপর নহে । সুতরাং তৎপক্ষে প্রথমে কতিপয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন । আমাদিগের নিত্যকর্মে এবং পূজা-পদ্ধতিতে যে সকল অনুষ্ঠান প্রথমে প্রয়োজন হয়, মন্ত্র-জপের পূর্বে তাহা সমাধান করা আবশ্যক । আচমন, স্বস্তিবাচন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, সঙ্কল্প প্রভৃতি কার্য—মন্ত্র-জপের পূর্বে প্রয়োজন । এ সকল বিষয়ে যাঁহারা অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা সদগুরুর নিকট অথবা অন্য উপায়ে উপদেশ গ্রহণ করিবেন । কাম্য জাপ্যমন্ত্র প্রকটনের পূর্বে, আনুষ্ঠানিক কয়েকটি মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা আমরা প্রথমে প্রকটন করিতেছি । তাহার পর, কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনে কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে জপ করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া দিব । তবে এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য । স্বার্থ ও পরার্থ বিষয়ে মন্ত্রজপে ফলপ্রাপ্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে । কেবলই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা না করিয়া, যদি অপরের ইচ্ছাসিদ্ধির কামনায় কেহ মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে যত সত্ত্বর ফলপ্রাপ্তি ঘটে, স্বার্থ-বিষয়ে ফলপ্রাপ্তি তত সত্ত্বর সম্ভব না হইতে পারে ।

যে শুভসঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া এই খণ্ড জ্ঞানবেদ প্রকটিত হইল, সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক,—জাপ্য-মন্ত্র মানুষের হিতসাধন করুক । উপসংহারে ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি । ইতি—৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল ।

নিবেদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী ( শম্মা ) ।

‘গৃথবীর ইতিহাস’ কার্যালয়, হাওড়া, ( কলিকাতা ) ।

# জ্ঞান-বেদ

## আচমন-মন্ত্র

ঔ তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

দিবাব চক্ষুরাততমু ॥

\* \* \*

মন্ত্রোচ্চারণের লক্ষ্য ।

এই মন্ত্রটি নিত্যসত্য-তত্ত্ব-খ্যাপক । জ্ঞানিগণ অবাধে ভগবানের সন্ধান প্রাপ্ত হন—তঁাহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারেন । তাহা জানিয়া, তঁাহারা সেই পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন । তঁাহাদের গন্তব্য পথের বাধা তাঁহাদিগের জ্ঞানের দ্বারাই অপসৃত হয় ।

কিন্তু কর্মের প্রারম্ভে কন্নিমাত্রই যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধনা বা প্রার্থনামূলক বলিয়াই মনে হয় । আমাতে জ্ঞানের সঞ্চার হউক, আমার জ্ঞান-পথের বাধা দূরে সরিয়া যাউক, আমি যেন অবাধে ভগবদ্বন্দ্বেশে অগ্রসর হইতে পারি, আচমনের মন্ত্রে বিষ্ণু-স্মরণে এই লক্ষ্যই প্রকটিত দেখা যায় ।

এই মন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য—জ্ঞানার্জন । জ্ঞানী হইয়া, সজ্জ্ঞান লাভ করিয়া, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হউক,—ইহাই এখানকার উপদেশ । অন্তরে যাহাতে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হয়, সেই প্রচেষ্টাই এই মন্ত্রের উদ্বোধনা ।

বিগ্ৰহমানেও অনেক সময় অবিগ্ৰহমর্নিতার সংশয় আসে । মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যরশ্মি পরিদৃষ্ট হয় না । নৈশ-গগনে সূর্য্যের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায় না । অথচ, সূর্য্যদেব চিরবিগ্ৰহমান আছেন । দৃষ্টি-প্রতিরোধক

বস্তুই তাঁহার অবিদ্যমানতা সূচনা করে। এ যেমন প্রাহেলিকা, এ যেমন ভ্রান্ত-দৃষ্টিয় প্রবর্তক, মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ-সূত্রও সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে।

এ মন্ত্র সেই সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয়-জ্ঞাপক। মন্ত্র বলিতেছেন,—‘তিনি সেই অবিচলিতভাবেই আছেন ; তোমার দৃষ্টিপথে বাধা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তুমিই কেবল তাঁহার সন্ধান পাইতেছ না। চেঁচা কর—প্রযত্নপর হও ;—কিসে সেই বাধা অপসৃত হয়।’

\* \* \*

### মন্ত্রের অর্থ।

মন্ত্রের যে অর্থ, যে ভাব সমীচীন হইতে পারে, মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির অনুসরণে ও বিশ্লেষণে, আমাদের মৰ্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে, নিম্নে তাহার আভাস প্রদান করা হইল। যথা,—

#### মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘দিবি’ ( আকাশে, নিরাবরণে, স্বর্ধ্যালোকপ্রাপ্তে ) ‘ইব’ ( যথা ) ‘চক্ষুঃ’ ( নেত্রং ) ‘জাততং’ ( সমস্তাং বিস্তৃতং, অবাধেন সৰ্ব্বং পশুতি ইতি যাবৎ তথা ), ‘স্বরয়ঃ’ ( জ্ঞানিনঃ ) ‘তৎ’ ( পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নত ) ‘বিষ্ণোঃ’ ( সৰ্ব্বব্যাপকত্ব ভগবতঃ ) ‘পরমং’ ( শ্রেষ্ঠং ) ‘পদং’ ( প্রভাবং, স্বরূপং ) ‘সদা’ ( সৰ্ব্বস্মিন্ কালে ) ‘পশুতি’ ( অবলোকয়তি )। স্বর্ধ্যালোকসাহায্যে বাধাবিরহিতাকাশে চক্ষুর্যথা প্রকৃতিপুঞ্জং পরিলক্ষতি, জ্ঞানিনঃ তথৈব জ্ঞানপ্রভাবেন সৰ্ব্বস্মিন্ কালে ভগবত্ত্বং জানতি। যেনাহং ভগবতঃ স্বরূপং জানামি, তদ্বৃষ্টং মে দেহি ইতি প্রার্থনা।

\* \* \*

#### বঙ্গানুবাদ।

নিরাবরণ আকাশে স্বর্ধ্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ ( পরাজ্ঞান-প্রভাবে ) পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরমপদ ( শ্রেষ্ঠস্বরূপতত্ত্ব ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ( ভাব এই যে—স্বর্ধ্যালোক-সাহায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতিপুঞ্জকে লক্ষ্য করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ জ্ঞান-প্রভাবে সৰ্ব্বদা ভগবত্ত্ব জানিতে সমর্থ হয়েন। প্রার্থনা—আমি যেন সেই দৃষ্টি লাভ করি। ) ॥

\* \* \*

[ এই আচমন-মন্ত্র-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন প্রকারে আচমন-মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—নির্দেশ দেখিতে পাই। অগিচ, বৈদিক আচমন ভিন্ন, তান্ত্রিক আচমনেরও প্রাধাত্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাখ্যায় আমরা বৈদিক মন্ত্রে বিষয়ই প্রখ্যাপন করিতেছি। ]

# জ্ঞান-বেদ

— ০ —

## স্বস্তিবাচন-মন্ত্র ।

তিন-বেদীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন প্রকার ‘স্বস্তিবাচন’ প্রচলিত আছে । সামবেদ-সংহিতা, যজুর্বেদ-সংহিতা ও ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে যথাক্রমে সামবেদীয়, যজুর্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের উচ্চারণীয় স্বস্তিবাচন সংকলিত হইয়াছে । এই স্বস্তিবাচনে যে যে মন্ত্র যে যে বেদীয় ব্রাহ্মণগণের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া আছে, পর্যায়ক্রমে সেই সেই মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে ।

\* \* \*

### সামবেদীয় স্বস্তিবাচন ।

২৩      ১ ২ ৩      ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্ত্রাভামহে ।

৩ ২ উ      ৩      ১ ২      ৩ ১ ২      ৩      ২ ৩ ১ ২

আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং ॥

\* \* \*

### মন্ত্রোচ্চারণের লক্ষ্য ।

‘ওঁ সোমং রাজানং’ ইত্যাদি বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ‘ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি’ বাক্য উচ্চারণ করা হয় । তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ‘শুভ হউক, সু.হউক, মঙ্গল হউক’—ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায় ।

দেবগণকে আমরা যেন অ’হ্বান করি, আমরা যেন দেবগণের আশ্রয়-গ্রহণে সমর্থ হই, এ মন্ত্রে এবশ্বিধ প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান । দেবগণকে আহ্বান করা, দেবগণের নিকট প্রার্থনা করা বা দেবগণের আশ্রয় গ্রহণ করা—এ সকলের তাৎপর্য্যার্থ কি ? তাৎপর্য্যার্থ এই নয় কি—‘আমরা



যেন তদ্ভাবে ভাবান্বিত হই—আমরা যেন তদগুণে গুণান্বিত হই, আমরা যেন তদবস্থায় উপনীত হইতে পারি।’

এখানে এই মন্ত্রে সোম, বরুণ, অগ্নি, আদিত্য, বিষ্ণু, সূর্য্য, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। কে তাঁহার, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ বা উপাসনাই বা কি,—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, আপনিই স্বস্তি অধিগত হয়। ‘সোম, বরুণ, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি’—মন্ত্রের এই যে প্রার্থনা, তাহাতে তাঁহাদের ম্যায় গুণসম্পন্ন শক্তিসম্পন্ন হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই মঙ্গল অনিবার্য্য ;—বেদমন্ত্র সেই উপদেশ খ্যাপন করিতেছেন।

\* \* \*

### মন্ত্রের অর্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত পদাবলির বিশ্লেষণে মন্ত্রে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের কৃত মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে তাহা প্রত্যক্ষ করুন ; বলা,—

মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘সোমঃ’ ( সত্ত্বস্বরূপং দেবং, যদা—সুদ্রুসস্বোপেতং, সত্ত্বভাবাধারং ) ‘বরুণঃ’ ( করুণাবর্ধকং দেবং, যদা—স্নেহকরুণাময়ং ) ‘অগ্নিঃ’ ( জ্ঞানাধারং দেবং, যদা—জ্ঞানস্বরূপং ) ‘আদিত্যঃ’ ( অনন্তদেবং, যদা—অনন্তস্বচ্ছিন্নং অনন্তরূপং বা ) ‘বিষ্ণুঃ’ ( বিশ্বব্যাপকং দেবং, যদা—সর্ব্বত্র ধারকং ) ‘সূর্য্যঃ’ ( প্রকাশরূপং দেবং, যদা—স্বপ্রকাশং ) ‘ব্রহ্মাণঃ’ ( সৃষ্টিকর্ত্তারং, যদা—সত্ত্ব-প্রবর্দ্ধকং ) ‘বৃহস্পতিঃ’ ( প্রজ্ঞানপ্রদাতারং দেবং, যদা—অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নং ) ‘রাজানঃ’ ( হৃদি রাজমানং পরমাত্মনং, ইত্যর্থঃ ) ‘অম্বারভামহে’ ( আহবয়ামহে, আশ্রয়ানহে—বরমিতি শেবঃ )। অস্মাকং আত্মরক্ষণায় অশেষগুণাধারং ভগবন্তং সর্ব্বথা আশ্রয়েম ইতি ভাবঃ।

\* \* \*

### বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বস্বরূপ সোমদেবতাকে, করুণাবর্ধক বরুণদেবতাকে, জ্ঞানাধার অগ্নিদেবতাকে, অনন্ত-স্বরূপ আদিত্যদেবতাকে, বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুদেবতাকে, প্রকাশরূপ সূর্য্যদেবতাকে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদেবতাকে, প্রজ্ঞানদাতা বৃহস্পতিদেবতাকে, হৃদয়ে রাজমান পরমাত্মাকে—আমরা আহ্বান করি অর্থাৎ তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করি। অথবা,—সুদ্রুসস্বোপেত ( সত্ত্বভাবাধার ), স্নেহ-করুণাময়, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বচ্ছিন্ন ( অনন্তরূপ ), সর্ব্বব্যাপী ( সর্ব্বধারক ), স্বপ্রকাশ, সত্ত্ব-প্রবর্দ্ধক এবং অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, হৃদয়ে রাজমান পরমেশ্বরকে আমরা আহ্বান করি—আশ্রয় করি। ( ভাব এই যে,—আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য )।

যজুর্বেদীয় স্বস্তিবাচন ।

(১) ঔ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বুদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ ।

স্বস্তি নস্তাক্ষ্যো অরিস্তনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

(২) ঔ গণানাং ত্বা গণপতিঃ হবামহে ।

ঔ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিঃ হবামহে ।

ঔ নিধীনাং ত্বা নিধিপতিঃ হবামহে

বসো মম

\* . \*

মন্ত্রদ্বয়-সঙ্ক্ষেপ বক্তব্য ।

যজুর্বেদীয় এই স্বস্তিবাচন মন্ত্রদ্বয়ের—প্রথমটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্ভুক্ত ( ১অক্ষক—৬অধ্যায়—১৬বর্গ দ্রষ্টব্য ) এবং দ্বিতীয়টী শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতার যজ্ঞকাণ্ডে বিনিযুক্ত ( ২৩অধ্যায়—১৯কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য ) । কিন্তু এই দুই মন্ত্র এখানে যজুর্বেদীয় স্বস্তিবাচনে প্রযুক্ত হয় । এই দুই মন্ত্র উচ্চারণের পর, “ঔ স্বস্তি ঔ স্বস্তি ঔ স্বস্তি” বাক্য উচ্চারণের বিধি আছে । তাব এই যে, এই দুই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্তুত, শাস্তি ও মঙ্গল অধিগত হইবে ।

প্রথম মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে সম্বোধন-পূর্বক স্বস্তির কামনা করা হইয়াছে ; দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই আশ্রয়স্থানভূত ভগবানকে আহ্বান করিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করা হইয়াছে । প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—ব্যষ্টিভূত ভগবদ্ভূতি-সমূহ ; দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই সমষ্টিভূত ভগবদ্ভূতির বা ভগবানের প্রতি ।

প্রথম মন্ত্রে প্রভূত-মঙ্গল-নিলয় ইন্দ্রদেবতাকে, সকল ধনের পোষণকারী পূষা-দেবতাকে, অনন্তজীবনবিশিষ্ট অরিষ্টনেমিকে এবং প্রজ্ঞানরূপ বৃহস্পতি-দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট স্বস্তি কামনা করা হইয়াছে । দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই সকল দেবতার অধিপতি, সকল সম্পদের অধিস্বামী, সকল প্রিয়বস্তুর আধার, সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থানপ্রদাতা ভগবানকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে ।

\* \* \*

### মন্ত্র-ছুইটির অর্থ ।

মন্ত্রের কোন্ পদে কি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তদ্বারা কোন্ সামগ্রীকে লক্ষ্য করে, সংকৃত মর্শ্বাসুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং তাহার বঙ্গানুবাদে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি ;—

প্রথম মন্ত্রের মর্শ্বাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বৃদ্ধশ্রবাঃ’ ( প্রভূতমঙ্গলনিলয়ঃ, প্রকৃষ্টধনোপেতঃ ) ‘ইন্দ্রঃ’ ( ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ ) ‘নঃ’ ( অস্মাকং ) ‘স্বস্তি’ ( স্ব অস্তি, সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা ) ; ‘বিশ্ববেদাঃ’ ( সর্ব-জ্ঞানাধারঃ, সর্বধনাধিকারী ) ‘পুষা’ ( পোষকঃ দেবঃ ) ‘নঃ’ ( অস্মাকং ) ‘স্বস্তি’ ( সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা ) ; ‘ভাক্ষাঃ’ ( সংপাতিগমনশীলঃ জ্যোতির্শ্বয়ঃ বা ) ‘অরিষ্টনেমিঃ’ ( অপ্রতিহতঃ অহিংসিতঃ অবিনাশী কালচক্রঃ, যদা—অবাধজীবনগতিঃ, অনন্তজীবনবিশিষ্টঃ দেব ইত্যর্থঃ ) ‘নঃ’ ( অস্মাকং ) ‘স্বস্তি’ ( সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা ) ; ‘বৃহস্পতিঃ’ ( শ্রেষ্ঠানাং পালয়িতা, প্রজ্ঞানরূপঃ দেবঃ ) ‘নঃ’ ( অস্মান ) ‘দধাতু’ ( ধারয়তু, রক্ষতু ) । অয়ং ভাবঃ—সর্বাধাং দেবতানাং রক্ষণং অস্মান্ প্রাপ্নোতু ; জ্ঞানপ্রভাবেণ বয়ং তৎ রক্ষণং প্রাপ্নুয়াম ।

\* \*

### ঐ মর্শ্বাসুসারিণী-ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ ।

প্রভূতমঙ্গলনিলয় ( প্রকৃষ্টধনোপেত ) ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হইবেন ( অথবা—হউন ) ; সর্বজ্ঞানাধার ( সকল ধনের অধিকারী ) পোষক পূষাদেবতা আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হইবেন ( অথবা হউন ) ; সংপথে গমনশীল বা জ্যোতির্শ্বয় অপ্রতিহত অহিংসিত অবিনাশী কালচক্র অথবা অবাধজীবনগতি অর্থাৎ অনন্তজীবনবিশিষ্ট অরিষ্টনেমি দেবতা আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হইবেন ( অথবা হউন ) ; দেবগণের পালয়িতা জ্ঞানরূপ বৃহস্পতি-দেবতা আমাদিগকে ধারণ করুন—রক্ষা করুন । ( ভাব এই যে—সকল দেবতার রক্ষা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক ; জ্ঞান-প্রভাবে আমরা যেন সেই রক্ষা প্রাপ্ত হই । ) ॥

\* \* \*

### দ্বিতীয় মন্ত্রের মর্শ্বাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ ।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থাৎ ‘গণানাং বা গণপতিং’ প্রভৃতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই ‘জ্ঞানবেদেরই’ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । বাহ্যল্যভয়ে এস্থলে আর তাহা উদ্ধৃত হইল না ।

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচন ।

ঔ স্বস্তি নো মিমীতামধিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনব্বণঃ ।

স্বস্তি পৃষা অহুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্ধাবাপৃথিবী স্থচেতুনা ॥ ১ ॥

ঔ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্তা যম্পতিঃ ।

বৃহস্পতিং সৰ্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্ত নঃ ॥ ২ ॥

ঔ বিধেদেবা নোহঅদ্রা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বহুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে ।

দেবাহবন্তু ভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্ত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥

ঔ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি ।

স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥ ৪ ॥

ঔ স্বস্তি পশ্চামনুচরেম সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব ।

পুনর্দদতান্নতা জ্ঞানতা সংগমেমহি ॥ ৫ ॥

## মন্ত্র-পঞ্চকের লক্ষ্য ।

ঋগ্বেদীয়গণের মধ্যে উক্ত পাঁচটি মন্ত্রের সঙ্গে ‘ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি’ বাক্য উচ্চারণ-পূর্বক স্বস্তিবাচন করার প্রথা আছে । মতান্তরে ঐ মন্ত্রের সঙ্গে আরও তিনটি মন্ত্র পঠিত হয় । কিন্তু সে তিনটি মন্ত্র ঋগ্বেদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না ; সুতরাং তাহা আর আমরা উদ্ধৃত করিলাম না । সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয়গণের স্বস্তিবাচন পাঠের যে লক্ষ্য, উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্র-কয়েকটিরও লক্ষ্য তাহাই বলিয়া প্রতীত হয় ।

ঐ সকল মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিকট স্বস্তি কামনা করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে—‘অন্তর্কর্য্যাধি-বহির্কর্য্যাধি-নাশক অগ্নিদেবদ্বয় আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুন । ঐশ্বর্য্যের আধার ভগদেবতা, অনন্তস্বরূপা অদिति, পোষণকারী পৃষা-দেবতা, শত্রুক্ষয়কারী অথবা বলপ্রাণদাতা ‘অম্বর’-দেবতা \* আমাদিগকে স্বস্তি দান করুন । অপিচ, ত্বাপাৃথিবী, দ্যুলোক-ভুলোক, সর্বলোকব্যাপী দেবগণ, প্রজ্ঞা’নের সহিত আমাদিগকে স্বস্তি দান করুন ।’

এইরূপে, বায়ুদেবতাকে, সোমদেবতাকে, বৃহস্পতি-দেবতাকে, ইন্দ্র-দেবতাকে, অগ্নিদেবতাকে ও সকল দেবতাকে আহ্বান করিয়া স্বস্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে । কপ্তের প্রারম্ভে সকল দেবতাকে—সর্বদেবতাবকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রাখিবার কামনা এখানে প্রকাশমান । তিন বেদীয় উপাসক-গণের স্বস্তিবাচনেই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে ।

মন্ত্র-পঞ্চকের পদাবলির অনুসরণে নিম্নে তাহাদের মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি । তদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের উদ্দেশ্য স্বতঃই সাধারণের বোধগম্য হইবে ।

\* . \*

## মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নিনা’ ( অন্তর্কর্য্যাধি-বহির্কর্য্যাধিনাশকো অগ্নিদেবো ) ‘নঃ’ ( অমৃত্যং ) ‘স্বস্তি’ ( অবিনাশং ক্লেমং ) ‘মিনীতাং’ ( কুরুতাং ) ; ‘ভগঃ’ ( ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবঃ ) অমৃত্যং স্বস্তি কুরুতাং

\* ঋগ্বেদীয় এই স্বস্তিবাচনের প্রথম মন্ত্রে ‘অম্বর’ পদ ‘দেবতা’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সারণাচার্য্যের ভাষ্যে ও নিকৃতে ‘অম্বর’ পদে দেবতা অর্থও সূচিত হয় । আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যায়, ঋগ্বেদের কোন কোন স্থলে ‘অম্বর’ পদ ‘দেবতা’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করিয়াছি ।

ইতি শেষঃ । ‘দেবো অদিতিঃ’ ( অনন্তশক্তিময়ী ভগবতী ) ‘অনর্কণঃ’ ( অপ্ৰতিহতঃ ) ‘স্বস্তি’ ( সুমঙ্গলং ) অস্বভ্যাং দদাতু ইতি শেষঃ ; ‘পুষা’ ( পোষকঃ রক্ষকঃ দেবঃ ) তথা ‘অমরঃ’ ( শক্রনিরসিতা প্রাণানাং প্রদাতা বা দেবঃ ) ‘স্বস্তি’ ( ক্ষেমং ) ‘দধাতু’ ( প্রযচ্ছতু ) ; তথা ‘ত্বাপৃথিবী’ ( দ্র্যালোকভুলোকসর্বলোকাধিপতী দেবতা ) ‘নঃ’ ( অস্বভ্যাং ) ‘স্বচেতুনা’ ( শোভনেন প্রজ্ঞানেন সহ ) ‘স্বস্তি’ ( সুমঙ্গলং ) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ । প্রজ্ঞানেন সহ দেবতানাং কৃপা অস্মান্ অবিচলিতা ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

‘স্বস্তয়ে’ ( ক্ষেমায়, অস্মাকং মঙ্গলার্থং ) ‘বায়ু’ ( বিশ্বব্যাপকং বায়ুদেবং ) তথা ‘সোমং’ ( শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপং সন্ধ্যাপ্রদাতারং বা সোমদেবং ) ‘উপব্রবামহে’ ( জ্ঞমঃ ) ; ‘যঃ’ ( যঃ দেবঃ ) ‘ভূষনত’ ( ইহলোকস্ত ) ‘পতিঃ’ ( পালকঃ রক্ষকঃ বা ) স দেবঃ ‘স্বস্তি’ ( সুমঙ্গলং ) অস্বভ্যাং প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ । ‘স্বস্তয়ে’ ( ক্ষেমায়, অস্মাকং মঙ্গলার্থং ) ‘সর্বগণং’ ( সর্বদেবগণোপেতং ) ‘বৃহস্পতিং’ ( বৃহতঃ কৰ্ম্মণঃ মন্ত্রস্ত বা পালয়িতারং, জ্ঞানপ্রবর্দ্ধকং বৃহস্পতিদেবং ইত্যর্থঃ ) জ্ঞমঃ ইতি শেষঃ । ‘আদিত্যাসঃ’ ( অনন্তজীভূতাঃ সর্বে দেবাসঃ ) ‘নঃ’ ( অস্মাকং ) ‘স্বস্তয়ে’ ( ক্ষেমায়, মঙ্গলার্থং ) ভবন্ত’ ( অগ্নিন্ কৰ্ম্মণি আগচ্ছতু ইত্যর্থঃ ) ॥ ২ ॥

‘বিধেদেবাসঃ’ ( সর্বে দেবাসঃ, নিখিলদেবভাষাঃ ইত্যর্থঃ ) ‘অত্মা’ ( অগ্নিন্ কৰ্ম্মণি ইতি যাবৎ ) ‘নঃ’ ( অস্মাকং ) ‘স্বস্তয়ে’ ( ক্ষেমায়, মঙ্গলার্থং ভবন্ত ইতি শেষঃ ) ; ‘বৈশ্বানরঃ’ ( সৃষ্টিপ্রাণভূতঃ ) ‘বহুঃ’ ( সর্বেষাং আধারঃ আশ্রয়ঃ বা ) ‘অগ্নিঃ’ ( জ্ঞানদেবঃ ) ‘স্বস্তয়ে’ ( ক্ষেমায়, মঙ্গলায় ) ভবতু ইতি শেষঃ ; ‘দেবাসঃ’ ( দীপ্তিমানাদিশুভগুণসম্পন্নাসঃ ) ‘ঋতবঃ’ ( দেবতাপ্রাপ্তাঃ মানবাসঃ ) ‘স্বস্তয়ে’ ( অস্মাকং মঙ্গলায় ) ‘অবন্ত’ ( আবির্ভবন্ত ইত্যর্থঃ ) ; ‘রুদ্রঃ’ ( হুঃখাৎ দ্রাবয়িতা, হুঃখনাশকঃ রুদ্রদেবতা ) ‘নঃ’ ( অস্মান্ ) ‘অংহসঃ’ ( পাপাং ) ‘পাতু’ ( পরিত্রায়তু ) তথা ‘স্বস্তি’ ( অস্মাকং মঙ্গলং ) বিধায়তু ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

‘মিত্রাবরুণা’ ( হে মিত্রস্থানীয় তথা স্নেহকারুণ্যরূপ দেব ) । ‘স্বস্তি’ ( অস্মাকং মঙ্গলং ) বিধেহি ইতি শেষঃ ; ‘যেবতি’ ( হে ধনাদিষ্ঠাধিপতী দেবি ) । ‘পথ্যে’ ( অগ্নিন্ কৰ্ম্মণি ) ‘স্বস্তি’ ( ক্ষেমং, অস্মাকং মঙ্গলং ) কৃধি ইতি শেষঃ ; ‘ইন্দ্রশ্যামি’ ( পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেবঃ তথা জ্ঞানস্বরূপঃ অগ্নিদেবঃ ) ‘নঃ’ ( অস্বভ্যাং ) ‘স্বস্তি’ ( মঙ্গলং ) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ । ‘অদিতে’ ( হে অনন্তস্বরূপ দেব ) । ‘নঃ’ ( অস্মাকং ) ‘স্বস্তি’ ( ক্ষেমং, মঙ্গলং বা ) ‘কৃধি’ ( কুরু ) ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

‘পুনর্দত্তা’ ( পুনঃপুনঃকৃতং কুর্কৰ্ম্মফলোৎপন্নং, কৰ্ম্মফলজং ইত্যর্থঃ ) ‘অন্নতা’ ( পাপং ) ‘জানতা’ ( যুদ্ধমানেন—জ্ঞানায়িনা ভগ্নীভূতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) ‘স্বধ্যাচক্সমসৌ ইব’ ( যথা নিরলঙ্ঘ্যমার্গে অবাধে আকাশে স্বধ্যাচক্সৌ সঞ্চরতঃ তদ্বৎ ) ‘পস্থং’ ( পস্থানং, কৰ্ম্মমার্গং ইত্যর্থঃ ) ‘কক্ষুরেম’ ( অতিক্রমং করবাণি ), তথা ‘স্বস্তি’ ( ক্ষেমং মঙ্গলং ) ‘সংগমেমহি’ ( সংগমে অধিগচ্ছামি, সর্বতঃ প্রাপ্যামি ইত্যর্থঃ ) । অন্নং ভাবঃ—কৰ্ম্মফলজনিতং পাপং নিরাকৃত্য অবাধে সংপথি অগ্রসরপূৰ্ব্বকং মঙ্গলং অধিকৰ্ত্ত্বং শক্র্যাম ইত্যেবং আকাজ্জা ॥ ৫ ॥

বজ্রানুবাদ ।

অন্তর্য্যামি-বহির্কর্য্যামি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয় আমাদিগের অক্ষয় মঙ্গল বিধান করুন ; ঐশ্বর্য্যাদিপতি ভগ-দেবতা আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ; অনন্তশক্তিময়ী ভগবতী অদ্বিতী আমাদিগকে অপ্রতিহত স্নমঙ্গল প্রদান করুন । পোষক ও রক্ষক পূষাদেবতা এবং শক্রনাশক বা প্রাণপ্রদাতা ‘অন্নর’-দেবতা স্বস্তি প্রদান করুন । দ্যলোক-ভুলোক-সর্বলোকাধিপতী জ্যোতির্ভূত-দেবতা আমাদিগের শোভন প্রজ্ঞান বিধান করিয়া স্নমঙ্গল প্রদান করুন । ( ভাব এই যে,—প্রজ্ঞান-প্রভাবে দেবগণের কৃপা আমাদিগের মধ্যে অবিচলিত হউক ) ॥ ১ ॥

আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত বিশ্বব্যাপক বায়ু দেবতাকে এবং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বা সত্ত্বাবপ্রদাতা সোমদেবতাকে স্তুতি করিতেছি । যে দেবতা ইন্দ্রলোকের পালক ও রক্ষক, সেই দেবতা আমাদিগকে স্নমঙ্গল প্রদান করুন । আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত সকল দেবগণের সহিত, কর্ণের বা মস্তকের পালক জ্ঞান-প্রবর্দ্ধক সেই বৃহস্পতিদেবতাকে স্তুতি করিতেছি । অনন্তের অঙ্গীভূত সকল দেবতা আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত এই কর্ণে আগমন করুন ॥ ২ ॥

সকল দেবতাগণ অর্থাৎ নিখিল-দেবতাবসমূহ এই কর্ণে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্তভূত হউন । সৃষ্টির প্রাণভূত, সকলের আধার বা আশ্রয় জ্ঞানদেবতা মঙ্গলের নিমিত্তভূত হউন । দীপ্তিদানাদিশুভসম্পন্ন দেবতাপ্রাপ্ত মানবগণ ( ঋতুদেবগণ ) আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হউন । ক্রোধনাশক রুদ্রদেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩ ॥

হে মিত্রস্থানীয় ও স্নেহকারুণ্যরূপ মিত্রাবরূপ দেবতা ! আপনারা আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন । হে ধনাধিপতী দেবী রেবতী ! এই কর্ণে আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন । পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব এবং জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন । হে অনন্তস্বরূপ অদ্বিতী দেবতা ! আপনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৪ ॥

পুনঃপুনঃকৃত কুর্কর্ম্মফলোৎপন্ন অর্থাৎ কর্ম্মফলজ পাপকে জ্ঞানগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া, স্বর্গের ও চন্দ্রের দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র যেন নিরবলম্ব মার্গে অবাধ অন্তরিক্ষে সঞ্চরণ করেন, সেইরূপ আমরাও যেন কর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিতে পারি এবং মঙ্গলকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হই । ( ভাব এই যে,—কর্ম্মফলজনিত পাপকে দূর করিয়া অবাধে সৎপথে অগ্রসর হইয়া মঙ্গলকে আয়ত্ত করিতে যেন সমর্থ হই,—ই-ই আকাজক্ষা ) ॥ ৫ ॥

\* \* \*

উপসংহারে বক্তব্য ।

ঋগ্বেদ সংহিতার পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মন্ত্রের সহিত আর যে দুইটি মন্ত্র ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচনে উক্ত হইয়া থাকে, সেই মন্ত্র-দুইটিও নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—

“ওঁ স্বস্ত্যয়নং তাক্ষা মরিষ্টেনিমেং মহচ্ছৃতং বায়সং দেবতানাম্ ॥

অসুঃস্বমিত্রসং সমংসু বৃহদ্বশো নাবমিবা রুহেম ॥

ওঁ অংহো মুচমাগ্নিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাজ্জয়ং মনসা চ তাক্ষাম্ ।

প্রায়ত্তপাণিঃ শরণং প্রাপ্যে স্বস্তি সংবোধেষু ভয়ং নো অন্ত ॥”

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচন ( এই ঋগ্বেদ ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মন্ত্রগণক ) উচ্চারণের পর, পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় ( ‘ও স্বস্ত্যরনং’ ইত্যাদি মন্ত্র ) উচ্চারণ করার প্রথা আছে । পরিশেষে ‘ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি’ প্রভৃতি উচ্চারণে স্বস্তিবাচন পরিসমাপ্ত হয় ।

এই স্বস্তিবাচনের সঙ্গে কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে । প্রধানতঃ দেখা যায়, স্বস্তিবাচন মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে, ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে বা কি লক্ষ্য করিয়া স্বস্তিবাচন উচ্চারিত হইবে, তাহা উল্লেখপূর্বক বলিবেন,—“ও কর্তব্যোহস্মিন্ অমুক—কর্ম্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত ।” তিন বার এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া হস্তস্থিত আতপ তণ্ডুল তিন বার পরিত্যাগ করিবেন এবং তদন্তে ‘ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং’ ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিবেন ।

পুনরায় আরও তিন বার ‘ও কর্তব্যোহস্মিন্’ ইত্যাদি উচ্চারণ-পূর্বক ‘ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি’ ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় আতপ তণ্ডুল বিকীর্ণ করিতে হইবে । তার পর আরও তিন বার ‘ও কর্তব্যোহস্মিন্’ ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ পূর্বক ‘ও ঋদ্ধতাং ও ঋদ্ধতাং ও ঋদ্ধতাং’ মন্ত্রে পূর্বরূপে আতপ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিতে হইবে ।

\* \* \*

সামবেদীয় এবং ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচনের মধ্যে ‘সোমং’ পদ পরিদৃষ্ট হয় । ঐ পদে ‘সোম’ দেবতার মধ্যে পরিগণিত । এখানে আর ‘সোমরস’ মাদক-দ্রব্য অর্থ কেহই গ্রহণ করেন নাই । এমন কি, ঋগ্বেদের স্বস্তিবাচনে “সোমং স্বস্তি ভুবনস্ত যম্পতি” —এই বাক্যাংশের অর্থে সারণাচার্যের ভাষ্যে সোমকে ভুবনের বা বিশ্বের পতি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । তাহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—“যঃ সোমঃ ভুবনস্ত বিশ্বস্ত পতিঃ পালকঃ তং সোমং ভগবন্তং” ইত্যাদি ।

আমরা পূর্বে এই জ্ঞানবেদে ( দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠা হইতে ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশে ) ‘সোম’ শব্দকে যে আলোচনা করিয়াছি, এই ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচন-মন্ত্রের সারণাচার্য্যকৃত ভাষ্যে তাহারই পোষকতা পরিদৃষ্ট হইবে । এ বিষয়ে অধিক আলোচনা বাহ্য্য মাত্র ।

এই স্বস্তিবাচন মন্ত্রে—যজুর্বেদের অন্তর্গত ‘গণানাং ভ্রূ গণপতিং’ প্রভৃতি মন্ত্রের যে অর্থ আমরা ( জ্ঞানবেদ, দ্বিতীয়-খণ্ড, ১২৫—১৩০ পৃঃ ) গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সার্থকতা সপ্রমাণ হয় । সুধীগণ লক্ষ্য করিবেন—এখানে আর ‘বসো’ পদে ‘অশ্ব’ অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই অথবা অশ্বকে সন্ধান করিয়া রাজমহিষীর সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা দেখা যায় না ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কর্ম্মী মন্ত্রার্থের অমূল্যবোধে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন ।



# জ্ঞান-বেদ ।

## সঙ্কপ-সূক্ত ।

— \* —

শাস্ত্রে আছে—সঙ্কল্প ভিন্ন কানও কার্য্য হুসিদ্ধ হয় না। কি জন্য কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্য করিতেছি, তাহা সঙ্কল্প করিয়া অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ আবশ্যক। সঙ্কল্পের পূর্ব্ব তিন বেদীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে যথা-ক্রমে তিনটি মন্ত্র উচ্চারণের বিধি আছে।

সেই তিনটি বেদমন্ত্র যথাপর্য্যায় নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

\* \* \*

### ১। সামবেদীয় সঙ্কল্প-সূক্ত ।

ওঁ । দেবো । বো । জ্বিণোদাঃ । পূর্ণাং । বিবক্ষ্যামিচম্ ।

উদ্বা । সিঞ্চধ্বমূপ বা । পৃণধ্বমাদিদ্ধো দেব ওহতে ॥

\* \* \*

এই সঙ্কল্প-সূক্ত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ‘ওঁ সঙ্কল্পিতার্থস্ত সিদ্ধিরস্ত’ অর্থাৎ ‘এই সঙ্কল্পিত অভীষ্ট সিদ্ধ হউক’ বলা হয়।

এই সঙ্কল্প-মন্ত্র, ঋগ্বেদ সংহিতায় ( ৫অষ্টক—২অধ্যায়—২২৪সূক্তে ) এবং সামবেদ-সংহিতায় ( আথের পর্ব্বের প্রথম প্রপাঠকে, ষষ্ঠ খণ্ডে, প্রথম অধ্যায়ে, ষষ্ঠ দশতিতে ) পরিদৃষ্ট হয়।

\* \* \*

### মন্ত্রের লক্ষ্য ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। আমাদের মতে, এই মন্ত্র আত্মোদ্বোধক। এই মন্ত্রে চিত্তবৃত্তি-

সমূহকে সম্বোধন করিয়া, জ্ঞানাত্মিকে হৃদয়ে ধারণের কামনা করা হইয়াছে ; ভক্তি, জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমবায়ে অভীষ্ট-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্কার্থ-বিষয়ে নিম্নে আমাদিগের কৃত মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হইল । তাহাতে মন্ত্কার নিগূঢ় লক্ষ্য উপলব্ধ হইবে ।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ । ‘বঃ’ ( যুগ্মদ্বয়ঃ নিবাসস্থানভূতঃ ) ‘পূর্ণাং’ ( সত্তাবপূর্ণং ) ‘আসিতং’ ( ভক্তিরসেনাসিক্তং হৃদ্যপ্রদেশং ) ‘দ্রবিণোদাঃ’ ( ধনপ্রদঃ ) ‘দেবঃ’ ( ছোতমানঃ জ্ঞানাত্মিঃ ) ‘বিংছু’ ( কাম্যস্তাং ) ; তং দেবং ‘উৎসিঞ্চধ্বং বা’ ( ভক্তিরসেন সম্যক্ সিক্ঞ্চধ্বং ) ‘উপপূণ্ণধ্বং বা’ ( সত্তাবেন সম্যক্ পূরয়ত ) ; ‘আদিং’ ( অনন্তরমেব ) ‘দেবঃ’ ( ছোতমানঃ জ্ঞানাত্মিঃ ) ‘বঃ’ ( যুগ্মান্ ) ‘ওহতে’ ( মোক্ষং বা অভিলষিতং স্থানং প্রাপয়তি ) । প্রার্থনারাভাবঃ—‘অস্মাকং হৃদয়ঃ সত্তাবসমবিতঃ ভক্তিপ্লুতঃ ভবতু ; তেন বয়ং মোক্ষং অতীষ্টঞ্চ প্রাপ্তুমঃ ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ । তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সত্তাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপ্লুত ( আমার ) হৃদ্যপ্রদেশকে, ধনপ্রদ ছোতমান জ্ঞানাত্মি ( জ্ঞানদেব ) কামনা করুন ; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যকরূপে সিক্ঞ্চন কর এবং সত্তাবের দ্বারা সম্যকরূপে পূর্ণ কর ; অনন্তর ( তাহা হইলে ) এই ছোতমান জ্ঞানাত্মি তোমাদিগকে অভিলষিত স্থান মোক্ষ প্রদান করিবেন । ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয় সত্তাব-সমবিত ভক্তিপ্লুত হউক ; ওদ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারি ) ।

মন্ত্কার্থ-বিষয়ে বক্তব্য ।

এই মন্ত্কার যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা আমরা অন্বমোদন করি না । মন্ত্কারটি যে সঙ্কল্প-কার্য্যে প্রযুক্ত, সে অর্থ তাহা আদৌ বোধগম্য হয় না । মন্ত্কার মধ্যে কোনও স্থানেই ‘ক্ষক্’ এবং ‘সোমরস মাদকদ্রব্য-জ্ঞাপক’ কোনও পদই দৃষ্ট হয় না । অথচ, প্রচলিত মন্ত্কার্থে ঐ দুই বস্তুকে টানিয়া আনা হইয়াছে । একমাত্র ‘পূর্ণাং’ এই জীলিঙ্গের বিশেষণ পদ দৃষ্টে ‘ক্ষক্’ পদ টানিয়া ভাষ্যে অধ্যাহৃত হইয়াছে । ‘ক্ষক্’ থাকিলেই হবনীরের প্রয়োজন ; তাই সোমরস হবনীরের অবতারণা করা হইয়াছে । অপিচ, ‘উদ্বা সিক্ঞ্চধ্বং উপ বা পূণ্ণধ্বং’ অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—‘সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সম্প্রদান কর ।’ এইরূপে, ভাষ্যকারের মতে, এই সাম-মন্ত্কারটির অর্থ হয়—যাজ্ঞিক পুরোহিতেরা যেন বলিতেছেন, —‘ধনসমূহের কর্তা অগ্নিদেব যুগ্মদ্বয় হবিঃপূর্ণ ও আসিক্ত ( ভিজা ) ক্ষক্ কামনা করুন । অতএব সোমের দ্বারা পাত্র সিক্ঞ্চন কর এবং পূর্ণ কর । ( এখানে ‘বা’-দ্বয়ের অর্থ সমুচ্চর

অর্থাৎ সৌমরসের দ্বারা গোষ্ঠার চমক পূর্ণ কর এবং অগ্নিতে সম্প্রদান কর)। অনন্তর অগ্নিদেব ভোমাদের আহুতি পৌছাইয়া দিবেন।’

এই অর্থ এখন প্রচলিত। এ অর্থে সঙ্কল-সূক্তের সহিত এই মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ার কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সুধীগণ সহসাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

— . —

## ২। যজুর্বেদীয় সঙ্কলসূক্ত।

ওঁ । যজ্জাগ্রতো । দূরমুদৈতি দৈবং তদ্ব হুগুশ্চ তথৈবৈতি ।

দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কলমন্তু ॥

( যজুর্বেদ, ৩৪অ, ১ক )

\* \* \*

### মন্ত্রের লক্ষ্য ।

মনই সকল মঙ্গলের নিদানভূত। মন যদি সংপথে প্রধাবিত থাকে, মন যদি বিপথে বিভ্রান্ত না হয়, মন যদি সেই তাঁহার প্রতি একান্তে স্থিত থাকে ; তাহা হইলে মানুষকে কোনই অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। মানুষের তাই প্রধান সঙ্কল হওয়া আবশ্যিক—মন যাহাতে অবিচঞ্চল হইয়া ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকে,—সতের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রযত্নপর হয়। এই মন্ত্রে সঙ্কল-সূক্তে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। কর্ম্মাকর্ম্ম সকলেরই মূলোদার—মন। অতএব, মনকে সংপথে পরিচালিত করিবার জন্য সদা সঙ্কলবদ্ধ হও।

\* \* \*

### আমাদের ব্যাখ্যা ।

মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির অমুসরণে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে। আমাদের মর্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা অমুখ্যাবন করুন।

#### মর্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দৈবং’ ( দেবসম্বন্ধিনঃ, বিজ্ঞানাসম্ভূতং ইত্যর্থঃ ) ‘বৎ’ ( সকলসঙ্কলকারণং মম মনঃ ইত্যর্থঃ ) ‘জাগ্রতঃ’ ( সর্কজ্রষ্টুঃ চৈতন্তস্বরূপস্ত ভগবতঃ ইতি যাবৎ ) ‘দূরং’ ( অসম্বিকষ্টং, ভগবন্তঃ পরিত্যক্তং ইত্যর্থঃ ) ‘উদৈতি’ ( উদ্যোগং গচ্ছতি, বিপথি চলতি ), ‘তৎ’ ( তৎ মে মনঃ ) ‘হুগুশ্চ ইব’ ( নিদ্রিতস্ত জাগরণবৎ, অচেতনে চেতনাসংকারবৎ ইত্যর্থঃ ) ‘উ’ ( সর্কতো-ভাবেন ) ‘ঐতি’ ( ভাগচ্ছতু, ৫ গবতি সংচ্ছতু ইতি ভাবঃ ) ; ‘দূরংগমং’ ( ৫৭তঃ বিপংগং

‘তৎ’ ( তদ্বিধং ) ‘যে’ ( যম ) ‘মনঃ’ ( চিত্তবৃত্তিঃ ) ‘জ্যোতিষাং’ ( দেশানাং বিজ্ঞাতৃণাং মধ্যে ) ‘জ্যোতিরেকং’ ( দেবত্বপ্রাপ্তং, জ্যোতিষাং জ্যোতিরিকিং ভূত্বা ইত্যর্থঃ ) ‘শিবসঙ্কলং’ ( মঙ্গলাকাজিকরণং ) ‘মন্ত’ ( ভবতু ) । অর্থঃ ভাবঃ—উদ্ভ্রান্তং বিপথগামিনং মনঃ বিপথঃ প্রত্যাবৃত্তং সন্তং তদুৎপত্তিস্থানে পরমাত্মনি সংলীয়ন্ত ; তেন স্মরণলং সমধিগম্যতাং ।

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

দেবসম্বন্ধী অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা-সমুদ্ভূত, সকল সঙ্কলের কারণ, আমার যে মন, সর্বদ্রষ্টা চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের দূরে অর্থাৎ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, উন্মার্গে চলিয়াছে—বিপথে যাইতেছে । আমার সেই মন, অচেতনে চেতনাসঞ্চারবৎ—নিদ্রিতের জাগরণের ত্রায়, সর্বতোভাবে ভগবানে মিলিত হউক । পথভ্রষ্ট বিপথগামী সেই যে আমার মন, দেবগণের মধ্যে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া—জ্যোতির মধ্যে জ্যোতির ত্রায় অবস্থিত থাকিয়া ‘শিবসঙ্কল’ অর্থাৎ মঙ্গলার্থী হউক । ( ভাব এই যে—উদ্ভ্রান্ত বিপথগামী মন বিপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার উৎপত্তি-স্থান পরমাত্মায় মিলিত হউক এবং তদ্বারা স্মরণল অধিগত হউক ) ।

\* \* \*

বাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

মন্ত্রের যে অর্থের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিলাম, অন্তরূপ অর্থেরও সে অর্থ সে ভাব গ্রহণ করা যায় । কিন্তু তাহার আর আবশ্যক নাই । মন্ত্রের বাহা মুখ্য লক্ষ্য, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ।

যাহা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, যে অমৃতের সন্তান আমরা, তাঁহার সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করাই আমাদের প্রেরণাধিক । কিন্তু সে পথে অগ্রসর না হইয়া, সে পক্ষে চেষ্টা না করিয়া, আমরা ক্রমেই তাঁহা হইতে দূরে চলিয়াছি । আমাদের মনই আমাদের দূরে লইয়া চলিয়াছে । মনের অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া, আমরা নিত্য নূতন পথে প্রধাবিত হইতেছি । এই সঙ্কল-মন্ত্র আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া অমৃতের সন্ধানে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে । আমাদের মনকে যদি সেই পথে পরিচালিত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের সঙ্কল—শিবসঙ্কল অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদ হইবে ।

----- \* -----

৩। ঋগ্বেদীয় সঙ্কল-সূক্ত ।

ওঁ । যা গুপ্তর্যা সিনীবালা যা রাকা যা সরস্বতী ।

ইন্দ্রাগ্নীমহু উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥

( ঋগ্বেদ, ২অষ্টক—৭অধ্যায়—১৫বর্গ

\* \* \*

ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উপরি-উদ্ধৃত ঋগ্বেদী সঙ্কলনস্বরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে । কিন্তু এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে এবং এই মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির অনুসরণে সহসা যে অর্থ পারগৃহীত হইতে পারে, তাহাতে সঙ্কলনস্বরূপে স্বস্তি-কামনার এই মন্ত্রের প্রয়োগ কল্পনা করা যায় না ।

মন্ত্রান্তর্গত পদাবলি বড়ই সমস্তাপূর্ণ । সুতরাং উহা হইতে যত প্রকার অর্থ আমনন করা হইয়াছে, তাহাতেও সমস্তার অন্ত নাই । কেহ কেহ শুক্ল, সিনীবাণী, নাকা, সরস্বতী প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে চারিটা বিভিন্ন-নামধেয় নদী নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এই,—‘সেই যে ভীষণা শুক্লনদী, সেই যে ভীষণা সিনীবাণী নদী, সেই যে ভীষণা নাকা নদী, আর সেই যে ভীষণা সরস্বতী নদী, তাহা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ইন্দ্রাণীকে ( ইন্দ্র-পত্নীকে ) এবং সেই নদী উত্তরণে বিপদ-পরম্পরা হইতে পরিত্রাণের জন্য বরুণানীকে ( বরুণ-পত্নীকে ) আহ্বান করিতেছি ।’

এই অর্থ উপলক্ষে মধ্যএসিয়া হইতে আর্যগণের ভারত আগমনের ব্যক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে । আর্যগণ যখন ঐ সকল নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের জন্য চেষ্টাশ্রিত হন, তখন উহাদের ভীষণতা দেখিয়া বিচঞ্চল হইয়া পড়েন । বিভীষিকা পাইয়া নদী উত্তরণের জন্য ইন্দ্রাণীকে আহ্বান করেন এবং স্বস্তি-লাভের জন্য বরুণানীর শরণাপন্ন হন । পূর্বোক্ত প্রকার অর্থে এই এক প্রকারের ভাব মন্ত্র হইতে গ্রহণ করা হয় ।

মন্ত্রের আর এক প্রকার অর্থ আমনন করা হয়—‘সেই যে ভীষণা অমাবস্তার রাত্রি, আবার সেই যে ভীষণা অন্ধকারময়ী রজনী ; অপিচ, সেই যে অনন্দোৎফুল্লা পৌর্ণমাসী নিশি, আর সেই যে খেতভূমি জ্যোৎস্নাকরোজ্জ্বলা রজনী,—সকল অবস্থায় সকল সময়ে পরিত্রাণের জন্য ইন্দ্রাণীকে এবং শান্তির জন্য বরুণানীকে আহ্বান করা হইয়াছে । এতদুভয় প্রকারের ব্যাখ্যাভেদই ইন্দ্রাণী ও বরুণানী পদের যৌগিক অর্থের প্রাপ্তিই দৃষ্টি পড়ে ।

মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষ্য-বিশেষ্য প্রাপ্ত পদই জ্ঞানিস্তান্ত । ‘ইন্দ্রাণী’ এবং ‘বরুণানী’ পদদ্বয় দুইই ইন্দ্রনামধেয় এবং বরুণনামধেয় দেবতাবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের পত্নীর প্রতি সহসা লক্ষ্য আসিয়া থাকে ।

আমরা কিন্তু সে পথে গমন করিয়া মন্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য পরিহার করিতে প্রস্তুত নহি ।

পরন্তু যে মনীষা মহাত্মার প্রবর্তনায় এই মন্ত্র ঋগ্বেদীয় সঙ্কলনস্বত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, তাঁহার শুভ উদ্দেশ্যের অনুসরণ করলে মন্ত্রের ভাব অনায়াসে স্বয়ংসম হইতে পারে ।

এই মন্ত্রে জগন্মাতার—বিশ্বমাতার—করুণা কামনা করা হইয়াছে । ইহসংসারে মাতৃস্নেহের তুলনা নাই । তাই নানা ভাবে নানা রূপে ভগবানকে আহ্বান করিতে করিতে, পারশেষে মাতৃভাবে তাঁহাকে স্মরণ করা হইয়াছে । জননীর নিকট সন্তান যাহা প্রার্থনা করে, সহসাহ তাহা প্রাপ্ত হয় । তাই এখানে তজ্জপ মাতৃস্নেহ বিশেষণে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে—‘যিনি অমাবস্তা বা অজ্ঞানতা, আবার যিনি পৌর্ণমাসী বা পূর্ণজ্ঞানরূপিণী, সেই ধনাধিষ্ঠাত্রী কন্দরূপিণী দেবীকে আমাদের মঙ্গলের জন্য এবং পরিত্রাণের জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি ।’

জগন্মাতা জগজ্জননী কেমনভাবে বিশ্বের সহিত বিত্তমান আছেন, এই মন্ত্রে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ধকারও তিনি, আলোকরশ্মিও তিনি; পৌর্ণমাসীও তিনি, আবার অমাবস্তাও তিনি। জ্ঞানও তিনি, অজ্ঞানও তিনি। বিভিন্ন বিপরীত সকল ভাবের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব ওতঃপ্রোতঃ বিত্তমান। খ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে ‘যা দেবী সৰ্বভূতেষু’ ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার এই সৰ্বস্বরূপিণী মহিমার মাহাত্ম্যই পরিকীৰ্ত্তিত রহিয়াছে। চেতনের মধ্যেও তিনি, অচেতনের মধ্যেও তিনি; নিদ্রাতেও তিনি, জাগরণেও তিনি, ক্ষুধাতেও তিনি, তৃপ্তিতেও তিনি। সেখানে সেই যে তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া বলা হইয়াছে—

“যা দেবী সৰ্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥”

এখানেও সেই আহ্বান। এখানেও প্রার্থনা, জানান হইয়াছে—‘হে জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণি জননি, এস মা। আমার এই সঙ্কল্পে সিদ্ধি প্রদান কর।’

কি প্রকারে ঐ ভাবের অর্থ মন্ত্রে পরিগ্রহণ করা যায়, আমাদেরিগের কৃত মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে সে আভাস প্রাপ্ত হউন।

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘যা’ (লোকপ্রসিদ্ধা) ‘গুহ্যঃ’ (অমাবস্তা), ‘যা’ (লোকপ্রসিদ্ধা) ‘সিনীবাণী’ (অজ্ঞানতা), ‘যা’ (লোকপ্রসিদ্ধা) ‘রাব’ (পৌর্ণমাসী), ‘যা’ (লোকপ্রসিদ্ধা) ‘সরস্বতী’ (প্রজ্ঞানপ্রদাত্রী), ‘উতরে’ (পরিভ্রাণয়) ‘স্বস্তয়ে’ (সুমনসলার্থং চ), ‘ইজ্জাণীং’ (ধনাধিষ্ঠাত্রীং) ‘বরুণানীং’ (করুণাবৰ্ষণীলাং) তাং জগন্মাতাং ‘অহ্রে’ (আহ্বয়ানি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণী জগন্মাতাকে অস্মান্ পরিভ্রাণতু সুমনসলক বিধায়তু।

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ।

যে লোকপ্রসিদ্ধা অমাবস্তা, যে লোকপ্রসিদ্ধা অজ্ঞানতা, যে লোকপ্রসিদ্ধা পৌর্ণমাসী, যে লোকপ্রসিদ্ধা প্রজ্ঞানপ্রদাত্রী, পরিভ্রাণের নিমিত্ত ও সুমনসলের জন্ত, সেই ধনাধিষ্ঠাত্রী করুণাবৰ্ষণীলা জগন্মাতাকে আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণী জগন্মাতা আমাদেরিগকে পরিভ্রাণ করুন এবং আমাদেরিগের সুমনসল বিধান করুন)।

\* \* \*

মন্ত্যার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

এখানে বিভিন্ন দেবতাকেও আহ্বানের ভাব আসিতে পারে। আবার একই দেবতার—যিনি সকল ধনের অধীশ্বরী, আবার যিনি করুণার প্রস্রাবিণী, তাঁহারও আহ্বান স্মৃতি হইতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান সকলের যিনি মূলভূত, তাঁহার ঐশ্বর্যেরও সীমা নাট, আবার করুণাবৰ্ষণেরও সীমা নাই; অতীষ্ট সিদ্ধির সঙ্কল্পে তিনি সহায় হউন,—মাতৃরূপে মাতৃভাবে মাতৃত্বের স্নেহকরুণা বিতরণ করুন,—সঙ্কল্প-স্বত্ত্বের ইহাই লক্ষ্য।

# জ্ঞান-বেদ ।

## গায়ত্রী-মন্ত্র-জপ ।

— ০ —

যথানিয়মে গায়ত্রী-মন্ত্র-জপে সৰ্ব্বাভীৰ্ত্ত সিদ্ধ হয়। দ্বিজাতির পক্ষে গায়ত্রী-মন্ত্র-জপের ন্যায় শ্রেয়ঃসাধক আর দ্বিতীয় নাই। শাস্ত্র বলেন,— কালপ্রভাবে বেদমন্ত্র-সমূহ দোষযুক্ত হয়। সেই কালদোষ নিবারণের জন্য, বেদমন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে প্রথমে গায়ত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য।

গায়ত্রী-জপে সকল কলুষ নিবৃত্ত হয়। তার পর উদ্দেশ্যানুরূপ মন্ত্র-জপে অভীৰ্ত্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। তবে, গায়ত্রী মন্ত্র জপ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম-সমূহ পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ গায়ত্রী-মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য ত্রিশ সহস্র বার গায়ত্রী-মন্ত্র জপের বিধি আছে। তার পর সমস্ত বেদমন্ত্র সিদ্ধির জন্য এক লক্ষ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবার বিধি পরিদৃষ্ট হয়। এখনকার চঞ্চল-চিত্ত মানুষের পক্ষে এ প্রকার জপ-কার্য্য কঠোরকৃচ্ছ সাধনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ কহেন,—এই জপের মূল লক্ষ্য—চিত্তশৈথিল্যসম্পাদন। ভগবানে যুচিস্তত্ত হইতে পারিলে সৰ্ব্বসিদ্ধি অধিগত হয়। তখন, যে উদ্দেশ্যে যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইবে, তাহাতে তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে।

যে পদ্ধতিতে কৰ্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি, তাহা ঋষিগণেরই প্রদর্শিত পন্থা। যাঁহারা ঋষিবাক্যে বিশ্বাসবান এবং শাস্ত্রানুশাসন মাত্ৰ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখুন—কেমন বৈদ্যুতিক-ক্রিয়ায় অভীৰ্ত্ত-ফল অধিগত হয়।

যে গায়ত্রী-মন্ত্র এমন সৰ্ব্বাভীষ্ট-প্রদ, অমৃতত্ব-লাভের হেতুভূত, সেই গায়ত্রী-মন্ত্র ও তাহার মৰ্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি ; যথা—

।  
ওঁ । ভূভুবঃ স্বঃ ।

। । । ।  
ওঁ । তৎসবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ।

। ।  
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘ওঁ’ ( বিষ্ণুশিবব্রহ্মাত্মকঃ প্রণবঃ বীজমন্ত্রঃ, তাৎপর্যার্থঃ—হে ভগবন্ ! মঙ্গলমন্ত্ৰ ) ।

‘ভূঃ’ ( ভূলোকস্থিতদেবতাবাঃ ) ‘ভুবঃ’ ( ভুবলোকস্থিতদেবতাবাঃ ) ‘স্বঃ’ ( স্বলোকস্থিতদেবতাবাঃ ) মম হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ইতি শেষঃ । ময়ি দেবত্বং শুদ্ধস্বত্বং বা আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ । অথবা—ত্রিলোকরূপে বিশ্বরূপে বিद्यমান্ হে ভগবন্ ! মাং পরিজায়তু বা ইতি শেষঃ ।

‘যঃ’ ( জ্ঞানশ্চ প্রেরকঃ যঃ সবিতৃদেবঃ ) ‘নঃ’ ( আমরাং ) ‘ধিয়ঃ’ ( বুদ্ধীঃ, কৰ্ম্মাণি ) ‘প্রচোদয়াৎ’ ( প্রাকর্ষণে প্রেরয়তি, সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানায় নিয়োজয়তি ইতি যাবৎ ), তশ্চ ‘দেবশ্চ’ ( তোতমানাত্মকশ্চ ) ‘সবিতুঃ’ ( জ্ঞানপ্রেরকশ্চ ব্রহ্মণঃ ) ‘বরেন্যং’ ( শ্রেষ্ঠং, সৰ্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং ) ‘তৎ’ ( প্রসিদ্ধং জগদ্ব্যাপ্যং ) ‘ভর্গঃ’ ( সৰ্ব্বপাপানাং ভৰ্জনসমর্থং তেজোমণ্ডলং, দূরিতনাশকং জ্যোতিঃ ) বয়ং ‘ধীমহি’ ( ধ্যায়ামঃ ) ।

সৰ্বপাপানাং নাশকঃ সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাতা সংকৰ্ম্মণে প্রাবৃত্তিবর্জকঃ যঃ পরব্রহ্মঃ তশ্চ পরমং তেজঃ সদা বয়ং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ ।

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

বিষ্ণুশিবব্রহ্মাত্মক প্রণব বীজমন্ত্র—ওঁ । তাৎপর্যার্থ—‘হে ভগবন্ ! মঙ্গল হউক ।’

ভূলোকস্থ দেবভাবসমূহ, ভুবলোকস্থ দেবভাবসমূহ, এবং স্বর্গস্থিত দেবভাবসমূহ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন । অথবা, ত্রিলোকরূপে বিশ্বরূপে বিরাজমান্ হে ভগবন্ ! আমার পরিজ্ঞাণ করুন ;

যিনি ( জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব ) আমাদের বুদ্ধিকে সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই তোতমান জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের ( পরব্রহ্মের ) শ্রেষ্ঠ সৰ্বপাপনাশক জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি ।

জ্ঞানবেদ । ৩য় খণ্ড—৪



সকল পাণের নাশক সদবুদ্ধির প্রদাতা সংকর্ষে প্রবৃত্তিবর্দ্ধক যে পরব্রহ্ম, তাঁহার পরম তেজ যেন সর্বদা আমরা হৃদয়ে ধারণ করি। মন্ত্র এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে।

\* \* \*

### মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আলোচনা।

দ্বিজাতিগণের নিত্য-জাপ্য এই গায়ত্রী-মন্ত্র যুগপৎ আত্মোদ্বোধক ও পরব্রহ্মের অনুধ্যান-মূলক। এই মন্ত্রে প্রথমে সমস্ত দেবতাবকে আহ্বান করা হইয়াছে। ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে,—কি স্বর্গে, কি অন্তরিক্ষে, কি পৃথিবীতে যত প্রকার দেবতাব আছে, সকলই যেন আমি অধিকার করিতে পারি। সাধনার পথে যতই অগ্রসর হইব, ততই দেবতাবসমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে; ততই হৃদয়ে শুদ্ধস্বভাব সজ্জাত হইবে—ততই ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হইব।’ এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্চনাকারী প্রথমে বলিতেছেন,—‘স্বর্গে, অন্তরিক্ষে বা পৃথিবীতে যত দেবতাব আছে, ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ যত শুদ্ধস্বভাব আছে, সমস্তই আমাতে অধিষ্ঠিত হউক।’ পরিশেষে পরব্রহ্মের দিব্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ জন্ত পরব্রহ্মে লীন হইবার অভিপ্রায়ে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন; বলিতেছেন,—‘তাঁহার জ্যোতিঃ যেন আমাতে মিলিত হয়, আমি যেন তাঁহাতে বিলীন হইতে পারি।’

‘ও ভূত্বঃ স্বঃ’ মন্ত্রে অগ্ন্যাধ্যান-বাগে আর এক অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। সেখানে ‘ভুঃ ভুবঃ স্বঃ’ এই পদত্রয়ে ষথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা আত্মা প্রজা (পুত্রপরিজনাদি) ও পশুসমূহ অর্থ গ্রহণ করা হয়। সেখানে, অগ্ন্যাধ্যান-বাগের প্রার্থনা থাকে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা আত্মা প্রজা ও পশু-সমূহ সকলে আমার বশীভূত হউক অথবা সকলের মঙ্গল হউক। ঐ সকলকে বশীভূত করিতে হইলে, প্রকাশ এই যে, অগ্ন্যাধ্যান বাগ পূর্বক ঐ মন্ত্র জপ করিতে হইবে

কিবা প্রাচ্যে, কিবা পাশ্চাত্যে, এই মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে, বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। যোগীশ্বর যাক্সবল্লভ গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে; পুরাণ গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিনিয়ুক্ত রহিয়াছেন; স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা, মহীধরের ব্যাখ্যা—এ সকল ব্যাখ্যা তো আছেই। পরন্তু পাশ্চাত্যদেশের যে পণ্ডিত যখনই ভারতের শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যার প্রতি তখনই তিনি প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

এই গায়ত্রী-মন্ত্র জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই মন্ত্র মানুষকে দেবত্বের পথে অগ্রসর করে। সুতরাং এ মন্ত্রের মর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তজ্জন্ত আমরা এই গায়ত্রী-মন্ত্রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম।—যোগী যাক্সবল্লভের ব্যাখ্যা;—“কর্মেজ্জিয়ারি পঠৈব পঞ্চ বুদ্ধিজিয়ারি চ। পঞ্চ পঞ্চেন্জিয়ার্য্যশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্ ॥ মনো বুদ্ধিস্তথাত্মা চ অব্যক্তঞ্চ যজ্ঞমম্। চতুর্বিংশত্যৈধৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু। প্রণবঃ পুরুষং বিদ্ধি সর্বগং পঞ্চবিশেকম্ ॥”

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম;—“পঞ্চকর্মেজ্জিয়, পঞ্চজ্ঞানেজ্জিয়, পঞ্চইজ্জিয়ার্য্য, পঞ্চমহাভূত, মন বুদ্ধি আত্মা আর অব্যক্ত—এই চতুর্বিংশতি গায়ত্রীর অক্ষর। পরম পুরুষ প্রণব লইয়া পঞ্চবিশ।

দ্বিতীয়।—তন্ত্রের ব্যাখ্যা। গায়ত্রী-তন্ত্রে আছে,—“অগ্নিবায়ুস্বর্ঘ্যবিদ্যাংযমবরুণ এব চ। বৃহস্পতিঃ পর্জন্ত ইন্দ্রো গন্ধর্ব এব চ। পৃথ্বী শিবশ্চ ঋতী চ বাসবশ্চ মরুতথা। সোমাদিরা বিশ্বদেবা অশ্বিনী চ প্রজাপতিঃ। সর্বদেবশ্চ রুদ্রশ্চ ব্রহ্মা বিশ্বস্ত দেবতাঃ। জপকালে চিন্তনীয়ান্তাসাং সাযুজ্যমাশ্রুয়াৎ ॥”

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম,—“গায়ত্রীর ১ম অক্ষর অগ্নি দেবতা, ২য় অক্ষর বায়ুদেবতা, ৩য় স্বর্ঘ্যদেবতা, ৪র্থ বিদ্যাং দেবতা, ৫ম যম দেবতা, ৬ষ্ঠ বরুণ, ৭ম বৃহস্পতি, ৮ম পর্জন্ত, ৯ম ইন্দ্র, ১০ম গন্ধর্ব, ১১শ পৃথ্বী, ১২শ মিত্রাবরুণ, ১৩শ ঋতী, ১৪শ বাসব, ১৫শ মরুত, ১৬ সোম, ১৭শ আদিত্য, ১৮শ বিশ্বদেব, ১৯শ অশ্বিনীকুমার, ২০শ প্রজাপতি, ২১শ সর্বদেবতা, ২২শ রুদ্র, ২৩ ব্রহ্মা, ২৪শ বিশ্ব।”

তৃতীয়।—বিষ্ণু কর্তৃক গায়ত্রীর গুণ-ব্যাখ্যা,—“বস্তৃতাভূতভর্গোহস্মান প্রেরয়তি স জগজ্জ্যোতীরসায়ত-ভূরাদিলোকত্রয়াশ্বক-সকল-চরাচরস্বরূপ-ব্রহ্মাবিস্তৃতমহেশ্বর-স্বর্ঘ্যাঙ্গিনানাং দেব-তাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি-সপ্তলোকানু প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাশ্মানং জ্যোতীরূপং সত্যার্থং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মত্বেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সঠৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্ঘ্যাৎ ॥”

চতুর্থ।—তন্ত্র-সম্বন্ধে অপর ব্যাখ্যা,—“যস্মাৎ স্থিতিলয়াৎপত্তির্থেন ত্রিভুবনং ততং। সবিতুর্দৈবতস্তাস্তৃধ্যামি তদুত্তর্গমব্যয়ং। বরণীয়ং চিন্ত্যামঃ সর্বাস্তৃধ্যামিনং বিভূং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থৌ ধিয়োহস্মাকং শরীরিণাং। এবমর্থযুতং মজ্জং ত্রয়ং নিত্যং অপেরয়ঃ। বিনাহস্ত-নিরমায়াদৈঃ সর্বসিদ্ধীধরৌ ভবেৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্বোপনিষদাং মতং। মজ্জত্রয়ং নিম্পন্নং তদক্ষরমগোচরং ॥”

পঞ্চম।—মহানির্বাণ-তন্ত্রের ব্যাখ্যা,—“জ্যাক্ষরাশ্বকতারেণ (উক্তারেণ) পরেশঃ প্রেতি-পাত্ততে। পাতা হতী চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অসৌ দেবাজিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহতিভিজিভিঃ। তারব্যাহতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ। জগজ্জপস্ত সবিতুঃ সংস্রষ্টদীপ্যতে বিভোঃ। অন্তর্গতং মহবর্জো বরণীয়ং যতাস্তিঃ। ধ্যায়েমঃ তৎপরং সত্যং সর্বব্যাপিসনাতনম্। যো ভগঃ সর্বসাক্ষাশো মনোবুদ্ধীজ্ঞানানি নঃ। ধর্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েধিনিযোজয়েৎ ॥”

ষষ্ঠ।—ঈশ্বরাষ্ট্রাচার্য রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা, (সংক্ষেপে)—“দেবস্ত সবিতুস্তৎভর্গরূপং অন্তর্ধ্যামিব্রহ্ম বরেন্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভিরুভিঃ তদিনাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি। পূর্বোক্তেন সোহমস্মীত্যনেন চিন্ত্যামঃ যো ভগঃ সর্বাস্তৃধ্যামীধরৌ নোহস্মাকং শরীরিণাং ধিয়ৌ বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি ॥”

তাহার ব্যাখ্যা—আহিক-তন্ত্রে; যথা,—“গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্ত সবিতুর্জ্যোতী ভর্গমন্তর্গতং বিভূং। ব্রহ্মবাদিন এবাহর্করেন্যেকান্ত ধীমহি। চিন্ত্যামো বয়ং ভর্গং ধিয়ৌ যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিঃ পুনঃপুনঃ। বুদ্ধেচ্চোদয়িত্বা যন্ত চিদাস্মা পুরুষো বিরাট। বরেন্যং বরণীয়ং জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গার্থং তদমুদ্রুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় হংসস্ত ত্রিতয়স্ত চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ স্বর্ঘ্যমণ্ডলে।

মন্ত্রার্থমগিচৈবাং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি । তেন গায়ত্র্যা অন্নমৰ্ঘঃ । দেবস্ত সবিভূর্ভগ্নস্বরূপাস্তথ্যামি-  
ত্রক্ক বরেণ্যং বরগীয়ং জন্মমৃত্যুভীক্ৰিভিঃ তদ্দিনাশায় উপাসনীয়ং । ধীমহি প্রাণুজেন সোহহমস্মীত্য-  
নেন চিন্ত্যামঃ, যো ভর্গঃ সর্কাস্তথ্যামীথরো নোহস্মাকং সর্কৈবাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচো-  
দয়াং ধর্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি । তথা চ ভগবদগীতার্যং । জৈথরঃ সর্কভূতানাং হৃদেহেহর্জুন  
তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন্ সর্কভূতানি যজ্ঞাক্রুতানি মায়য়া । জৈথরোহস্তথ্যামৌ হৃদেহে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্  
তত্তৎকর্মস্ব প্রেরয়ন্ যজ্ঞাক্রুতানি দাক্ষয়জ্ঞতুল্যশরীরাক্রুতানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি বাবং  
মায়য়া অষটনষটনপটীয়ালা নিজশক্ত্যা । তথাচাখতরাণাং মন্ত্রঃ । একো দেবঃ সর্কভূতেষু গূঢ়ঃ  
সর্কব্যাপী সর্কভূতাস্তরাষ্ট্রা । কর্মার্থাক্যঃ সর্কভূতাস্থিবাসঃ সাক্ষাৎ চেতঃ কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

প্ৰথম ।—সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য ;—“যঃ সবিভা স্বর্ধ্যাঃ ধিয়ঃ কর্মগি প্রচোদয়াং প্রেরয়তি  
তস্ত সবিভুঃ প্রসবিভুর্দেবস্ত ত্তোতমানস্ত স্বর্ধ্যস্ত তৎসর্কৈর্দৃশ্তমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্কৈঃ  
সংভজনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি ॥”

অষ্টম ।—মহীধরকৃত ব্যাখ্যা ;—বিশ্বামিত্রদৃষ্টা সাবিজী জপে বিনিয়োগঃ । তদিতি ষষ্ঠ্যর্থ  
তস্ত দেবস্ত ত্তোতমানাক্ত সবিভুঃ প্রেরকস্তাস্তথ্যামিণো বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্ত হিরণ্যগভোপাধ্য-  
বচ্ছিন্নস্ত বা আদিত্যাস্তরপুরুষস্ত বা ত্রক্কণো বরেণ্যং বরগীয়ং সর্কৈঃ প্রার্থনীয়ং ভর্গো সর্ক-  
পাপানাং সর্কসংসারস্ত চ ভজ্জুনসমর্ঘং তেজঃ সত্যজ্ঞানানন্দাদিবেদান্তপ্রতিপাত্তং বয়ং ধীমহি  
ধ্যায়ামঃ । চ্ছান্দসং সম্প্রসারণং । যদ্বা মণ্ডলং পুরুষো রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গঃ শব্দবাচ্যং । ভর্গো  
বীর্ধ্যং বা । বরুণোত্তবা অভিষিষিচানান্তর্গোহপচক্রাম বীর্ধ্যং বৈ ভর্গ ইতি শ্রুতেঃ ( ৫৪।৫।১ ) ।  
তস্ত কস্ত । যঃ সবিভা নোহস্মাকং ধিয়ঃ বুদ্ধীঃ কর্মগি বা প্রচোদয়াং প্রেক্ষণে চোদয়তি  
প্রেরয়তি সৎকর্ম্যাহুষ্ঠানায় । যদ্বা বাক্যভেদেন যোজন্য । সবিভুর্দেবস্ত তৎ বরেণ্য ভর্গো  
ধ্যায়ামঃ । ষষ্ঠ নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি তৎ চ ধ্যায়ামঃ স সবিভৈতব । লিঙ্গব্যত্যয়েন বা যোজন্য ।  
সবিভুর্দেবস্ত তৎ ভর্গো ধীমহি যো যৎ ভর্গো নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি ॥

নবম ।—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা,—

( ১ ) “ Let us adore the supermacy of that divine sun, the  
godhead who illuminates all, who recreates all, from whom all  
proceed, to whom all must return, to whom we invoke to direct  
our understandings aright in our progress towards his holy  
seat.”—Sir William Jones.

( ২ ) “Let us meditate on the adorable sight of the divine  
ruler Savitri ; may it guide our intellects.”—Colebrooke.

( ৩ ) “We meditate on that desirable light of the divine  
Savitri who influences our pious rites”—Wilson.

( ৪ ) “We contemplate the excellent splendour of the brilliant  
Savitri that he may inspire our devotions.”—বেদার্থদ্বন্দ্ব ।

( ১ ) “May we attain that excellent glory of Savitar the God : So may we stimulate our prayers.”—Griffith.

দশম ।—বঙ্গদেশের অমুবাদকগণের ব্যাখ্যা,—

( ৬ ) “আমরা সনাতন-দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।”—সত্যব্রত সামশ্রমী।

( ৭ ) “সনাতনদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।”—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

( ৮ ) “যিনি আমাদের ধী-শক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সনাতন দেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি।”—রমেশচন্দ্র দত্ত।

( ৯ ) “সনাতনদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।”—রমানাথ সন্ন্যাসী।

মনোবিগণ নানা প্রকারে গায়ত্রী-মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সনাতন দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাখ্যায় নানা প্রতিবাদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি ‘অবাস্তনসোগোচরঃ’, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অগোচর, ভাবায় তাঁহার কি কোনও পরিচয় দেওয়া যায়? সুতরাং সনাতন দেবতা বলিতে, কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে—তাঁহা বুঝাইতে গিয়া, সকল ব্যাখ্যাকারেরই গবেষণা পূর্ণদস্ত হইয়াছে। যিনি নাম-রূপের অতীত, অথচ তাঁহার নাম-রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সনাতন দেবতা নামে এখানে তিনিই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে পরব্রহ্মই বলুন, হিরণ্যগর্ভই বলুন, আর সনাতন দেবতাই বলুন—বিশ্বরূপে বিद्यমান বিশ্বনাথই এখানকার লক্ষ্য। সনাতন-দেবতা পদে, কেহ বা স্বর্গদেব অর্থ নির্দেশ করেন। তাঁহার জ্যোতিঃ বলিতে, স্বর্ঘ্যের রশ্মিমাত্র তাঁহাদিগের কল্পনায় আসে। ইহাতে স্বর্ঘ্যের জ্যোতিঃধারক এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেই জ্যোতির মধ্য দিয়াই তাঁহারা যে পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবেন, রূপের অনুধ্যানেই যে রূপময়ের কৃপা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহারই আশা করা যায়। সত্ত্বাব-সম্পন্ন হইয়া, সদ্বুদ্ধির পরিচালনায়, তাঁহার সন্ধানে ফিরিলে রূপের মধ্যেই অরূপের সাক্ষাৎকার মিলিবে। গায়ত্রী-মন্ত্র সেই সন্ধান অগ্রসর হইবার জন্ত তোমার উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

\* \* \*

গায়ত্রী-মন্ত্রের মূল লক্ষ্য।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ কেমন ভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রথম অংশে—‘ভূভুবঃ স্বঃ’ মন্ত্রে—তাঁহারই আভাস পাওয়া যায়। তিনি যে দূরে নাই—তিনি যে নিকটেই আছেন—মন্ত্র সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে।

# জ্ঞান-বেদ।

‘কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম।’

—:::—

চিত্ত নিয়ত সংশয়াচ্ছন্ন। আমরা কাহার পূজা করিব? আমরা কোন্ দেবতার উপাসনা করিব?—এ সংশয় মানুষের মনে চিরবিদ্যমান। তাই আজ আমরা ঐহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছি, কাল সে দেবতা আমাদের চক্ষে উপেক্ষিত হইতেছেন। সংসারে যে নানা ধর্ম ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব দেখিতে পাই, তাহার একমাত্র কারণ—চিত্ত নিয়ত সন্দেহদোলায় দোঁলুলামান।

এই মন্ত্র সেই সংশয় নিরসন করিতেছে। এই মন্ত্র জপ করিতে পারিলে, দেবতা সম্বন্ধে—ভগবান্ সম্বন্ধে সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইবে। কোন্ দেবতার পূজা করিব—এই সংশয় যখন মনে উদয় হয়, আর সেই সংশয় নিরগনের জন্য যখন আকুল আগ্রহ আসে, তখনই সন্দেহ নিরসিত হইয়া যায়, তখনই সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারি। জপ কর—এই মন্ত্র; অনুধ্যান কর—এই মন্ত্র; সকল সংশয় দূরীভূত হইবে, স্বরূপের সন্ধান পাইবে।

\* \* \*

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং ত্র্যমুতেমাং কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১

\* \* \*

মর্শ্বাস্থ্যসিদ্ধি-ব্যাখ্যা ।

[ মন্ত্রোচ্চারণ পরবর্ত্তিমন্ত্রাষ্টকশ্চ আত্মাহুসন্ধানমূলকঃ । প্রম্নোত্তরব্যাঞ্জন তৎসন্ধানং অধিগম্যতে । ]

প্রশ্নঃ।—‘কঠৈ’ ( কৌশল্য ) ‘দেবার’ ( দেবতার ) ‘হবিষা’ ( পূজয়া—হবিঃ বা ) ‘বিধেয়’ ( পরিচর্যেয়, অর্পণং বিধেয়ং ইতি ভাবঃ ) ।

উত্তরঃ।—‘হিরণ্যগর্ভঃ’ ( যঃ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরঃ পরমেশ্বরঃ ) ‘সমবর্ত্তত’ ( সমভাবেন চিরাবস্থিতঃ ), ‘ভূতন্ত’ ( বিকারজাতন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদেঃ সর্বন্ত জগতঃ ) ‘অগ্নে’ ( পুরতঃ ) ‘জাতঃ’ ( যঃ একচিত্তঃ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ইত্যর্থঃ ), ‘একঃ’ ( যঃ অদ্বিতীয়ঃ ) ‘পতিঃ’ ( বিশ্বন্ত একমেব অধিস্বামী ) ‘আসীৎ’ ( অতীতানাগতবর্ত্তমানকালত্রয়ে উদ্ভাসিতঃ প্রকাশশীলঃ বা ) ‘সঃ’ ( পরমেশ্বরঃ ) ‘ইমাং’ ( পরিদৃশ্যমানাং ) ‘পৃথিবীং’ ( ভূমিং ) ‘জাং’ ( দ্যালোকং ) ‘দাধার’ ( ধারয়তি ) ; তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

\* \* \*

বলাহুবাদ ।

[ এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী আটটী মন্ত্র আত্মাহুসন্ধানমূলক । প্রম্নোত্তরছলে সেই সন্ধান অধিগত হয় । ]

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করা বিধেয় ?

উত্তর।—যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পরমেশ্বর সমভাবে চিরকাল অবস্থিত, সকল বিশ্বের পূর্বে যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি বিশ্বের একমাত্র অধিস্বামী, অতীতানাগতবর্ত্তমানকালত্রয়ে যিনি উদ্ভাসিত বা স্বতঃপ্রকাশমান সেই পরমেশ্বর, যিনি এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে এবং দ্যালোককে ধারণ করিয়া আছেন ; তাঁহাকে আরাধনা কর ॥ ১ ॥

\* \* \*

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

বিশ্বনাথ বিশ্ব ব্যাপিয়া বিস্তারিত আছেন । সংসার তাঁহার অভিযুক্তি । উপহার ভাষায় নানা প্রকারে তাঁহার বিস্তারিততার বিষয় প্রখ্যাপিত দেখি । ‘স্বত্রে মণিগণ’ অথবা পুষ্পমাল্যে পুষ্পসম্ভার যেমন সজ্জিত থাকে, এক দৃষ্টিতে সেই ভাবে তাঁহাতে বিশ্ব বিকশিত রহিয়াছে । দৃষ্টান্তান্তরে, জল ও জলবুদ্‌বুদ, বারিধিবক্ষে বীচিমালা—বিশ্বনাথের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ খ্যাগণ করিতেছে । আর্তিহৃদয় যখন কোন্ দেবতার অঙ্গসংগণ করিব বা কোন্ দেবতার পূজা করিব বলিয়া ব্যাকুল হয়, তখন যদি তাহার সম্মুখস্থিত বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই সে তাহার অঙ্গসংগণ সামগ্রীর সন্ধান প্রাপ্ত হয় ।

এ মন্ত্র মানুষকে সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে । কোন্ দেবতার অঙ্গসংগণ করিবে ? দেখ—সম্মুখেই তিনি বিশ্বমূর্ত্তিতে বিস্তারিত রহিয়াছেন । তাঁহার শরণ লও ; পরিজ্ঞান পাইবে ।

য আত্মদা বলদা যন্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যন্ত দেবাঃ

যন্ত ছায়ামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ কষ্টে দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২

মর্শাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্নঃ ।—কষ্টে দেবায় হবিষ বিধেম ।

উত্তরঃ ।—‘যঃ’ ( যঃ পরমাত্মা পরমেশ্বরঃ ) ‘আত্মদাঃ’ ( আত্মানং দাতা, যথাগেঃ সকাশাৎ বিস্মুল্লিঙ্গাঃ জায়ন্তে তৎ ) তথা ‘বলদাঃ’ ( বলন্ত দাতা শোধয়িতা বা ইত্যর্থঃ ) ‘বিশ্বঃ’ ( ‘বিশ্বে সর্কে প্রাণিনঃ’ ) ‘যন্ত’ ( যন্ত ভগবতঃ পরমাত্মনঃ ) ‘প্রশিষং’ ( শাসনমাজ্জাং ) ‘উপাসতে’ ( প্রার্থয়ন্তে সেবন্তে বা ) ; তথা ‘দেবাঃ’ ( দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ লোকাভীতাবস্থাপ্রাপ্তাঃ বা ) ‘যন্ত’ ( যন্ত ভগবতঃ পরমাত্মনঃ ) ‘প্রশিষং’ ( অনুশাসনং ) উপাসতে ইতি শেষঃ । ‘অমৃতং’ ( অমরত্বং ) ‘যন্ত’ ( যন্ত ভগবতঃ ) ‘ছায়া’ ( প্রতীবিশ্বং ) তথা ‘মৃত্যুঃ’ ( মরণং ) ‘যন্ত’ ( যন্ত ভগবতঃ ) ‘ছায়া’ ( প্রাণাপহারী ছায়েব, যঃ হি উৎপত্তিনিগ্ন-জীবনমরণ-সুলীভূতঃ ইত্যর্থঃ ) ; তং সর্বৈশ্বর্যং আরাধয় ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

প্রশ্ন ।—কোন দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব ?

উত্তর ।—যে পরমাত্মা পরমেশ্বর, ‘আত্মদা’ ( আত্মদানকারী অর্থাৎ অগ্নির বিস্মুল্লিঙ্গ নির্গমনের দ্বারা, আত্মরূপে আত্মদান করেন ) এবং ‘বলদা’ ( যিনি বলসমূহের দাতা ও শোধয়িতা ) ; বিশ্বের সকল প্রাণী যে পরমাত্মার অনুশাসন বা আদেশ মান্ত করে, দীপ্তি-দানাদিগুণসমূহ অর্থাৎ লোকাভীতাবস্থাপ্রাপ্তগণও বাহার অনুশাসন মান্ত করেন ; অমরত্ব বাহার ছায়া বা প্রতীবিশ্ব এবং মৃত্যুও বাহার ছায়া বা প্রতীবিশ্ব অর্থাৎ যিনি উৎপত্তিনিগ্নের ও জীবনমরণের সুলীভূত, সেই সর্বৈশ্বরের আরাধনা কর ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

আত্মরূপে যিনি আমাদের মধ্যে বিद्यমান আছেন, বাহার শক্তিতে আমরা শক্তিমান আছি, বাহার অনুশাসনে নিখিল সংসার পরিচালিত হইতেছে, ইহলোকে ও পরলোকে সর্বত্র বাহার প্রভাব বিद्यমান রহিয়াছে, অমরত্ব বাহার করায়ত্ত, আবার মৃত্যুরও যিনি হেতুভূত, মাহুৰ তাহারই উদ্দেশ্যে অভিধান করুক—পূজা প্রদান করুক, এ মন্ত্রের ইহাই উপদেশ ॥ ২ ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিষৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব ।

য জৈশে অস্ত্র দ্বিপদশচতুষ্পদঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্নঃ।—‘কশ্মৈ’ দেবায় হবিষা বিধেম ? কঃ দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ ।

উত্তরঃ।—‘জগতঃ’ ( জগমস্ত, প্রাণিজাতস্ত ) ‘প্রাণতঃ’ ( প্রাণসম্পন্নত্বাৎ ) ‘নিমিষতঃ’ ( দর্শনাদেঃ ইন্দ্রিয়সম্পন্নত্বাৎ ) ‘যঃ’ ( যঃ পরমেশ্বরঃ ) ‘মহিষা’ ( মাহাশূচ্যান ) ‘এক ইৎ’ ( অদ্বিতীয় এব সন্ ) ‘রাজা’ ( জৈশ্বরঃ ) ‘বভূব’ ( ভবতি ) ; ‘অস্ত্র’ ( পরিদৃশ্যমানস্ত ) ‘দ্বিপদঃ’ ( মনুষ্যাদেঃ ) ‘চতুষ্পদঃ’ ( পশ্বাদেঃ ) ‘যঃ’ ( যঃ পরমেশ্বরঃ ) ‘জৈশে’ ( অধিপতি ভবতি ইত্যর্থঃ ) ; তং পরমেশ্বরং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

\* \* \*

বঙ্গাহুবাদ ।

প্রশ্নঃ।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব ?

উত্তরঃ।—প্রাণিসমূহের প্রাণ আছে বলিয়া এবং দর্শনেন্দ্রিয়াদি বিজ্ঞমান বলিয়া যে পরমেশ্বর আপন মহিমার দ্বারা অদ্বিতীয় এবং সকলের জৈশ্বর ; অপিচ, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মনুষ্য-পশ্বাদির যিনি একমাত্র অধিপতি ;—সেই পরমেশ্বরের আরাধনা কর ॥ ৩ ॥

\* \* \*

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

যাহা হইতে প্রাণীর প্রাণ, যাহা হইতে জীবগণ চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং দ্বিপদ চতুষ্পদ সকলের যিনি পরিচালক ও পরিপালক, সে তো সেই তিনি ;—তাহারই উদ্দেশ্যে পূজা বিহিত হউক । স্রষ্টার প্রতি, প্রতিপালকের প্রতি, রক্ষাকর্তার প্রতি, অভিবাচন করা কর্তব্য ; এবং তাহার শরণাগত হওয়া আবশ্যক । মন্ত্ৰের ইহাই উপদেশ ও লক্ষ্য ॥ ৩ ॥

যশ্বেমে হিমবন্তো মহিত্বা যশ্চ সমুদ্রং রসয়া সহাভিঃ ।

যশ্বেমাঃ প্রদিশো যশ্চ বাহু কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

\* \* \*



মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্ন:।—‘কঠৈ’ দেবায় হবিষা বিধেম ? কং দেবং পূজয়াম: ইত্যর্থঃ ।

উত্তর:।—‘ইমে’ ( দৃশ্যমানা: ) ‘হিমবন্ত:’ ( পর্বতা: ) ‘যন্ত’ ( ভগবত: ) ‘মহিত্বা’ ( মহিমাপ্রকাশকা: ) তথা ‘রসয়া সহ’ ( নদনদীভি: সহ, নদনদীসহযুত: ইত্যর্থ: ) ‘সমুদ্রং’ ( সমুদ্র: অর্ণব: বা ) ‘যন্ত’ ( ভগবত: ) ‘মহিত্বা’ ( মহিমাপ্রজ্ঞাপক: ) ; ‘ইমা:’ ( দৃশ্যমানং ) ‘প্রদিশ:’ ( দিকসমূহং ) ‘যন্ত’ ( ভগবত: ) ‘মহিত্বা’ ( মহিমাপ্রকাশকং ) ‘আহ:’ ( কথয়ন্তি লোকা: ইতি শেষ: ), অপিচ ‘ইমে’ ( সর্বে লোকা: ) ‘যন্ত’ ( ভগবত: ) ‘বাহু’ ( করতলগতা: , ইন্দ্রিতেন পরিচালিতা: ইত্যর্থ: ), তং ভগবন্তং পূজয় ইতি শেষ: ॥ ৪ ॥

\* \* \*

বজ্রানুবাদ ।

প্রশ্ন:।—কোন্ দেবতাকে হবি: অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব ?

উত্তর:।—এই দৃশ্যমান পর্বতসমূহ যাহার মহিমা-প্রকাশক, নদনদীসম্বিত তোরনিধি যাহার মহিমা-বিজ্ঞাপক, আশ্বেযাদি এই দৃশ্যমান দিকসমূহ যাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে, এবং লোকসমূহ যাহার বাহুর দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ শাসনাধীন ; সেই ভগবানকে পূজা কর ॥ ৪ ॥

\* \* \*

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

কিবা পর্বতসমূহ, কিবা নদনদীসম্বিত মহাসমুদ্র, কিবা দশ দিকে দৃশ্যমান পদার্থসকল—সকলেই সেই ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে ; সকলেই তাঁহারই পরিচালনাধীন রহিয়াছে । এই বুঝিয়া, তাঁহার আরাধনা কর । ইহাই মন্ত্রের মৰ্ম্মার্থ ॥ ৪ ॥

যেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃহ্লা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ ।

যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্ন:।—‘কশ্মৈ’ দেবায় হবিষা বিধেম ? কং দেবং পূজয়াম: ইত্যর্থঃ ।

উত্তর:।—‘যেন’ ( ভগবতা ) ‘দৌঃ’ ( দ্রলোকং, অন্তরিক্ষং অবাসিতং ইতি বাবৎ ) ‘চ’ ( তথা ) ‘উগ্রা’ ( বিচঞ্চলা ভীষণা ) ‘পৃথিবী’ ( ভূমি: ) ‘দৃহ্লা’ ( স্থিরীকৃতা ), ‘যেন’ ( ভগবতা ) ‘স্বঃ’ ( স্বর্লোকং ) ‘স্তভিতং’ ( যথা অধো ন পততি তথা স্তব্ধং কৃতং, উপৰ্য্যবস্থাপিতং

ইত্যর্থঃ), ‘যেন’ (ভগবতা) ‘নাকঃ’ (আদিত্যশ্চ) অন্তরিক্ষে স্তুভিতং ইতি শেষঃ, তথা ‘যঃ’ (ভগবান্) ‘অন্তরিক্ষে’ (শুভ্রপ্রদেশে) ‘রজসঃ’ (উদকস্ত) ‘বিমানঃ’ (বধাতা, স্থাপয়িতা ইত্যর্থঃ); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

প্রশ্ন ।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব ?

উত্তর ।—যে ভগবান্ কর্তৃক দ্র্যলোক অবস্থিত এবং বিচক্ষণ ভীষণ এই পৃথিবী দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, যে ভগবানের দ্বারা সৌরলোক নিম্নে পতিত না হয়—এইরূপভাবে উপরে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছে, যে ভগবান্ কর্তৃক সূর্য্যদেব অন্তরিক্ষে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এবং যে ভগবান্ শুভ্রপ্রদেশে উদকের স্থাপয়িতা; সেই ভগবানকে আরাধনা কর ॥ ৫ ॥

\* \* \*

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই তাঁহার মহিমা প্রকটিত । এই যে সূর্য্যচন্দ্র-গ্রাহনকাদি কক্ষলষ্ট না হইয়া আপন পথে পরিচালিত হইতেছে, এই যে পৃথিবীতে ও অন্তরিক্ষে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিद्यমান রহিয়াছে, কে তাহার নিয়ন্তা? সেই নিয়ন্তার—সেই পরিচালকের অহুসরণ জ্ঞাত, তাঁহার মহীয়সী শক্তি অহুভব জ্ঞাত, এই মন্ত্র মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে ॥ ৫ ॥

যং ক্রন্দসী অবসা তন্তুভানে অভ্যেক্ষেতাং মনসা রেজমানে ।

যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

\* \* \*

মহ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্ন ।—‘কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম’? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ ।

উত্তর ।—‘অবসা’ (রক্ষণেন হেতুনা—লোকস্ত রক্ষণার্থং) ‘তন্তুভানে’ (ভগবতা সৃষ্টে, লক্ষ্যস্থৈর্যো সত্যো ইতি ভাবঃ) ‘ক্রন্দসী’ (দ্বাবাপৃথিব্যৌ) ‘মনসা’ (বুদ্ধ্যা) ‘রেজ-মানে’ (দীপ্যামানে, দ্র্যলোকে ভুলোকে সর্বত্র জ্ঞানস্ত প্রকাশনে সতি) ‘যং’ (ভগবন্তং) ‘অভ্যেক্ষেতাং’ (অভ্যাপ্ততাং); ‘যত্র’ (যস্মাৎ আধারভূতাং ভগবতঃ) ‘সূরঃ’ (সূর্য্যঃ, পরমং জ্ঞানং) ‘উদিতো’ (উদয়প্রাপ্তং, বিচ্ছুরিতং সৎ) ‘বিভাতি’ (দ্বিধি প্রকাশতে); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব ?

উত্তর।—লোকরক্ষার্থ ভগবান্ কর্তৃক সৃষ্ট ও লক্ষ্যৈর্হ্য্য হইয়া, দ্যলোক ভুলোক—  
আবাপৃথিবী, বুদ্ধির দ্বারা দীপ্যমান্ হইলে অর্থাৎ দ্যলোক-ভুলোক সর্বত্র জ্ঞান প্রকাশ  
পাইলে, যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, আর যে আধারভূত ভগবান হইতে পরম-  
জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন, সেই ভগবানকে আরাধনা কর ॥ ৬ ॥

\* \* \*

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য ।

লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্ত বিনি দ্যলোককে ও ভুলোককে যথাস্থানে স্থাপিত রাখিয়া-  
ছেন, লোকের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষণ হইলে ঐহার সন্ধান অধিগত হয়, দ্যলোক ভুলোক এবং  
সৌরজগৎ পর্যন্ত ঐহার নির্দেশে পরিচালিত হইতেছে, সংসার যখন তাঁহার মাহাত্ম্যের বিষয়  
বুঝিতে পারে, তখনই তাঁহার উদ্দেশে প্রণত হয়—হবিঃ প্রদান করে ।

মন্ত্রের উপদেশ—তাঁহাকে চিনিবার জন্ত, তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য, চেষ্টা কর;  
তাহা হইলে তাঁহারই উদ্দেশে পূজা প্রদান করিতে প্ররুত্তি আসিবে ॥ ৬ ॥

— \* —

আপো হ বৃহতীর্বিষ্মমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরমিহ ।

ততো দেবানাং সমবর্ত্ততামুরেকঃ কষ্টৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥

\* \* \*

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্ন।—‘কষ্টৈ দেবায় হবিষা বিধেম’ ? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ ।

উত্তরঃ।—‘যৎ’ (প্রসিদ্ধং) ‘বৃহতীঃ’ (মহাস্তং) ‘আপঃ’ (সদ্বৎ) ‘হ’ (দৃশ্যমানং)  
‘বিষ্মং’ (সর্বং জগৎ) ‘আয়ন্’ (ব্যাপ্য) ‘অগ্নিং’ (জ্ঞানায়ং, জ্ঞানং) ‘জনয়ন্তীঃ’ (উৎপা-  
দয়ন্, উৎপাদনপূর্বকং ইত্যর্থঃ) ‘গর্ভং’ (তদাধারং) ‘দধানাঃ’ (ধারণতি); ‘ততঃ’  
(তস্মাৎ এব) ‘দেবানাং’ (সর্বেষাং প্রাণীনাং) ‘একঃ’ (অধিতীয়ঃ) ‘অহুঃ’ (প্রাণভূতঃ  
আত্মা) ‘সমবর্ত্তত’ (প্রকাশিতবান্); তং ভগবন্তং পূজয় ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব ?

উত্তর।—যে প্রসিদ্ধ মহান্ সৎ-সমুদ্র দৃশ্যমান্ বিষ্মকে (সকল জগৎকে) ব্যাপ্ত করিয়া

জ্ঞানাত্মিকে উৎপাদন-পূর্বক, তাহার আধারকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহা হইতেই দেবগণের (প্রাণিগণের) প্রাণভূত অধিতীয় আত্মা প্রকাশিত হইলেন ; তাঁহাকে পূজা কর ॥ ৭ ॥

\* \* \*

মন্ত্রার্থ উপলক্ষে বক্তব্য ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এখানে সৃষ্টির পূর্বাবস্থার বিষয় পরিকল্পনা করিয়াছেন । সৃষ্টির পূর্বে বিশ্ব জলময় ছিল । সেই মহার্ণবে বীজরূপে ভগবান্ বিद्यমান থাকিয়া সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন । প্রথমে প্রজাপতি-রূপে তিনি আপনি প্রকাশমান হন । তাহার পর স্বাবর-জলমাদি প্রাণিগণের উৎপত্তি ঘটে । সৃষ্টিক্রম নির্দ্ধারণ-বিষয়ে একবিধ দার্শনিক সম্প্রদায় এই মত পরিপোষণ করেন ।

অন্তমতে শ্রষ্টাই যে সৃষ্টিরূপে বিद्यমান আছেন, সেই তত্ত্ব এখানে প্রকাশিত । আমরা বলি, এখানে ‘আপ’ অর্থাৎ সত্ত্বসমুদ্র হইতে—পরমাত্মা হইতে—জীবাত্মার প্রেরণার বিষয় পরিবর্ণিত রহিয়াছে । দেবতার মধ্যেও সত্ত্বের ক্রিয়া, প্রাণি-জগতেও সত্ত্বের ক্রিয়া । সেই সত্ত্বের যিনি মূলভূত, তাঁহাকেই পূজা কর,—মন্ত্র এই ভাবেরই ত্রোতনা করিতেছে ॥ ৭ ॥

— . —

যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদক্ষং দধানা জনয়ন্তীৰ্যজম্ ।

যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

\* \* \*

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্ন :—‘কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম’ ? কং দেবং পূজ্যমঃ ইত্যর্থঃ ।

উত্তর :—‘আপঃ’ ( সত্ত্বভাবাঃ ) ‘দক্ষং’ ( কৰ্ম্মশক্তিঃ ) ‘দধানা’ ( ধারণন্তীঃ, ধারণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) ‘যজ্ঞং’ ( সৎকৰ্ম্ম ) ‘জনয়ন্তীঃ’ ( উৎপাদয়ন্ত ইতি ভাবঃ ) ; ‘যঃ’ ( যঃ জগদাত্মা ভগবান্ ) ‘মহিনা’ ( স্বমাহাশ্রয়ান ) ‘চিৎ’ ( আপঃ, সত্ত্বভাবনিবহান্ ইত্যর্থঃ ) ‘পর্য্যপশ্যৎ’ ( সৰ্ব্বতোভাবেন আগন্তুকৃতবান ) ; তথা ‘যঃ’ ( পরমেশ্বরঃ ) ‘দেবেষু’ ( দেবানাং মধ্যে ) ‘একঃ’ ( অধিতীয়ঃ ) ‘অধিদেবঃ’ ( অধীশ্বরঃ ) ‘আসীৎ’ ( ভবতি ) ; তং ভগবন্তং আরাধ্য ইতি শেষঃ । সদ্ধাধারঃ সত্ত্বপ্রদাতারং ভগবন্তং অনুস্মৰ্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

প্রশ্ন :—কোন দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন দেবতার পূজা করিব ?

—‘আপঃ’ অর্থাৎ সত্ত্বভাব-সমূহ, কৰ্ম্মশক্তিকে ধারণ করিয়া, যজ্ঞ বা সৎ

কৰ্মকে উৎপাদন করিতেছেন; যে জগদাত্মা ভগবান্ আপনার মাহাত্ম্যপ্রভাবে সেই ‘আপঃ’ অর্থাৎ সত্ত্বাবসমূহকে সৰ্ব্বতোভাবে আয়ত্তীকৃত রাখিয়াছেন এবং যিনি দেব-গণের অধিতীয় অধীশ্বর হয়েন; সেই ভগবানকে অর্চনা কর। (ভাব এই যে, লব্ধাধার সত্ত্বপ্রদাতা ভগবানকে অনুস্মরণ কর) ॥ ৮ ॥

\* \*

মন্তব্য-বিষয়ে বক্তব্য ।

মাহুয়ের মধ্যে যখন সত্ত্বতাবের উন্মেষ হয়, তখন তাহার প্রাণে কৰ্মশক্তি জাগিয়া উঠে, তখনই সংকৰ্ম সম্পাদনে তাহার সামর্থ্য আসে; তখনই ভগবানের সহিত তাহার সান্নিধ্য ঘটে ।

তিনি সত্ত্ব-সমুদ্র । সত্ত্বের প্রবাহ তাঁহাতেই গিয়া সম্মিলিত হয় । দেবগণ তাঁহারই অংশভূত; অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের স্থায়, দেবগণও তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন । এই বুঝিয়া, মাহুয তাঁহার শরণাপন্ন হয়,—সত্ত্বতাবাপন্ন হয়,—মন্দের ইহাই উপদেশ ও লক্ষ্য । ৮ ॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান  
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥

\* \* \*

মন্তব্যসান্নিধ্য-ব্যাখ্যা ।

প্রশ্নঃ—‘কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম’? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ ।

উত্তরঃ—‘যঃ’ ( জগদাত্মা ভগবান্ ) ‘নঃ’ ( অস্মান্ ) ‘মা হিংসীৎ’ ( কদাচ মা বাধতাং, অস্মাকং ইষ্টং বিনা কদাচ অনিষ্টং ন করোতি ইত্যর্থঃ ), ‘যঃ’ ( যঃ ভগবান্ ) ‘পৃথিব্যাঃ’ ( ভূমিঃ ) ‘জনিতা’ ( জনয়িতা, স্রষ্টা ) ‘বা’ ( অথবা ) ‘যঃ’ ( জগদাত্মা ভগবান্ ) ‘সত্যধর্ম্মা’ ( সত্যপালকঃ, সত্যং রক্ষকঃ সন্ ) ‘দিবং’ ( দ্ব্যলোকং—সর্কান্ লোকান্ ইত্যর্থঃ ) ‘জজান’ ( জনয়ামাস, উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ ) ‘চ’ ( এবং ) ‘যঃ’ ( যশ্চ ভগবান্ ) ‘বৃহতী’ ( মহতী, মহাত্মং ইতি যাবৎ ) ‘চন্দ্রাঃ’ ( জ্যোতিষ্ময়ী আনন্দদায়িনী, চিদানন্দবর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ ) ‘আপঃ’ ( উলকানি, সত্ত্বং ) ‘জজান’ ( জনয়ামাস, উৎপাদয়তি ); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥৯॥

\* \* \*

বঙ্গাহুবাদ ।

প্রশ্নঃ—কোন দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন দেবতার পূজা করিব ?

উত্তরঃ—জগদাত্মা যে ভগবান্ আমাদেরিগকে কখনও হিংসা করেন না অর্থাৎ আমাদেরিগের

ইষ্ট ভিন্ন কখনও অনিষ্ট করেন না, যে ভগবান্ পৃথিবীর জননিতা অর্থাৎ স্রষ্টা, অথবা যে জগদাত্মা ভগবান্ ‘সত্যধর্ম্মা’ অর্থাৎ সত্যপালক বা সদ্ভাবাপন্নদিগের রক্ষক, ছালোকাদি অর্থাৎ সকল লোকের উৎপাদক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, এবং যে ভগবান্ মহৎ আনন্দদাতা বা চিদানন্দ-বর্দ্ধক সম্ব-সমূহকে উৎপাদন করিয়াছেন ; সেই ভগবানকে আরাধনা কর ॥ ৯ ॥

\* \* \*

মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে বক্তব্য ।

এই মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ আছে । যিনি ইষ্ট ভিন্ন কখনই অনিষ্ট করেন না, তাঁহাতেই ভগবদধিষ্ঠান আছে, বৃদ্ধিতে হইবে । এই বৃদ্ধি, সেই চরিত্রের অনুসরণ করিবে । তিনি স্রষ্টা—কেবল এই পৃথিবীর নহে—সর্বলোকের । তিনি সত্যধর্ম্মা অর্থাৎ সত্যের রক্ষক । তাঁহার এই বিশেষণে মানুষমাত্রকে সৎ হইবার জন্তই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । যে সম্বভাব চির-আনন্দদায়ক—চিদানন্দবর্দ্ধক, তিনিই সেই সম্বভাবের জননিতা । তাঁহার অনুসরণ করিলে, হৃদয়ে সম্বভাব পরিবর্দ্ধিত হয় ।

এই মন্ত্রের ইহাই উদ্বোধনা,—মানুষ ! তোমার হৃদয় হইতে হিংসা-বৃত্তিকে দূরীভূত কর ; মনে-প্রাণে সৎ হইবার জন্ত সঙ্কল্পবদ্ধ হও ; সর্বকাৰ্য্যে ভগবানের অনুসরণ কর । তদ্বারা হৃদয়ে সম্বভাব সঞ্চারিত হইবে ;—সুখ-শান্তি লাভ করিবে ॥ ৯ ॥

\* \* \*

মন্ত্রোচ্চারণে ইচ্ছালাভ ।

বিধিপূর্বক পূর্বোক্ত নয়টি মন্ত্র জপ করিলে, পরমেশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় । তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হইলে, সকল অভীচ্ছাই সিদ্ধ হয় । তখন আর অভাব-জ্ঞান থাকে না, তখন আর অভাব-পূরণের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি আসে না ।

— \*

# জ্ঞান-বেদ ।

## অর্থসম্পৎ-লাভের জাপ্য-মন্ত্র ।

সংসারে সাধারণ মানুষের প্রধান কাম্যবস্তু—অর্থসম্পৎ । মানুষ যে কিছু কর্ম করে, তাহার অধিকাংশই অর্থ-সম্পৎ-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় ।

সে যে ভগবানের উপাসনা করে, সে যে দেবদ্বারে প্রার্থনা জানায়, তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই অর্থসম্পৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকট দেখি ।

সর্বভীষ্মসিদ্ধির কল্পতরু বেদ, মানুষের কোনও আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন নাই । যিনি যে আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া যে সামগ্রীর অনুসন্ধান করিবেন, বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে সেই সামগ্রীই তাঁহার অধিগত হইবে । ঐহারা একান্তে কেবলই অর্থসম্পদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছেন, পুরুষকার তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সহায়ক হইয়া আছে । কিন্তু ঐহারা সে পুরুষকার নাই, সে কর্মশক্তি নাই, বেদমন্ত্র তাঁহাদিগকে সেই বস্তু প্রদান করিবার জন্ম ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন ।

চতুর্বেদের বিভিন্ন স্থানে এমন সকল অভীষ্টফলপ্রদ মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা জপ করিলে, অলৌকিক শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ।

ঋষিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—তোমরা যে ঐশ্বর্যই চাহিবে, মন্ত্রশক্তি তোমাদিগকে সেই সেই ঐশ্বর্যই প্রদান করিবে । মন্ত্র তোমাদিগকে এমন কর্মে লইয়া যাইবে,—যে কর্মের ফলে, তোমার সংসারে ধনৈশ্বর্য উৎপলিয়া উঠিবে ।

এ সম্বন্ধে অসংখ্য জাপ্য মন্ত্র আছে । তাহার মধ্য হইতে ঋগ্বেদ-সংহিতার একটি সূক্ত ( ৬ষ্ঠ মণ্ডল, ৫ম অনুবাক, ৫৩ম সূক্ত ) নিম্নে প্রকটন করিতেছি । ঋষিগণ বলেন,—এই সূক্তটি ( নয়টি মন্ত্র ) প্রত্যহ দশ বার জপ করিলে, অর্থ বজ্রাদি এবং রাজ্য যশ ও কীর্তি লাভ হয় ।

\* \* \*

ঔ । বয়মু ত্বা পথম্পাতে রথং বাজসাতয়ে

ধিয়ে পৃষন্নযুজুহি ॥ ১ ॥

\* \* \*

মন্ত্রাঙ্কুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পথম্পাতে’ ( পথপ্রদর্শক ) ‘পৃষন্’ ( হে পোষক প্রতিপালক দেব । ) ‘ধিয়ে’ ( কৰ্ম্মার্থে, অস্মাকং কৰ্ম্মমার্গপ্রদর্শনায় ইত্যর্থঃ ) ‘বাজসাতয়ে’ ( অগ্নস্ত্র লাভায় চ ) ‘বয়ং’ ( প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং ) ‘উং’ ( আন্তরিকতয়া সহ ) ‘ত্বা’ ( ত্বাং ) ‘রথং ন’ ( রথস্ত্র পরিচালকমিব ) ‘অযুজুহি’ ( অস্মদভিমুখং কুৰ্ম্মঃ, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ ইত্যর্থঃ ) । দেবতা অস্মাকং কৰ্ম্মণঃ পরিচালয়িতা অগ্নস্ত্র চ প্রদাতা ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে পথপ্রদর্শক পোষক ও প্রতিপালক পুংসদেবতা । আমাদের কৰ্ম্ম পথ প্রদর্শন কর্ত্ত এবং অগ্নিলাভের নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমরা, সৰ্ব্বাস্তঃকরণে রথের পরিচালক-রূপে আপনাকে আমাদের অভিমুখী করিতেছি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতেছি । ( তাব এই যে,—দেবতা আমাদের কৰ্ম্মের পরিচালক এবং অগ্নির দাতা হউন । ) ॥ ১ ॥

\* \* \*

ঔ । অতি নো নর্যং বহুবীরং প্রযতদগ্নিগম্

বামং গৃহপাতিং নয় ॥ ২ ॥

\* \* \*



## মৰ্দ্দানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

হে দেব । ‘নৰ্য্যং’ (লোকহিতসাধকং) ‘বহু’ (ধনং) তথা ‘বীর্যং’ (বিশেষণ দারিদ্র্য-নাশকং সম্ভাবপ্রাপকং সামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) তথা ‘প্রবতনক্ষিপং’ (তদুপার্জিতং বিত্তং ধনং দত্তা ঠতি বাবৎ) ‘নঃ’ (অগ্নান্) ‘অভি’ (সৰ্ব্বতঃ) ‘বামং’ (বননীরং, আদর্শং) ‘গৃহপতিং’ (গৃহস্থং) ‘নমঃ’ (প্রাপয়, কুরু ইত্যর্থঃ) । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—অম্মাকং কৰ্ম্মণা দারিদ্র্যহুঃখং নাশয়িত্বা অগ্নান্ লোকহিতব্রতান্ আদর্শগৃহস্থান্ কুরু ॥ ২ ॥

\* \* \*

## বঙ্গানুবাদ ।

হে দেব । লোকহিতসাধক ধনকে, বিশেষভাবে দারিদ্র্যনাশক সম্ভাবপ্রাপক সামর্থ্যকে এবং তদুপার্জিত বিত্তং ধনকে প্রদান করিয়া, আমাদিগকে আদর্শ গৃহস্থ করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কৰ্ম্মের দ্বারা আমাদিগের দারিদ্র্য-হুঃখ নাশ করিয়া আমাদিগকে লোকহিতব্রত আদর্শ গৃহস্থ করুন) ॥ ২ ॥

\* \* \*

ঐ । আদিৎসন্তং চিদাম্বুণে পুষ্পানায় চোদয়

পণেশ্চিহ্নি ত্রাদা মনঃ ॥ ৩ ॥

\* \* \*

## মৰ্দ্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা

‘আম্বুণে’ (জানোন্মেষক হে পোষক পুষ্পদেব ।) ‘আদিৎসন্তং চিৎ’ (দাতুমানচ্ছন্তমপি পুরুষং, সংকৰ্ম্মবিমুখং কৃপণমপি ইত্যর্থঃ) ‘দানায়’ (দানার্থং, সংকৰ্ম্মসাধনায়) ‘চোদয়’ (প্রেরয়, নিয়োজয় ইত্যর্থঃ) ; ‘পণেশ্চিৎ’ (লুকৃত্যপি) ‘মনঃ’ (ছন্দয়ং) ‘আ’ (সৰ্ব্বতোভাবেন) ‘বিস্ত্রয়’ (দানার্থং মুহু কুরু) । লুক্কত কৃপণস্ত চ মনঃ পরহিতায় উদ্বোধয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

\* \* \*

## বঙ্গানুবাদ ।

হে জানোন্মেষক পোষক পুষ্প-দেবতা । সংকৰ্ম্মবিমুখ কৃপণকেও দানের জন্ত—সংকৰ্ম্মসাধনের জন্ত, নিযুক্ত করুন ; লুক্ক ব্যক্তির অন্তরকেও দানের জন্ত বিন্ধ করুন । (ভাব এই যে,—লুক্ক এবং কৃপণের মনকেও পরহিতের জন্ত উদ্বোধিত করুন) ॥ ৩ ॥

\* \*

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে মন্তব্য ।

পূৰ্বোক্ত মন্ত্র, তিনটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, আমি যেন কৃপণ না হই, আমি যেন লোভী না হই; অথচ, আমার যেন অভাব না হয় এবং আমি যেন সৰ্ব্বতোভাবে সংকৰ্ম্ম-পরায়ণ ও দানশীল হইতে পারি।

ওঁ । বি পথে বাজসাতয়ে চিনুহি বি যুধো জহি ।

সাধন্তামুগ্র নো ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

মৰ্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘উগ্র’ ( হে অশেষশক্তিসম্পন্ন দেব । ) ‘পথঃ’ ( অস্বাকং কৰ্ম্মমার্গান্ ) ‘বাজসাতয়ে’ ( অন্নলাভায়, সংকৰ্ম্মসাধনায় ) ‘চিনুহি’ ( শোধিতান্ কুরু, যেন মার্গেণ গতা পরমং ধনং লাভেমহি তন্মার্গং প্রদর্শয় ইত্যর্থঃ ) ; তথা হে দেব । ‘যুধঃ’ ( বাধকান্—কৰ্ম্মবিষাতকান্ শত্রুান্ ইত্যর্থঃ ) ‘বিজহি’ ( বিনাশয় ) ; তথা ‘নঃ’ অস্বাকং ) ‘ধিয়ঃ’ ( ধনলাভার্থং ক্রিয়াকাণি কৰ্ম্মাণি ) ‘সাধন্তাম্’ ( সিদ্ধন্ত, সফলানি ভবন্ত হাত ভাবঃ ) ॥ ৪ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে অশেষশক্তিসম্পন্ন দেব । অন্নলাভের নিমিত্ত—সংকৰ্ম্ম-সাধনের জন্ত—আমাদিগের কৰ্ম্মপথসমূহকে শোধিত করুন অর্থাৎ যে পথে গমন করিয়া পরম ধন লাভ করিতে পারি, সেইরূপ পথ প্রদর্শন করুন ; আর, কৰ্ম্মবিষাতক শত্রুদিগকে বিনাশ করুন ; এবং ধনলাভের নিমিত্ত আমাদিগের আরক কৰ্ম্মসমূহ সিদ্ধ হউক—সফলতা প্রাপ্ত হউক ॥ ৪ ॥

\* \* \*

ওঁ । পরি ত্বন্ধি পগীনামারয়া হৃদয়া কবে

অথেমস্মভ্যং রক্ষয় ॥ ৫ ॥

\* \* \*

মশ্বাসুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘কবে’ ( হে অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেব ! ) ‘গণীনাং’ ( লুন্ধকানাং ) ‘হৃদয়া’ ( কঠিনাং হৃদয়ানাং ) ‘আরয়া’ ( তীক্ষ্ণাজ্জ্ঞেণ ) ‘পরিভৃষ্ণ’ ( পরিবিধ্য, হৃদগতং কাঠিত্বং অপনয় ইত্যর্থঃ ) ; ‘অথ’ ( অনন্তরং ) ‘ঈম্’ ( এনান্ লুন্ধকান্ চোরান্ ইত্যর্থঃ ) ‘অশ্রভ্যং’ ( অশ্রদ্ব্যর্থঃ ) ‘রক্ষয়’ ( বশীকর ) । হৃদয়স্থং অসম্ভাবং দূরীকৃত্বা সম্ভাবং সমানয় ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ।

হে অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেব ! লুন্ধকগণের কঠিন হৃদয়-সমূহকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া হৃদয়ের কাঠিত্ব দূর করুন ; অনন্তর সেই সকল লুন্ধক চোরকে আমাদের মঙ্গলার্থ আমাদের বশীভূত করুন । ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ের অসম্ভাবকে দূর করিয়া সম্ভাব আনয়ন করুন । ) ॥ ৫ ॥

ওঁ । বি পুষ্পারয়া তুদ পণেরিচ্ছ হৃদি প্রিয়ম্

অথেমশ্রভ্যং রক্ষয় ॥ ৬ ॥

\* \* \*

মশ্বাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পুষ্প’ ( হে পোষক দেব ! ) ‘আরয়া’ ( অশ্ললৌহশলাকয়া, তীক্ষ্ণাজ্জ্ঞেণ ইত্যর্থঃ ) ‘পণেঃ’ ( লুন্ধকস্ত হৃদয়ং ) ‘বি তুদ’ ( বিবিদ্ধ ) ; ‘হৃদি’ ( তেযাং হৃদয়ে ) ‘প্রিয়ং’ ( অশ্রভ্যং অনুকূলং ধনং ) ‘ইচ্ছ’ ( দাতব্যমিতি ইচ্ছা জনয় ) ; ‘অথ’ ( অনন্তরং ) ‘অশ্রভ্যং’ ( অশ্রাকং মঙ্গলায় ) ‘ঈম্’ ( এনান্ লুন্ধকান্ চোরান্ ইত্যর্থঃ ) ‘রক্ষয়ঃ’ ( অশ্রাকং বশীকর ) । কুপ্রবৃত্তিঃ দূরীকৃত্বা সদ্ভূতিং হৃদি পোষয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ৬ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ।

হে পোষক দেব ! অশ্ললৌহশলাকার দ্বারা অর্থাৎ তীক্ষ্ণাজ্জ্ঞের দ্বারা লুন্ধকগণের হৃদয়কে বিদ্ধ করুন ; তাহাদিগের হৃদয়ে আমাদের অনুকূল ধন প্রদানের ইচ্ছা উৎপাদন করুন ; অনন্তর আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই সকল লুন্ধক চোরকে বশীভূত করুন । ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—কুপ্রবৃত্তিকে দূর করিয়া হৃদয়ে সদ্ভূতির পোষণ করুন । ) ॥ ৬ ॥

\* \* \*

ওঁ । আ    রিখ    কিকিরা    কুণু    পণীনাং    হৃদয়া    কবে ।

অথেমস্মভ্যং    রক্ষয় ॥ ৭ ॥

\* \* \*

মর্থ্যাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘কবে’ ( অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব । ) ‘পণীনাং’ ( লুন্ধকচৌরাদীনাং ) ‘হৃদয়া’ ( হৃদয়ানি ) ‘আ রিখ’ ( আলিখ, বিদারয় ), তথা ‘কিকিরা’ ( প্রশিখিলানি, মুহুনি চ ইত্যর্থঃ ) ‘কুণু’ ( কুরু ) । ‘অথ’ ( অনস্তরং ) ‘অস্মভ্যং’ ( অস্মাকং মঙ্গলার্থং ) ‘ঈম্’ ( এনান্ লুন্ধকান্ চৌরান্ ইত্যর্থঃ ) ‘রক্ষয়’ ( বশী কুরু । ) অয়ং ভাবঃ—প্রজ্ঞানসাহায্যেন অস্মাকং অন্তরস্থিতং তথা পারিপার্শ্বিকং অসঙ্ভাবনিচয়ং বিনশ্তু ॥ ৭ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব ! লুন্ধক চৌরদিগের হৃদয়কে বিদীর্ণ এবং শিখিল অর্থাৎ মুহু করুন । অনস্তর আমাদিগের মঙ্গলের জন্তু সেই সকল লুন্ধক চৌরকে বশীকৃত করুন । ( ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের অন্তরস্থিত ও পারিপার্শ্বিক অসঙ্ভাবসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হউক । ) ॥ ৭ ॥

\* \* \*

ওঁ । যাং পুষন্ ব্রহ্মচোদনীমারং    বিভব্যাঘ্ৰে ।

তয়া    সমস্ত    হৃদয়মা    রিখ    কিকিরা    কুণু ॥ ৮ ॥

\* \* \*

মর্থ্যাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘আঘ্ৰে’ ( জ্ঞানোন্মেষক ) ‘পুষন্’ ( হে লোকানাং পোষক দেব । ) ‘ব্রহ্মচোদনীং’ ( সংস্কারসাধকং, শোধকং ) ‘যাং আরং’ ( যং ভীক্ষাজং ) ‘বিভব্যা’ ( হস্তে ধারয়সি ), ‘তয়া’ ( তেন অস্ত্রেণ ) ‘সমস্ত’ ( সর্বস্ত লুন্ধকজনস্ত ) ‘হৃদয়ং’ ( অন্তরং ) ‘আ রিখ’ ( আলিখ, সংস্কৃতং কুরু ) তথা ‘কিকিরা’ ( কিকিরাণি, প্রশিখিলানি, মুহুনি চ ) কুরু ইতি শেষঃ । প্রাথ নারাঃ ভাবঃ—জ্ঞানাজননশলাকয়া সংবিদ্য হৃদয়াং ক্রোদং দূরীকুরু ॥ ৮ ॥

\* \* \*

জ্ঞানোন্মেষক হে লোকপোষক দেব । সংস্কার-সাধক যে তীক্ষ্ণাক্ষ আপনি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অস্ত্রের দ্বারা সকল লুদ্ধক জনের অন্তরকে সংস্কৃত করুন, এবং তাহাদের হৃদয়কে জ্বল করুন । ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানাজ্ঞানশলাকার দ্বারা সংবিদ্ধ করিয়া হৃদয় হইতে ক্লেদরাশিকে দূর করুন । ) ॥ ৮ ॥

ওঁ । যা তে অমৃতং গোওপশায়ণে পশুসাধনী

তস্ত্রান্তে স্তন্বমীমহে ॥ ৯ ॥

\* \* \*

মর্শ্মাকুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অমৃতশ্চ’ ( হে জ্ঞানোন্মেষক দেব । ) ‘তে’ ( তব ) ‘যা’ ( তীক্ষ্ণাক্ষবিশিষ্টা ) ‘অমৃত্যঃ’ ( ছুরিকা, শস্ত্রীঃ ইত্যর্থঃ ) ‘গোওপশা’ ( গবাদেঃ পশোঃ উদ্ধারকর্তা, যদ্বা—জ্ঞানপ্রদাতা ) অতএব ‘পশুসাধনী’ ( পশ্বাদেঃ প্রদানকারিণী, যদ্বা—পশুবৃত্তিঃ হর্কুঁদ্ধঃ বা নাশকারিণী ভবতি ) ‘তে’ ( তদীয়ারাঃ ) ‘তস্ত্রাঃ’ ( সশস্ত্র ) ‘স্তন্বঃ’ ( শক্তিসমুদ্ভূতং স্তবং ) ‘দীমহে’ ( প্রার্থয়ামহে ) । ভগবতঃ কৃপয়া সর্বত্র অভাবাঃ দূরী ভবন্ত—ইত্যেবং আকাজ্জা ॥ ৯ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানোন্মেষক দেব । আপনার তীব্র শক্তি জ্ঞানপ্রদাতা অতএব পশুবৃত্তির বা হর্কুঁদ্ধির নাশকারিণী ; আপনার সশস্ত্র সেই শক্তিসমুদ্ভূত স্তব আমরা প্রার্থনা করি । ( ভগবৎ-কৃপায় সকল অভাব দূর হউক—এই আকাজ্জা । ) ॥ ৯ ॥

\* \* \*

ওঁ । উত নো গোষণিং ধিয়মম্বসাং বদ্ধসামুত

নৃবৎ কুণুহি বীতয়ে ॥ ১০ ॥

\* \* \*

মর্শানুসারিতী-ব্যাখ্যা ।

‘উত’ (অপিচ) হে দেব । ‘গোযগিৎ’ (গোধনদাত্রীঃ) ‘অশ্বসাৎ’ (অশ্বানাং দাত্রীঃ) ‘বাজসাৎ’ (অন্নানাং দাত্রীঃ) ‘উত’ (অপিচ) ‘নুবৎ’ (নুবতীং, লোকবলদাত্রীঃ) ‘বিয়ৎ’ (বুদ্ধিঃ, কর্ণ বা) ‘নঃ’ (অশ্বাকং) ‘বাতয়ে’ ভোগার্থঃ) ‘কৃণুতি’ (কুরু, প্রদদ তিতি ভাবঃ) । তা কর্ণশক্তিঃ বুদ্ধিঃ বা অশ্বানু সজ্জাতা ভবতু যস্মৈ সর্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ । ১০ ।

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

অপিচ, হে দেব । গোধনদাত্রী, অশ্বদাত্রী, অন্নদাত্রী এবং লোকবলদাত্রী বুদ্ধি বা কর্ণ আশ্রয়গণের ভোগের নিমিত্ত প্রদান করুন । ( ভাব এই যে,—সেই কর্ণশক্তি বা বুদ্ধি আশ্রয়গণের মধ্যে সজ্জাত হউক,—যদ্বারা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় । ) ১০ ।

\* \* \*

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

অর্থ-লাভের জন্ম, ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্ম, গবাস্থাদি প্রাপ্তির জন্ম, লোক-বল লাভের উদ্দেশ্যে, এমন কি রাজ্যাদি প্রাপ্তির কামনায়, এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে । প্রতিদিন দশ বার করিয়া এই সূক্তের পূর্ব্বোক্ত দশটি মন্ত্র জপ করিলে অর্থ ও বস্ত্রাদি, রাজ্য কীর্ত্তি ও যশ লাভ হয় । এ বিষয়ে ঋষি-বাক্য—

“বয়মু ত্বা পথঃ সূক্তং দশবারং দিনে দিনে ।

জপেচ্চৈদর্ঘবস্ত্রাদি রাজ্যং কীর্ত্তিযশো ভবেৎ ॥”

কেবল এই একটি সূক্তের এই দশটি মন্ত্র বলিয়া নহে ; বেদের মধ্যে এমন সূক্ত—এমন মন্ত্র আরও অনেক আছে, যাহা জপ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ধনজন-ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে পারা যায় । ঋগ্বেদ-সংহিতার ৫ম অঙ্কের ৫ম অধ্যায়ের ২২ বর্গের ( ৭ম মণ্ডল, ৭৫ সূক্ত, ১-৮ শ্লোক ) মন্ত্র-সমূহ প্রতিদিন প্রাতঃকালে জপ করিলে মানুষ ছয় মাসের মধ্যে স্বর্ণ বস্ত্র ও রত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । সেই মন্ত্র জপের ফল সম্বন্ধে মহর্ষি শৌনকোক্ত ঋষিধানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; যথা—

“বৃষা আবোধিবিজেতি প্রাতঃ সূক্তং জপেৎ স্রধীঃ ।

হিরণ্যবস্ত্ররত্নানি যথাসাম্প্রভতে নরঃ ॥”

ঋষিধানোক্ত ‘বৃষা আবোধি’ ইত্যাদি আটটি জাপ্য মন্ত্র যথাক্রমে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । তাহার ভাবার্থও সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হইল । যথা—

ব্যাসা আবো দিবিজা ঋতেনাবিক্ৰধানা মহিমানমাগাং ।

অপ ক্রহন্তম আবরজুর্মঙ্গিরন্তমা পথ্যা অজীগঃ ॥ ১ ॥

\* \* \*

মন্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দিবিজাঃ’ ( স্বর্গীয়া, সত্তাবপোষিকা, সত্তাবপ্রবর্দ্ধনশীলা ) ‘উবা’ ( জ্ঞানোন্মোষিণী দেবী )  
 ‘বি আবঃ’ ( ব্যাব, বিশেষণ বিভাতৃ ) ; ‘ঋতেন’ ( তেজসা, স্বশক্ত্যা ) ‘মহিমানং’  
 ( স্বমাহাত্ম্য ) ‘অবিক্ৰধানা’ ( প্রকাশয়ন্ ) ‘মাগাং’ ( আগচ্ছতু ইত্যর্থঃ ) ; তথা ‘ক্রহঃ’  
 ( সত্তাবনাশকং ) ‘অজুষ্ঠং’ ( অপ্ৰীতিকরং ইতি ভাবঃ ) ‘তমঃ’ ( অজ্ঞানাক্কারং )  
 ‘অপ আব’ ( অপসারয়তু ) ; কিঞ্চ, ‘অঙ্গিরন্তমা’ ( সূতেন গমনযোগ্যং ) ‘পথ্যাঃ’  
 ( পন্থানং ) ‘অজীগঃ’ ( প্রকাশয়তু ) । অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানোন্মোষণে সহ সন্মার্গঃ  
 অধিগতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

সত্তাবপোষিকা সত্তাবপ্রবর্দ্ধনশীলা জ্ঞানোন্মোষিণী দেবী বিশেষভাবে বিভাত হউন ;  
 আপনার তেজ বা শক্তির দ্বারা স্বমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া আগমন করুন ; তাঁহার  
 আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সত্তাবনাশক অনিষ্টসাধক অজ্ঞানাক্কার অপসারিত হউক এবং  
 সূত্রে গমন-যোগ্য সুপথ প্রদর্শিত হউক । ( ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মোষের সঙ্গে  
 সঙ্গে সন্মার্গ অধিগত হউক । ) ॥ ১ ॥

\* \* \*

মহে নো অত্ম সুবিতায় বোধ্যুষো মহে দৌভগায় প্রযক্ষি ।

চিত্রং রয়িং যশসং ধেহুস্মৈ দেবি মর্তেষু মানুষি শ্রবন্যম্ ॥ ২

\* \* \*

মন্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেবী ! ‘অত্ম’ ( সর্বশিহ্ন দিনে, সর্বদা ইত্যর্থঃ ) ‘নঃ’ ( অস্বাকং ) ‘মহে’ ( মহতে,  
 শ্রেষ্ঠায় ইতি ভাবঃ ) ‘সুবিতায়’ ( সুখপ্রাপ্তয়ে, সুখগমনায় ইত্যর্থঃ ) ‘বোধি’ ( হেতুভূতঃ ভব

ইতি শেষঃ); কিঞ্চ হে ‘উষঃ’ (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি।) অমৃত্যং ‘মতে’ (মতে, শ্রেষ্ঠায়, সৌভাগ্যাদিঃ ইত্যর্থঃ) ‘প্রযক্তি’ (প্রযচ্ছ); কিঞ্চ ‘চিত্রঃ’ (আকাজ্জলীয়ঃ) ‘বংশঃ’ (বংশোযুক্তঃ) ‘রয়িঃ’ (ধনং, ঐশ্বর্যং বা) অমৃত্যু ‘যেহি’ (নিষেচি, স্থাপয়, অমৃত্যুং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। হে ‘মাতৃষি’ (জনহিতসাধিকে) ‘দেবি’ (জ্ঞাতনাস্বিকে) ‘মতোবু’ (মানবেবু, মরণধর্ম্মশীলেষু অমৃত্যু ইতি ভাবঃ) ‘প্রবম্যঃ’ (অভীষ্টামুরূপং ধনং) প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। জ্ঞানোন্মেষণেন সহ ধনৈশ্বর্যং অধিগম্যতু ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেবি । আপনি সর্বসময়ে আমাদিগের শ্রেষ্ঠমুখপ্রাপ্তির বা সংপথে গমনের হেতুকৃত হউন । হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি । আপনি আমাদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যাদি প্রদান করুন এবং আকাজ্জলীয় বংশোযুক্ত ধনৈশ্বর্য আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন (আমাদিগকে প্রদান করুন) । হে জনহিতসাধিকে দেবি । মরণধর্ম্মশীল আমাদিগকে অভীষ্টামুরূপ ধন প্রদান করুন । (ভাব এই যে, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধনৈশ্বর্য অধিগত হউক।) ॥ ২ ॥

\* \* \*

এতে ত্যে ভানবো দর্শতায়্যশ্চিত্রা উষসো অমৃতাস আণ্ডঃ ।  
জনয়ন্তো দৈব্যানি ব্রতাত্যাপ্নন্তো অন্তরিক্ষা ব্যাস্তুঃ ॥ ৩ ॥

\* \* \*

মর্ধ্যামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দর্শতায়্যঃ’ (স্বপ্রকাশশীলায়াঃ) ‘উষসঃ’ (জ্ঞানোন্মেষিণ্যঃ দেব্যঃ) ‘এতে’ (সর্বত্র-দৃশ্যমানাঃ) ‘ত্বে’ (প্রসিদ্ধাঃ, লোকহিতসাধিকাঃ) ‘চিত্রাঃ’ (বিশেষণ প্রকাশশীলাঃ) ‘অমৃতাসঃ’ (অনশ্বরঃ) ‘ভানবঃ’ (বশ্মতঃ—প্রভাবাঃ ইত্যর্থঃ) ‘আ’ (প্রকৃষ্টরূপেণ—সর্বতো-ভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘অণ্ডঃ’ (আগচ্ছন্ত); তথা ‘দৈব্যানি’ (দেবানাং লক্ষ্যকানি, সংসহযুতানি ইত্যর্থঃ) ব্রতানি’ (কর্ম্মাণি) ‘জনয়ন্তুঃ’ (উৎপাদয়ন্তু ইতি ভাবঃ); তথা ‘অন্তরিক্ষা’ (লোকসমূহন্ত) ‘আপ্নন্তুঃ’ (উৎকর্ষং সাধয়িত্বা ইত্যর্থঃ) ‘বি’ (প্রকৃষ্টরূপেণ) ‘অনুঃ’ (স্বপ্রকাশশীলাঃ ভবন্তু) । জ্ঞানরশ্মনা লোকাঃ বিশেষণ উদ্ভাসিতাঃ সন্তু ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

স্বপ্রকাশশীল জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর সর্বত্র পশ্চিদৃশ্যমান সেই প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক ও বিশিষ্টরূপে প্রকাশশীল অবিদ্বন্দ্ব রাশ বা প্রভাব সমূহ সর্বতোভাবে আগমন করুক; এবং জ্ঞানবেদ । ৩য় খণ্ড—৭



দেবসম্বন্ধী অর্থাৎ সংসহযুত কর্তৃসমূহ উৎপাদন করক । আরও, লোকসমূহের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, সেই দেবী প্রকৃষ্টরূপে অপ্রকাশশীলা হউন । ( তাব এই যে—জ্ঞানরশ্মির দ্বারা লোকসমূহ বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হউক ॥ ৩ ।

\* \*

এবা স্মা যুজ্ঞানা পরাকাং পঞ্চ কিত্তীঃ পৱি সন্তো জিগতি ।

অভিপশন্তি বয়ুনা জনানাং দিবো হুহিতা ভুবনশ্চ পন্নী ॥ ৪ ॥

\* \*

মধ্যাহ্নসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘এবা স্মা’ ( জ্ঞানোন্মেষিণী সা দেবী ) ‘পরাকাং’ ( দূরস্থিতান তথা সমীপবর্তিনঃ চ ) ‘পঞ্চ কিত্তীঃ’ ( সর্বান লোকান ) ‘যুজ্ঞানা’ ( সংযুক্তান্ কৃৎবা, আত্মনি বিনিবিশ্যে ইতি ভাবঃ ) ‘সন্তো’ ( সর্বকালে, নিত্যকালে ) ‘পৱিজিগতি’ ( ইষ্টং লভতি ইতি ভাবঃ ) । সা দেবী ‘দিবঃ’ ( দ্যলোকস্ত, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরস্ত ইত্যর্থঃ ) ‘হুহিতা’ ( অজ্ঞাতুতা ) অপিচ ‘ভুবনশ্চ’ ( ভূতজাতস্ত ) ‘পন্নী’ ( পালয়িত্রী ) ভবতি ঠতি শেষঃ । সা দেবী ‘জনানাং’ ( লোকানাং ) ‘বয়ুনা’ ( প্রজ্ঞানানি ) ‘অভিপশন্তি’ ( অবলোকয়তি—উৎকর্ষসাধনার্থং ইত্যর্থঃ ) । জ্ঞানাধিকারিণঃ লোকাঃ সর্বথা শ্রেয়াংসি অধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

\* \*

বঙ্গাহ্বাদ ।

জ্ঞানোন্মেষিণী সেই দেবী, দূরস্থিত এবং সমীপবর্তী সকল লোককে সংযুক্ত অর্থাৎ আপনাতে বিনিবিষ্ট করিয়া নিত্যকাল অজ্ঞীষ্ট দান করিয়া থাকেন । সেই দেবী দ্যলোকের হুহিতা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পরমেশ্বরের অজ্ঞাতুতা এবং ভূতগণের পালয়িত্রী করেন । সেই দেবী লোকসকলের প্রজ্ঞানসমূহের উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন । ( তাব ত্রই যে,—জ্ঞানাধিকারী লোকসমূহ শ্রেয়ঃসমূহের অধিকারী হয় । ) ॥ ৪ ॥

\* \*

বাজিনীবতী সূর্য্যশ্চ যোষা চিত্রোমবা রায় ঈশে বসুনাম্ ।

ঋষিষ্ঠতা জরয়ন্তী মযোনুয়া উচ্ছতি বহির্গুণানা ॥ ৫ ॥

\* \*

মর্যাদাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বাজিনীবতী’ ( অন্নদাত্তী, অন্নদাত্তী—অভীষ্টপূরয়িত্রী ইত্যর্থঃ ) ‘স্বর্ঘ্যত’ ( পরমাত্মনঃ )  
‘বোবা’ ( অলীভূতা ) ‘চিত্রামবা’ ( বিচিত্রধনা ) সা দেবী ‘বহুনাং’ ( দেবমহুতাদিসর্বপ্রাণাং  
—লোকানাং ) ‘রায়ঃ’ ( ধনানাং ) ‘ঈশে’ ( ঈশ্বংস্থানীয়, প্রদাত্তী ইতি ভাবঃ ) ভবতি ইতি  
শেষঃ ; ‘অমিষ্টতা’ ( সাধকৈঃ কৰ্ম্মিভিঃ বা অমুসৃত্য ) ‘অন্নদাত্তী’ ( অজ্ঞাননাশিকা ) ‘মৰোণী’  
( অভীষ্টধনদাত্তী সা দেবী ) ‘বহিভিঃ’ ( কৰ্ম্মবোদ্ধৃতিঃ, কৰ্ম্মিভিঃ ) ‘গুণানা’ ( ভূতানা  
অমুসৃত্য বা সভা ) ‘উচ্ছতি’ ( বিভানং কৰোতি, সফলং দদাতি ) ইতি শেষঃ । জ্ঞানসহ-  
বৃত্তেন কৰ্ম্মণা কৰ্ম্মা অভীষ্টকলং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

\* \* \*

বজ্রাহুবাদ ।

অন্নদাত্তী অন্নপ্রদাত্তী ( অভীষ্টপূরয়িত্রী ), পরমাত্মার অলীভূতা, বিচিত্রধনা সেই দেবী—  
মহুতাদি সর্বপ্রাণসমূহের বা লোকসমূহের ধনের ঈশ্বংস্থানীয়া বা প্রদাত্তী হইলেন । সাধক  
কৰ্ম্মীর অমুষ্টিত অজ্ঞাননাশিকা অভীষ্টধনদাত্তী সেই দেবী কৰ্ম্মবচনকর্ত্তা কৰ্ম্মিগণের দ্বারা  
ভূতানা বা অমুসৃত্য হইয়া সফল প্রদান করিয়া থাকেন । ( ভাব এই যে,—জ্ঞানসহবৃত্ত  
কৰ্ম্মের দ্বারা কৰ্ম্মা অভীষ্টকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ) ॥ ৫ ॥

\* . \*

প্রতি দ্যুতানামরুণাসো অশ্বাশ্চিভ্রা অদৃশ্রমুসং বহন্তঃ ।

যাতি শুভ্রা বিশ্বপিশা রথেন দধাতি রত্নং বিধতে জনায় ॥ ৬ ॥

\* \* \*

মর্যাদাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দ্যুতানাং’ ( জ্যোতমানাং, প্রকাশশীলাং ইত্যর্থঃ ) ‘উষসং’ ( জ্ঞানোন্মেষিণীং দেবীং বৃত্তিং  
বা ) ‘বহন্তঃ’ ( ধারয়ন্তঃ, অমুসরন্তঃ ) জনাঃ ‘অরুণাসঃ’ ( আরোচমানাঃ, দীপ্যমানাঃ ) ‘চিত্রাঃ’  
( চারুনীরাঃ, অভিনবাঃ ইত্যর্থঃ ) ‘শ্বাঃ’ ( জ্ঞানরশ্ময়ঃ—কৰ্ম্মসম্পাদনায় ইত্যর্থঃ ) ‘প্রতি  
অদৃশ্রন্’ ( লভন্তে, প্রাপ্নুবন্তি ) ; ‘শুভ্রা’ ( দীপ্যমানা, কলঙ্করহিতা ইত্যর্থঃ ) সা দেবী  
‘বিশ্বপিশা’ ( বহুরূপেণ রথেন—কৰ্ম্মরূপেণ বানেন ) ‘যাতি’ ( সৰ্ব্বত্র গচ্ছতি, বিভাতি  
ইত্যর্থঃ ) । কিঞ্চ ‘বিধতে জনায়’ ( পরিচরতে জনায়—অমুসরণকারিণে লোকায় ইত্যর্থঃ )  
‘রত্নং’ ( রত্নস্বরূপং ধনং ) ‘দধাতি’ ( দদাতি প্রচ্ছতি ইত্যর্থঃ ) । বথাক্রমেণ পূর্ণজ্ঞানং লব  
লোকঃ অভীষ্টাহুগং রত্নং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

জ্যোতমানা প্রকাশশীলা জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর বা বৃত্তির অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ, দীপ্যমান অভিনব কৰ্ম্ম সম্পাদনের জন্ত জ্ঞানরশ্মিগণ প্রাপ্ত হইলেন। দীপ্যমানা কলঙ্কহীনা সেই দেবী বহুপ্রকারে কৰ্ম্মরূপ রথে সৰ্ব্বত্র বিতান হইলেন। আরও, তিনি পরিচর্যাকারী অর্থাৎ অনুসরণকারী জনকে রমণীয় ধনাদি প্রদান করেন। (তাব এই যে—যথাক্রমে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মানুষ অভীষ্টানুরূপ রত্ন প্রাপ্ত হয়।) ॥ ৬ ॥

\* \*

সত্য। সত্যোতির্মহতী মহত্ত্বিদেবী দেবেতিষজতা যজত্রেঃ ।

রুজদ্বহ্লানি দদতুস্রিয়াণাং প্রতি গাব উষসং বাবশন্ত ॥ ৭ ॥

\* \* \*

সম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘সত্যোতিঃ’ (সৎকৰ্ম্মজিঃ, সত্তাবসম্পন্নত্বাৎ ইত্যর্থঃ) ‘সত্য’ (সৎস্বরূপা দেবতা) অধিগতা ভবতি ইতি শেষঃ; ‘মহত্ত্বঃ’ (হৃদ মহান ভাবঃ আগারতঃ সন্, ‘মহঃ’ পূজনীয়া, গৌতমৈঃ আকাঙ্ক্ষণীয়া ত্রীঃ কীতিঃ বা, অধিগতা ভবতি ইতি শেষঃ; ‘দেবোতিঃ’ (দেবত্বসম্পন্নৈঃ, হৃদি দেবভাবঃ সজ্জাতঃ সন্) ‘দেবী’ (জ্যোতনাদজ্ঞানঃ) অধিগতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ; ‘যজত্রেঃ’ (পূজাতিঃ, দেবানুসরণেন ইত্যর্থঃ ‘যজতা’ (পূজায়াঃ শক্তিঃ ইত্যর্থঃ) সজ্জাতা ভবতি ইতি শেষঃ। তেন যদা এবাষ্মে সত্য ‘দ্বহ্লানি’ (দ্বিরাণি তমাংসি, অজ্ঞানাকারান্ ইত্যর্থঃ) ‘রুজৎ’ (ভিনন্তি, দূরীভবতি); তথা ‘উষস্যাণাং’ (জ্ঞানানাং) ‘দদৎ’ (উৎপত্তিঃ ভবতি ইতি যাবৎ); ‘গাবঃ’ (সক্কেহপি তমোহবরুদ্ধাঃ প্রাণিনঃ ইত্যর্থঃ) ‘উষসং’ (জ্ঞানোন্মেষিণীং দেবীং ব্রাতং বা) ‘প্রাত’ (অভিমুখে) ‘বাবশন্ত’ (কাময়ন্তে, ধাবন্ত ইত্যর্থঃ)। অসং ভাবঃ—সত্যং সত্যং জ্ঞানং জ্ঞানং সজ্জায়তে ইতি বুদ্ধেঃ উন্মেষণেন মানুষাঃ জ্ঞানোন্মেষিকাং ব্রাতং দেবীং বা অনুসরন্তি ॥ ৭ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ

সৎকৰ্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ সত্তাবসম্পন্ন হইলে সৎস্বরূপা দেবতা অধিগত হইলেন; হৃদয়ে মহান ভাব আগরিত হইলে, সকলোকেই আকাঙ্ক্ষণীয়া ত্রী বা কীতি অধিগত হয়; দেবত্বসম্পন্ন অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাব সজ্জাত হইলে, জ্যোতনা দত্তগণসমূহ অধিগত হইয়া থাকে। দেবানুসরণের দ্বারা দেবপূজার শক্তি সজ্জাত হয়। তাহাতে অর্থাৎ এইরূপ হইলে, হৃদ অজ্ঞানানু-

কার-সমূহ দূরীভূত হয়, জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে এবং সর্ববিধ তমোবন্ধ প্রাণিগণ জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর বা বৃত্তের প্রতি প্রধাবিত হয় অর্থাৎ সেট বৃত্তিকে কামনা করে। (ভাব এই যে,—সত্য হইতে সত্য, এবং জ্ঞান হইতে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়—অন্তরে এইরূপ বুদ্ধির উন্মেষণ হইলে, মানুষ তখন জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীকে বা বৃত্তিকে অনুসরণ করে) ॥ ৭ ॥

\* \*

নূ নো গোমদ্বীরবন্ধেহি রত্নমুযো অশ্বাবৎ পুরুভোজো অশ্বে

মা নো বহিঃ পুরুষতা নিদে কযুধ্বং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥

\* \*

মর্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘উষঃ’ ( হে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবি । ) ‘নঃ’ ( অশ্বভ্যং ) ‘নূ’ ( ক্ষিপ্রং ) ‘গোবৎ’ ( বহুভিঃ গোভিঃ যুক্তং, যদ্বা—অশেষ-প্রজ্ঞানসম্পন্নং ) ‘বীরবৎ’ ( বীরৈঃ পুত্রৈঃ উপেতং, যদ্বা—শ্রেষ্ঠং কর্মসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ ) ‘অশ্ববৎ’ ( বহুভিঃ অশ্বৈঃ উপেতং, যদ্বা—জ্ঞানাকরৈঃ সর্বদৃষ্টিসম্পন্নং ) ‘রত্নং’ ( রমণীয়ং ধনং, যদ্বা—পরমার্থং ) তথা ‘পুরুভোজঃ’ ( বহু ভক্ষ্যং, যদ্বা—আত্মরক্ষণোপায়ং ) ‘অশ্বে’ ( অশ্বানু ) ‘দোহঃ’ ( নিধেঃ, প্রদদ ইত্যর্থঃ ) । ‘নঃ’ ( অশ্বাকং ) ‘বহিঃ’ ( বজ্রং, নিত্যকর্ম ) ‘পুরুষতা’ ( পুরুষসমূহেষু, জ্ঞানিষু ইত্যর্থঃ ) ‘নিদে’ ( নিন্দারৈঃ ) ‘মা কঃ’ ( মা কাষীঃ, নিন্দনীয়ং কস্য মা কগোমি ইত্যর্থঃ ) । বিভিন্নমার্গানুসারিণীঃ বিভিন্না প্রার্থনা অত্র বিদ্যতে । যঃ ধনজনৈশ্চর্য্যং কাময়তি যঃ চ পরমার্থং কাঙ্ক্ষতি, তয়োঃ আকাঙ্ক্ষানুরূপা প্রার্থনা মন্ত্রার্থে প্রকটিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

\* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবি । আমাদেগের সমস্ত বহুগোযুক্ত বহুবীরপুত্রবিশিষ্ট এবং বহু অশ্ব-সমবিত রমণীয় ধন এবং বহু ভক্ষ্য আমাদগকে প্রদান করুন । অথবা, হে দেবি । আমাদগকে শীঘ্র অশেষ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠকর্মসামর্থ্যযুক্ত সর্বদৃষ্টিসম্বিত পরমার্থ এবং আত্মরক্ষার উপায় প্রদান করুন । আমাদেগের বজ্র বা নিত্যকর্ম, পুরুষসমূহের মধ্যে ( জ্ঞানিগণের মধ্যে ) যেন নিন্দনীয় না হয় ; অর্থাৎ, বাহা নিন্দনীয় কার্য্য, তাহা যেন আমরা না করি । ( বিভিন্ন-মার্গানুসারীরা বিভিন্ন প্রকারের প্রার্থনা এখানে বিস্তারিত আছে । ভাব এই যে,—যিনি ধনজন-ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন এবং যিনি পরমার্থের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের উভয়েরই আকাঙ্ক্ষানুরূপ প্রার্থনা মন্ত্রার্থে প্রকটিত হইয়াছে । ) ॥ ৮ ॥

\* \*

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য ।

ঊষা-দেবতার আরাধনামূলক পূর্বোক্ত আটটি মন্ত্র, রাত্রিতে বা প্রভাতে শুচিপূর্বক কুতাজলি সহকারে উচ্চারণ করিলে, স্বর্ণাদি বহু ধন, গো, অশ্ব, ধন-ধান্য এবং স্ত্রীপুত্রাদি ও বাসগৃহ লাভ হয়। পক্ষান্তরে এই মন্ত্র-জপে পরম-জ্ঞানের উদয়ে পরমার্থ অধিগত হইয়া থাকে।

মতান্তরে এখানে আরও অনেকগুলি মন্ত্রজপের বিধি আছে। তদনুসারে ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২২ বর্গ হইতে ২৭ বর্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৭ম মণ্ডলের ৭৫ম সূক্ত হইতে ৮০ম সূক্ত পর্য্যন্ত ছয়টি সূক্ত সম্পূর্ণ জপ করা আবশ্যিক। এ সম্বন্ধে সায়াগাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদধর্ম্মের উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা—

‘রাত্র্যা অপরকালে য উখায় প্রযতঃ শুচিঃ ।

ব্রূয়া ইত্যুপতিষ্ঠেৎ বড়ভিঃ স্তুতৈঃ কুতাজলিঃ ।

প্রাপ্নুয়াৎ স হিরণ্যানি নানারূপং ধনং বহু ।

গাবোহশ্বান্ পুরুষান্ ধাত্বং জিহ্বো বাসাংস্ত্র্যাবিকম্ ।”

ধনরত্ন-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তিমূলক এইরূপ আরও বহু মন্ত্র চতুর্বেদের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। বাহুল্য-ভয়ে ঐ সকল মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহারা আগ্রহান্বিত হইবেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

\* \* \*

ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের প্রথম স্তোত্রের প্রথম হইতে দশম ঋক ( বঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গ ) অর্থাৎ ‘সাদিষ্ঠয়া’ প্রভৃতি দশটি ঋক চৈত্রমাসে বিষ্ণুসন্নিধানে জপ করিলে মহৎ ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ লাভ হয়। দশম মণ্ডলের চতুর্দশ স্তোত্রের ত্রয়োদশ ঋক ( সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গ ) অর্থাৎ ‘অকৈশ্বা’ প্রভৃতি মন্ত্র প্রতিদিন এক শত বার জপ করিলে, দিব্যবস্ত্র দিব্যভোগ্য এবং বহু দ্রব্য লাভ হয়। দ্বিতীয় মণ্ডলের একবিংশ স্তোত্রের বঠ ঋক ( দ্বিতীয় অষ্টক, বঠ অধ্যায়, সাতাইশ বর্গ ) অর্থাৎ ‘ইন্দ্র শ্রেষ্ঠান’ ইত্যাদি মন্ত্র তিন বৎসর পর্য্যন্ত ব্রতী হইয়া প্রতিহ এক শত বার জপ করিলে, সত্য সত্য সহস্র প্রকার ধনরত্নাদি লাভ হয়। দ্বিতীয় মণ্ডলের ষাটবিংশ স্তোত্রের পঞ্চম ঋক অর্থাৎ ‘যজ্ঞেন গাঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রটি জলে অথবা বিষয়ুলে প্রতি দিন দশ বার জপ করিলে বহু দ্রব্য লাভ হয়। ইত্যাদি

# জ্ঞান-বেদ ।

## ত্রিতাপ নাশ-মূলক মন্ত্র

সংসার ত্রিবিধ তাপে পরিতপ্ত । আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ সন্তাপ মানুষকে মুহূমান করিয়া রাখিয়াছে । এই ত্রিবিধ সন্তাপ বা দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মানুষের আর কোনও অশান্তি থাকে না ।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—সকল প্রকার সন্তাপ বা দুঃখ এই ত্রিবিধ সন্তাপের বা দুঃখেরই অন্তর্নিবিষ্ট । ঐ সকল দুঃখ কি প্রকার, প্রথমে তাহা একটু বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি ।

শাস্ত্রমতে, আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক । বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদি পীড়াজনিত যে দুঃখ, তাহা শারীরিক দুঃখ ; আর, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য, ঈর্ষা-ভয়-শোক ইত্যাদি জনিত যে দুঃখ, তাহাই মানসিক দুঃখ । দেবতা হইতে অর্থাৎ বাত বৃষ্টি ও বজ্রপাতাদির দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ । মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ ।

মন্ত্রজ্ঞেষ্ঠা ঋষিগণ বলেন,—নিম্নোক্ত বেদমন্ত্রটি ( ঋগ্বেদ সংহিতা : ১ম অষ্টক ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬ বর্গ ; ১০ম মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত, ২য় ঋক ) যথাবিধি জপ করিতে পারিলে ঐ ত্রিবিধ দুঃখের বা সম্ভাপের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় । সেই মন্ত্রটি এই—

ওঁ । ত্রিশ্রো দেষ্ট্রায় নিধাতীরূপাসতে দীর্ঘশ্রতো

বি হি জানন্তি বহুয়ঃ ।

তাসাং নিচিক্যুঃ কবয়ো নিদানং পরেষু

যা গুহ্যেষু ত্রতেষু ॥

\* \* \*

মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

‘নিধাতীঃ’ ( সংসারী মানবঃ ) ‘ত্রিশ্রো’ ( সৃষ্টি-স্বষ্টি-সংহারকর্তারং, যদ্বা—ত্রিতাপনাশকং দেবং ইত্যর্থঃ ) ‘দেষ্ট্রায়’ ( পূজাপ্রদানেন ) ‘উপাসতে’ ( উপাসনাং কুর্যতে, যদ্বা—অনুসরণং করোতু ইত্যর্থঃ ) । ‘দীর্ঘশ্রতঃ’ ( সর্বদ্রষ্টারঃ ) ‘বহুয়ঃ’ ( সংসারস্ত বোচ্যারঃ, লোকত্ৰায়কাঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ ) ‘হি’ ( নিশ্চিতং ) ‘বিজানন্তি’ ( তৎকর্ম গৃহান্তি তৎকর্মফলং প্রদদন্তি ইত্যর্থঃ ) । ‘কবয়ঃ’ ( ক্রান্তদর্শিনঃ, সর্বজ্ঞাঃ দেবাঃ ) ‘পরেষু’ ( উৎকৃষ্টেষু ) ‘গুহ্যেষু’ ( গোপ্যেষু ) ‘ত্রতেষু’ ( যমান্যমানেষু কর্মেষু ) ‘যাঃ’ ( মনুষ্যাণাং পবিত্রাঃ সাত্ত্ব ) , ‘তাসাং’ ( তৎসম্বন্ধে ) ‘নিদানং’ ( মূলকারণং ) ‘নিচিক্যুঃ’ ( জ্ঞানন্ত ) । গুঢ়োদ্দেশঃ অন্তত্বা দেবাঃ তৎকর্মফলং যথাভিলাষতং প্রযচ্ছান্ত ইতি ভাবঃ ।

বঙ্গানুবাদ ।

সংসারী মানুষ সৃষ্টি-স্বষ্টি-সংহার-কর্তাকে অথবা ত্রিতাপনাশক দেবতাকে পূজা প্রদানের দ্বারা উপাসনা বা অনুসরণ করুক ; সর্বদ্রষ্টা লোকত্রাতা দেবগণ উৎকৃষ্ট গুহ্য যম-নিয়মাদি কর্মসমূহে মানুষের যে প্রবৃত্তি থাকে, তাহার মূলকারণ জানিতে পারেন । ( ভাব এই যে, গুঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া যোগসাধন যথাভিলাষিত কর্মফল প্রদান করিয়া থাকেন ) ।

## মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে বক্তব্য ।

যদি ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাও, দেবতার উপাসনা কর ; দেবভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ রাখ, দেবগুণে গুণান্বিত হও । যে কার্য্যই করিবে, ভগবানের তাহা অবিদিত থাকে না । আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই ; গুপ্তভাবে যম-নিয়মাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও । পবসেবা প্রভৃতি ত্রেতে আত্ম-নিয়োগ কর । যত গুপ্তভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সংকল্প-মাত্রই ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া থাকে ; ভগবান্ সংকল্পের ফল নিশ্চয়ই প্রদান করেন ।

ত্রিতাপ-নাশক এই মন্ত্রেব লক্ষ্য এই যে, মানুষ এই মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে সংকল্পপরায়ণ ও দেবভাবসম্পন্ন হউক । ত্রিবিধ দুঃখের কোনও দুঃখই তাহাকে আর আক্রমণ করিতে পারিবে না । মন্ত্র-জপের সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানোন্মেষ হউক,—সংকল্পে আসক্তি আহুক,—লোকহিতব্রতে জীবন উৎসৃষ্ট হউক । তাহাতেই ত্রিতাপ-নাশ হইবে ।

\* \* \*

সাঙ্খ্যশাস্ত্রের অভিमत এই যে, জ্ঞানই ত্রিতাপ-নাশক । পরম জ্ঞানের উদয় হইলেই সকল দুঃখ নাশপ্রাপ্ত হয় । বেদ—সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার । বেদ-মন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানের উন্মেষ হয় । জ্ঞানোন্মেষেই সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে । চতুর্বেদের পঠন-পাঠন জ্ঞানোন্মেষের মূলীভূত । অন্ততঃ চারি বেদের চারিটি মন্ত্রও যাঁহারা শ্রদ্ধা-সহকারে নিত্য জপ করেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন । যাঁহারা কিছু না পারিবেন, প্রতি দিন চারি বেদের চারিটি মন্ত্র জপ করিয়া দেখিবেন, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ত্রিতাপের অবসান হইতে থাকিবে ।

গায়ত্রী-মন্ত্র জপ, পুরুষ-সূক্ত জপ, চারি বেদের প্রথম চারি মন্ত্র জপ,—ত্রিতাপ-নাশ-মূলক । ধর্ম্মবিধানী জন, ধর্ম্মবিধানের সহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন । শুভফল স্বতঃই অধিগত হইবে ।



# জ্ঞান-বেদ ।

## ঋণ-মুক্তির মন্ত্র ।

ঋণের যন্ত্রণা—বিষম যন্ত্রণা । ইহসংসারে যত প্রকার যন্ত্রণা-ভোগ নির্দিষ্ট আছে, ঋণের যন্ত্রণা তাহার মধ্যে প্রধানতম । সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্তি-লাভের জন্য মানুষের ব্যাকুলতার অবধি নাই ।

চতুর্বেদের মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র আছে, যাহা যথানিয়মে জপ করিলে, শাস্ত্র বলেন, নিঃসংশয়ে ঋণমুক্তি ঘটে । তাহারই একটি মন্ত্র ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৮ম মণ্ডল, ৩০শ সূক্ত, ৪র্থ ঋক্ ; ৬ষ্ঠ অষ্টক, ২য় অধ্যায়, ৩৭শ বর্গ ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

ঔ । যে দেবাস ইহ স্থন বিধে বৈশ্বানরা উত ।

অশ্বভ্যং শর্ম্ম সপ্রথো গবেহস্বায় যচ্ছত ॥

মর্শ্মাস্মারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বৈশ্বানরাঃ’ ( কশ্ম্মনেতারঃ, সংকশ্ম্মণি নিয়োজিতারঃ ) ‘বে’ ( প্রসিদ্ধাঃ ) ‘বিধে’ ( সর্ষে ) ‘দেবাসঃ’ ( দেবভাবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ ) ‘ইহ’ ( ইহজগতি ) ‘স্থন’ ( বিতস্তে ), ‘উত’ ( যদা কশ্ম্মণি নিয়োজয়ন্তি ) ; ‘তে’ ( দেবাঃ, দেবভাবসমূহাঃ বা ) ‘অশ্বভ্যং’ ( প্রার্থনাকারিভ্যঃ ) ‘সপ্রথঃ’ ( অভীষ্টানুরূপং ) ‘গবে অস্বায়’ ( গবাশ্বাদিসহযুতং, ধনজন-বিপীষ্টঃ ইত্যর্থঃ, যদা—জ্ঞানকিরণসমবিতং ) ‘শর্ম্ম’ ( স্মৃৎ ) ‘যচ্ছত’ ( প্রদত্তু ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

সংকর্ষে নিয়োগকর্তা যে সকল প্রসিদ্ধ দেবতাব বা সদগুণনিবহ ইহজগতে বিদ্যমান আছে অথবা কৰ্মে নিয়োজিত করে ; সেই সকল দেবগণ বা দেবতাবসমূহ প্রার্থনাকারী আমাদেরই অতীষ্টামুরূপ ধনজনবিশিষ্ট অথবা জ্ঞানকিরণ-সম্বিত সুখ আমাদেরই প্রদান করুন ।

\* \* \*

মন্ত্র-বিষয়ে বক্তব্য ।

দেবতাবসমূহ বা সদগুণাবলি অতীষ্টামুরূপ সুখ প্রদান করে। দেবগণ বা সদাবসমূহ মনুষ্যগণকে যে কৰ্মে নিয়োগ করে, তদ্বারা সুখৈশ্বর্য আপনাই অধিগত হয়। মানুষ সদাব-সম্বিত হইয়া সংকর্ষের অন্তর্য্যানে প্রবৃত্ত হউক, তাহার সকল অসুখ—সকল যন্ত্রণা দুরীভূত হউক,—মন্ত্র-জপের ইহাই লক্ষ্য ।

মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সেই ভাবে ভাবায়িত এবং কৰ্মকে সেই পথে পরিচালিত করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই ঋণমুক্তি হইবে। ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। ঋষিগণ বলিয়াছেন,—‘বে দেবাসঃ’ মন্ত্রটি ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৭ বর্গের অন্ত-ভুক্ত ) প্রত্যহ ২৮ বার বা ৮ বার করিয়া ছয় মাস জপ করিলে নিঃসংশয়ে ঋণমুক্ত ঘটে।

\* \* \*

ঋণমুক্তির অন্যান্য মন্ত্র ।

ঐহারা শাস্ত্রে বিশ্বাসবান, তাঁহারা এই সকল মন্ত্র পরীক্ষা করিয়া সফল প্রাপ্ত হইবেন ।

ঋণমুক্তি-সম্বন্ধে এবং অর্থাদি লাভ সম্বন্ধে ঋষিগণের পরীক্ষিত আরও বহু মন্ত্র চতুর্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ‘কশ্ব’ ইত্যাদি মন্ত্র ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম অষ্টক, ২য় অধ্যায়, ১৩শ বর্গ ) জপপূর্বক প্রিয়সু ও মধুর দ্বারা সহস্র-বার হোম করিলে, ঋণনাশ ও মঙ্গল হয়। মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

কশ্ব নুনং কতমশ্বায়তানাং মনামহে চারু দেবশ্ব নাম ।

কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাং পিতরং চ

দুশেয়ং মাতরং চ ॥

\* \* \*

## মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অমৃতানাং’ ( দেবানাং, মরণরহিতানাং ) ‘কত’ ( কিংবিধস্ত ) ‘কতমস্ত’ ( শ্রেষ্ঠস্ত ) ‘দেবস্ত’ ( দ্বোত্তমানস্ত ) ‘চাক্’ ( অসাধারণং, যথার্থং ) ‘নাম’ ( স্বরূপং ) ‘মনামহে’ ( হৃদি ধারণাম, মনসি অনুধ্যায়েম ) ; ‘কঃ’ ( দেবঃ ) ‘নঃ’ ( অস্মান্ ) ‘পুনঃ’ ( পুনরপি ) ‘মহা’ ( মহতে, মহিমাযিতায় ) ‘অদিতয়ে’ ( সীমারহিতায়, অনন্তায় ) ‘দাৎ’ ( আশ্রয়ং দত্তাৎ ) ‘চ’ ( তথা ) ‘পিতরং মাতরং চ’ ( পিতৃমাতৃস্বরূপং পরমেশ্বরং ) ‘দৃশেয়ং’ ( পশ্যেয়ং ) ।

\* \* \*

## বঙ্গানুবাদ

অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতার যথার্থ-স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ ( অনুধ্যান ) করিব ? কোন্ দেবতা আমাদেরকে পুনরায় সেই মহিমাযিত অনন্ত আশ্রয় দিবেন, এবং ( কোন্ দেবতার অনুগ্রহে ) পিতৃমাতৃস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিব ( প্রাপ্ত হইব ) ?

\* \* \*

## মন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা—নির্গূঢ় তাৎপর্যাদি—পূর্বেই । এই জ্ঞানবেদের দ্বিতীয় খণ্ডে, ১১৩ হইতে ১২০ পৃষ্ঠায় ) প্রকাশ করিয়াছি । এখানে সে আলোচনা বাহুল্যমাত্র ।

বন্ধন-গ্রস্ত হইলে, মানুষ বন্ধন-মোচনের আকাঙ্ক্ষা করে । যদি পিতামাতা বিজ্ঞান থাকেন এবং তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যায়, বন্ধনদশাপন্ন সন্তান তাঁহাদিগের সহায়তা ব্যাক্তা করে । পৃথিবীর পিতামাতা সামান্য বন্ধন হইতে সন্তানকে মুক্ত করিবার চেষ্টা পাইতে পারেন ; কিন্তু যিনি পিতার পিতা—পরমপিতা, তাঁহার অনুকম্পা লাভ হইলে সকল প্রকার বন্ধন হইতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় ।

ঋষিগণ বলিয়াছেন,—পূর্বোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে ঋণের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয় । কিন্তু আমরা বলি,—কেবল ঋণের বন্ধন নহে, এই মন্ত্রের অনুধ্যানে পরমপিতার স্নেহাকর্ষণে সর্ববিধ বন্ধন মোচন হইতে পারে—সর্ববিধ মুক্তি অধিগত হয় ।

\* \* \*

ঋণমুক্তি সম্বন্ধে আরও কতগুলি জাপ্য-মন্ত্রের সন্ধান ঋষিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায় । মহর্ষি শোনক বলিয়া গিয়াছেন,—‘ককরাদি হকারাক্ত’ যে সকল ঋক আছে, সেই সকল ঋক ত্রিশ সহস্র বার জপ করিলে ঋণমুক্ত হওয়া যায় । ঋগেদ-সংহিতা দেখিয়া সেই সকল মন্ত্র সন্ধান করিয়া লইতে পারেন ।

# জ্ঞানবেদ ।

## সর্বকার্যো সিদ্ধিমূলক মন্ত্র

বিধিপূৰ্বক মন্ত্র জপ করিলে, সর্বকার্যো সিদ্ধি লাভ হয় । চতুর্বেদে  
মধ্যে এরূপ মন্ত্র অনেক আছে । ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ  
অনুবাকের দ্বাদশ সূক্ত জপ করিলে, ঋষিগণ বলেন, সর্ববাসীষ্ট সিদ্ধি  
হয় । ঐ সূক্তে বারটি মন্ত্র আছে । সেই মন্ত্র-কয়েকটি—

ওঁ । অগ্নিঃ    দূত    বৃগীমহে    হোতারং    বিশ্ববেদসং ।

অশ্ব    যজ্ঞশ্ব    স্ক্রজত্বং ॥ ১ ॥

\* \* \*

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অশ্ব’ ( অশ্বাকং অনুষ্ঠীয়মানশ্ব ) ‘যজ্ঞশ্ব’ ( যাগাদি সৎকর্ষণঃ ) ‘স্ক্রজত্বং’ ( স্ক্রসম্পাদকং )  
‘হোতারং’ ( দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বানকর্তারং ) ‘বিশ্ববেদসং’ ( সর্বধনোপেতং,  
সর্বতত্ত্বজ্ঞং ) ‘দূতং’ ( বার্তাবহং, সত্বপ্রাপকং ) ‘অগ্নিঃ’ ( অগ্নিদেবং, জ্ঞানদেবং ) ‘বৃগীমহে’  
( সংভজ্যামঃ—বরামহে ) বরমিতি শেষঃ । সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । সৎকর্ষণসাধকং সর্বতত্ত্বজ্ঞং  
জ্ঞানদেবং বরং সম্যক্ পূজয়ামঃ—বরং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদি সৎকর্মের স্ক্রসম্পাদক, সকল দেবগণের অথবা দেবভাব-  
সমূহের আহ্বানকর্তা, সর্বধনোপেত অথবা সর্বতত্ত্বজ্ঞ, বার্তাবহ অর্থাৎ সত্বপ্রাপক দূতস্বরূপ

অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবকে) এই যজ্ঞে আমরা সম্যগ্ৰূপে ভজনা করিতেছি । ( সৎকৰ্ম্মস্বলক । সৎকৰ্ম্মসাধক সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞানদেবতাকে আমরা সৰ্ব্বথা পূজা করিতেছি আমরা জ্ঞানানুসারী হইতেছি—ইহাই ভাবার্থ । ) ॥ ১ ॥

\* \* \*

।                    ।                    ।                    ।  
অগ্নিমগ্নিঃ    হবীমভিঃ    সদা    হবন্ত    বিশ্‌পতিং ।

।  
হব্যবাহং    পুরুপ্রিয়ং ॥ ২ ॥

\* \* \*

সৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বিশ্‌পতিং’ (সৰ্ব্বেষাং লোকানাং পালকং, জগতাং অধিপতিং ধারকং বা, যদা—  
বিশ্‌পালকমিতি ভাবঃ) ‘হব্যবাহং’ (হবির্বহনকর্ত্তারং, শুদ্ধসম্বাহকং—অৰ্চনাকারিণাং  
হৃদি, ভগবৎসমীপে বেতি ভাবঃ) ‘পুরুপ্রিয়ং’ (বহুনাং প্রীত্যাশ্পদং, লোকানাং প্রিয়সাধকং)  
‘অগ্নিমগ্নিঃ’ (প্রকারভেদেন বহুরূপধারিণং জ্ঞানদেবং) ‘হবীমভিঃ’ (আহ্বানকরণৈশ্চৈঃ,  
শুদ্ধসম্বপ্রভাবৈঃ) ‘সদা’ (নিরন্তরমেব) ‘হবন্ত’ (হবন্তি, আহবয়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ)  
সৎকৰ্ম্মানুষ্ঠাতার ইতি শেষঃ । সৰ্বলোকপালকঃ সৰ্বজনশ্রেয়সাধকঃ জ্ঞানদেবঃ লোকানাং  
সৎকৰ্ম্মণা সহ হৃদি প্রকাশিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ

সৰ্বলোকপালক, শুদ্ধসম্বপ্রদায়ক, লোকসমূহের প্রিয়সাধক, বহুরূপে প্রকাশমান  
জ্ঞানদেবতাকে সৎকৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ শুদ্ধসম্বের প্রভাবেই নিরন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । (ভাব  
এই যে,—সৰ্বলোকপালক, সকলের শ্রেয়সাধক জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণের সৎকৰ্ম্মের দ্বারাই  
হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়েন ।) ॥ ২ ॥

\* \* \*

।                    ।                    ।                    ।  
অগ্নে    দেবী    ইহাবহ    জজ্ঞানো    ব্রতবহিষে

।                    ।  
অসি    হোতা    ন    ঈড়্যঃ ॥ ৩ ॥

\* \* \*

মর্যাদাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানদেব) স্বং ‘অজ্ঞানঃ’ (কর্ষণা জ্ঞানেন বা উৎপন্নঃ ভবসি ইতি শেষঃ); হে দেব । ‘বৃন্তবর্হিষে’ (বৃন্তেন ছিন্নেন বর্হিষা কুশেন যুক্তায় হৃদয়ায়, রিপুভিঃ নির্যাত্তিতানাং বিচ্ছিন্নীকৃতানাং বা অস্মাকং ইতি ভাবঃ) ‘ইহ’ (অগ্নিন্ কর্শ্বণি, হৃদি বেতি ভাবঃ) ‘দেবান্’ (দৌপ্তিদানাদিয়ুক্তান্ সর্বান্ দেবভাবান্ বা) ‘আবহ’ (আনয়); স্বং হি ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘ঈড্যঃ’ (জুত্যাঃ) ‘হোতা’ (যতঃ অস্বত্পক্ষে দেবানাং আহ্বান-কর্তা, হৃদি দেবভাবানাং নয়নকর্তা) ‘অসি’ (ভবসি) । অস্মাকং ইষ্টসিদ্ধিনিমিত্তং জ্ঞানদেবং আহ্বাতব্যং—জ্ঞানার্জনং চ কর্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানদেব । কর্শ্বের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা আপনি উৎপন্ন হন; হে দেব । রিপুগণ-কর্তৃক নির্যাত্তিত বিচ্ছিন্নীকৃত আমাদের এই কর্শ্ব (অথবা হৃদয়ে) আপনি দেবভাবসমূহকে আনয়ন করুন । আপনিই আমাদের পূজ্য; যেহেতু আপনি হৃদয়ে দেবভাবের আনয়নকর্তা হবেন । (ভাব এই যে,—আমাদের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করা অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য) ॥ ৩ ॥

তাঁ | উশতো | বিবোধয় | যদগ্নে | যাসি | দূত্যং |

| দেবৈরাসংসি | বর্হিষি ॥ ৪ ॥

\* \* \*

মর্যাদাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানদেব) ‘যৎ’ (যস্মাৎ) স্বং ‘দূত্যং’ (দৌত্যকর্শ্ব, হৃদি দেবভাবপ্রাপকং) ‘যাসি’ (স্বীকরোষি, ভবসীতি ভাবঃ) অতঃ ‘উশতঃ’ (হবিঃকাময়মানান্ সত্বপ্রবর্দ্ধকান্ বা দেবান্ দেবভাবান্ ইত্যর্থঃ) ‘বিবোধয়’ (জাগরয়, অগ্নিন্ কর্শ্বণি প্রাপয় ইতি ভাবঃ); অপিচ, ‘বর্হিষি’ (আন্তর্গকুশাসনে, অগ্নিন্ কর্শ্বণি, রিপুভিঃবিচ্ছিন্নীকৃতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) তৈঃ ‘দেবৈঃ’ (তৈর্দেবগণৈঃ দেবভাবৈঃ বা সহ) ‘আসংসি’ (আসীদ, আগত্যোপবিশ) । হে দেব । স্বং দৌত্যকর্শ্বগ্রহণান্তরং সর্বান্ দেবান্ উদ্বোধ্য তৈঃ সহ কর্শ্বণি হৃদি বা আগত্য চ অস্মাকং ইষ্টং সাধয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

\* \* \*

वज्रामुखात् ।

হে জ্ঞানদেব! যেহেতু আপনি দ্যৌত্যকর্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের প্রদানকারী করেন, যাহা এ ব সন্তপ্রবর্তক দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আমাদের কর্মে বা হৃদয়ে আগাইয়া দিউন; আর, রিপুগণ কর্তৃক লাহিত এই হৃদয়ে দেবগণের বা দেবভাব-সমূহের সহিত আসিয়া অবস্থিত করুন। (ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! আপনি দ্যৌত্য-কর্মগ্রহণান্তর সকল দেবতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সহিত আমাদের এই কর্ম মধ্যে আগমন পূর্বক আমাদের ইষ্টসিদ্ধি করুন।) ॥ ৪ ॥

|                 |                 |  
স্বতাহবন দীদিবঃ প্রতি স্ব রিষতো দহ

|        |  
 অগ্নে    স্বং    রক্ষস্বিনঃ ॥ ৫ ॥

• • •

मन्त्राङ्गुमात्रिणी-व्याख्या ।

‘স্বভাহবন’ (স্বভেনাহুমান, ভক্তিরসামুভেন আহুমান) ‘দীপিবঃ’ (দীপ্যমান, প্রকাশমান) ‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানদেব) ‘হং রক্ষস্বিনঃ’ (রাক্ষসযজ্ঞান্, রাক্ষসবলেণ বলিনঃ, গাপকাস্বিনঃ ইত্যর্থঃ) ‘প্রতি’ (অম্মাকং প্রতিকৃগান্) ‘প্রিযতং’ (হিংসকান্ শত্রুন্—কামক্রোধাদিনিতি ভাবঃ) ‘দহ স্ব’ (নিতরাং ভস্মীকুরু) । অত্র শত্রুবধার্থং প্রার্থনা বর্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

• • •

वज्रानुवाद ।

হবিঃদ্বারা (ভক্তি-সহযোগে) আহুতমান দীপ্তিশালিন্ অথবা প্রকাশমান্ হে জ্ঞানদেব !  
রাক্ষস-বলে বলী অথবা পাপকারী আমাদিগের প্রতিকূল হিংস্র শত্রুগণকে (রাক্ষসগণকে)  
আপনি নিঃশেষে ভক্ষীভূত করুন । (এখানে শত্রু-বধের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে) ॥ ৫ ॥

•

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবিগৃহপাতয়ুবা

হব্যবাড়্ জুহ্বাস্ত্যঃ ॥ ৬

• • •

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘কবিঃ’ (মেধাবী, কৰ্ম্মকুশলঃ) ‘গৃহপতিঃ’ (লোকানাং রক্ষকঃ পালকঃ বা) ‘যুবা’ নিত্যতরুণঃ, চিরনূতনঃ) ‘হব্যধাটু’ (হবির্করহনকারী, সৎপ্রাপকঃ, ভগবৎসমীপে কৰ্ম্মবাহকঃ ইতি ভাবঃ) ‘জুহ্বাতঃ’ (প্রদীপ্তবদনঃ, যুথেন প্রকাশরূপেণ বা সত্যন্ত জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) ‘অগ্নিঃ’ (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানায়িঃ) ‘অগ্নিনা’ (জ্ঞানেন) ‘সমিধ্যতে’ (সম্যগ্ দীপ্যতে, পরিবুদ্ধির্জায়তে)। অয়ং ভাবঃ—আলোক-সাহায্যেন যথা আলোকঃ বিভাতি জ্ঞান-সাহায্যেন তদ্বৎ জ্ঞানং বর্দ্ধতে ; জ্ঞানাৎ জ্ঞানং বিভাতি ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

মেধাবী, কৰ্ম্মকুশল, লোকসমূহের পালক বা রক্ষক, নিত্যতরুণ চিরনূতন, সৎপ্রাপক—ভগবৎসমীপে কৰ্ম্মবাহক, প্রকাশরূপে সত্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন, জ্ঞানায়ি (জ্ঞানদেব), জ্ঞানের দ্বারাই সম্যক্ দীপ্যমান বা বুদ্ধি-প্রাপ্ত হইবেন। (ভাব এই যে,—আলোক-সাহায্যে যেমন আলোক প্রকাশ পায়, জ্ঞানই সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশক হইবেন; জ্ঞান হইতেই জ্ঞান বিভাসিত হয়।) ॥ ৬ ॥

\* \* \*

কবিমগ্নিমুপস্তহি সত্যধৰ্ম্মাণমধ্বরে

দেবমমীবচাতনম্ ॥ ৭ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মম মনঃ । ‘অধ্বরে’ (হিংসারহিতে যজ্ঞে, সৎকৰ্ম্মণি) তৎ তৎ ‘কবিং’ (কৰ্ম্মকুশলং, মেধাবিনং) ‘সত্যধৰ্ম্মাণং’ (সত্যপ্রব্রূতং, সত্যস্বরূপং) ‘অমীবচাতনং’ (শত্রুণাং নাশকং, অসত্যবারকং) ‘দেবং’ (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তং) ‘অগ্নিং’ (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং) ‘উপস্তহি’ (সামীপ্যং প্রাপয়, আরাধয়)। অত্র প্রার্থনাকারী জ্ঞানসঞ্চয়ার উদ্বুদ্ধো ভবতি ॥ ৭ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার মন । হিংসারহিত যজ্ঞে অর্থাৎ সৎকৰ্ম্মে তুমি সেই কৰ্ম্মকুশল মেধাবী, সত্য-প্রব্রূত সত্যস্বরূপ, শত্রুগণের নাশক অসত্য-নিবারক, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত জ্ঞানদেবতাকে সমীপে প্রাপ্ত হও—আরাধনা কর। এখানে প্রার্থনাকরী জ্ঞান-সঞ্চয়ের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হইতেছেন ॥ ৭ ॥

\* \* \*



যস্মিন্নগ্রে হবিষ্পতিদূতং দেব সপর্যতি ।

তস্মৈ স্ম প্রাবিতা ভব ॥ ৮ ॥

\* \*

মর্শ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দেব’ (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) ‘অগ্রে’ (হে জ্ঞানদেব)। ‘যঃ হবিষ্পতিঃ’ (যঃ হবির্দানকারী, ভগবদ্বদ্যে সৎকর্শ্মানুষ্ঠাতা) ‘দূতং’ (বার্তাবহ, ভগবতি মিলনসাধকং) ‘স্মাং’ (জ্ঞানদেবং) ‘সপর্যতি’ (পরিচরতি, সেবতে) স্ম ‘তস্মৈ’ (কর্শ্মকারিণে) ‘প্রাবিতা’ (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষকঃ) ‘ভব স্ম’ (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানস্ম আরাধনয়া অনুসরণেন বা নরঃ সৎকর্শ্মপরঃ সন্ শ্রেয়াংসি লভতে ॥ ৮ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত হে জ্ঞানদেব। ভগবদ্বদ্যে সৎকর্শ্মানুষ্ঠাতা (হবির্দানকারী) যে জন ভগবানের মিলনসাধক সেই আপনাকে (জ্ঞানদেবতাকে) সেবা করেন, আপনি সেই সৎকর্শ্মকারীর প্রকৃষ্ট রক্ষক হয়েন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের আরাধনায় এবং অনুসরণে সৎকর্শ্মপর হইয়া মার্জুষ শ্রেয়ঃ-সকল লাভ করে।) ॥ ৮ ॥

\* \* \*

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মা আবিবাসতি ।

তস্মৈ পাবক যুড়য় ॥ ৯ ॥

মর্শ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘যঃ হবিষ্মান্’ (যঃ হবির্দানকারী যাজ্ঞিকঃ, যঃ সৎকর্শ্মকারী ইত্যর্থঃ) ‘দেববীতয়ে’ (দেবানাং পানার্থং গ্রীত্যর্থং বা, দেবোদ্যে নিয়োজিতং, দেবভাবপরিবুদ্ধিকরং ইতি ভাবঃ) ‘অগ্নিং’ (জ্ঞানদেবং) ‘আবিবাসতি’ (সম্যক পরিচরতি, অনুসরতি), ‘পাবক’ (পবিত্রকারক, জগৎপাবন) ‘অগ্রে’ (হে জ্ঞানদেব) তং ‘তস্মৈ’ (যাজ্ঞিকায়, সৎকর্শ্মকারিণে) ‘যুড়য়’ (কুতয়, আনয়নং দদসি)। জ্ঞানানুসারিণো জ্ঞানঃ সদানন্দং লভন্তে—ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

সৎকৰ্ম্মকারী যে জন দেবভাবের পরিবুদ্ধিকর জ্ঞানদেবতাকে অহুসরণ করেন, অগণ্যপাশ্বিন  
হে জ্ঞানদেব, আপনি সেই সৎকৰ্ম্মকারীকে স্থখী করেন— আনন্দ দেন। (ভাব এই যে,—  
জ্ঞানানুসারী জনগণ সদানন্দ লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৯ ॥

স নঃ পাবক দীদিবোহিগ্নে দেবী ইহাবহ ।

উপযজ্ঞঃ হবিশ্চ নঃ ॥ ১০ ॥

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পাবক’ (পবিত্রকারিন্, পাপনাশক) ‘দীদিবঃ’ (দীপ্যমান, স্বপ্রকাশ) ‘অগ্নে’ (হে  
জ্ঞানদেব।) ‘সঃ’ (পূৰ্ব্বোক্তরূপগুণস্বং) ‘নঃ’ (অশ্মাকং) ‘ইহ’ (যজ্ঞভূমৌ, স্বদেশে,  
কৰ্ম্মণি বা ইত্যর্থঃ) ‘দেবান্’ (দীপ্তদানাদিগুণযুক্তান্ সৰ্ব্বান্ দেবভাবান্) ‘আবহ’  
(আনয়); ততঃ ‘নঃ’ (অশ্মাকং) ‘যজ্ঞং’ (যাগাদি সৎকৰ্ম্ম) ‘হবিঃ চ’ (আহাতি-প্রদত্ত  
দ্রব্যসম্ভারং চ) ‘আবহ’ (দেবান্ প্রাপয়)। অশ্মাকং সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সকলান হবীংবি  
চ সৎসমাধিতানি দেবত্মমণ্ডিতানি চ ভবন্তু ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

পবিত্রকারী (পাপনাশক) দীপ্যমান (স্বপ্রকাশ) হে জ্ঞানদেব। পূৰ্ব্বোক্তগুণযুক্ত  
সেই আপনি আমাদের এই যজ্ঞক্ষেত্রে (স্বদেশে বা কৰ্ম্মে) দীপ্তদানাদিগুণযুক্ত সকল  
দেবভাবকে আনয়ন করুন; এবং আমাদের যাগাদি সৎকৰ্ম্মকে এবং আহাতি-প্রদত্ত  
দ্রব্যজাতকে দেবগণকে প্রাপ্ত করুন; (ভাব এই যে,—আমাদের সকল কৰ্ম্ম সকল  
উপহার সৎসমর্পিত এবং দেবত্মমণ্ডিত হউক।) ॥ ১০ ॥

স নঃ স্তবান আ ভ্রু গায়ত্রেণ নবীযসা ।

রয়িং বীরবতীমিষং ॥ ১১ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে জ্ঞানদেব । ‘সঃ’ ( পূৰ্ব্বোক্তগুণোপেতঃ ) ‘নবীৰসা’ ( চিরনূতনেন ) ‘গায়ত্ৰেণ’ ( গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্তেন স্তবেন, বেদমন্ত্ৰেণ ) ‘স্তবানঃ’ ( স্তুয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন্ ) ‘নঃ’ ( অন্নভ্যং ) ‘রয়িং’ ( পরমার্থরূপং পারলৌকিকং ধনং ) ‘বীরবতীং ইমং’ ( বীৰ্য্যশালীপুত্র-পোত্ৰাদিব্যুতং অন্নং, ইহলৌকিকং ঐশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ ) ‘অভর’ ( প্রাপন্ন, দেহীতি ভাবঃ ) । অত্র প্রার্থনাকারী ইহলৌকিকং পারলৌকিকং চ উভয়বিধং ধনং যাচতে—ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানদেব । পূৰ্ব্বোক্তগুণোপেত সেই আপনি চিরনূতন বেদমন্ত্ৰের দ্বারা স্তুত (আরাধিত) হইয়া, আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ পারলৌকিক ধন এবং বীৰ্য্যশালীপুত্র-পোত্ৰাদিব্যুত ইহলৌকিক ধন প্রদান করুন । (এখানে প্রার্থনাকারী ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ ধন যাক্রা করিতেছেন—ইহাই ভাবার্থ ।) ॥ ১১ ॥

\* \* \*

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহুতিভিঃ ॥

ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥ ১২ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ ( হে জ্ঞানদেব । ) ‘শুক্রেণ’ ( শুক্রেণ, নিৰ্ম্মলেন ) ‘শোচিষা’ ( বিভূত্যা—অস্মান্ উদ্বোধ্য ইতি ভাবঃ ) ‘নঃ’ ( অস্মাকং ) ‘বিশ্বাভিঃ’ ( সৰ্ব্বাভিঃ ) ‘দেবহুতিভিঃ’ ( সৰ্ব্বৈর্দেবতাহ্বানসাধনস্তোত্রৈশ্চ সন্তুষ্টঃ সন্, দেবভাবপরিবৃদ্ধিসাধকৈঃ কৰ্ম্মভিঃ সহ মিলিতা ইতি ভাবঃ ) ‘ইমং’ ( এতৎ ) ‘স্তোমং’ ( স্তোত্রং, পূজাং ) ‘জুষস্ব’ ( সেবস্ব, গৃহাণ ) । হে দেব । স্বদীপ্য বিপুঙ্কর্য্য বিভূত্যা অস্মান্ আরাধনাপরায়ণান্ কৃত্বা ইমং স্তোমং গৃহাণ ॥ ১২ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানদেব । আপনার সুবিমল জ্যোতির অর্থাৎ বিভূতির দ্বারা আমাদিগকে উজ্জ্বল করিয়া, আমাদিগের সৰ্ব্বপ্রকার দেবভাব-পরিবৃদ্ধি-সাধক কৰ্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া, এই স্তোত্র বা পূজা গ্রহণ করুন । (ভাব এই যে,—হে দেব । আপনার বিপুঙ্কর্য্য বিভূতির দ্বারা আমাদিগকে আপনার আরাধনাপরায়ণ করিয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন ॥ ১২ ॥

\* \* \*

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

সর্বকারণ্যে সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্ত যে সকল মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে, তাহার বারোটা মন্ত্র ( ‘অগ্নিঃ দূতং’ ইত্যাদি মন্ত্র ) ভাবার্থ সহ প্রদত্ত হইল । কেহ কেহ কহেন,—এ বারোটা মন্ত্র শিব-সন্নিধানে প্রত্যহ তিন বার করিয়া তিন বৎসর জপ করিলে, সর্বকারণ্যে সিদ্ধি-লাভ হয় । কিন্তু মহর্ষি শৌনকেয় মত এই যে, কেবলমাত্র এই বারোটা মন্ত্র নহে, দ্বাদশ হুক্তের এই প্রথম মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, উনবিংশ হুক্তের শেষ মন্ত্র পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে । তদনুসারে দ্বাদশ হুক্তের বারোটা মন্ত্র, ত্রয়োদশ হুক্তের বারোটা মন্ত্র, চতুর্দশ হুক্তের বারোটা মন্ত্র, পঞ্চদশ হুক্তের বারোটা মন্ত্র, ষোড়শ হুক্তের নয়টা মন্ত্র, সপ্তদশ হুক্তের নয়টা মন্ত্র, অষ্টাদশ হুক্তের নয়টা মন্ত্র এবং উনবিংশ হুক্তের নয়টা মন্ত্র মোট একাশীটি মন্ত্র জপ করিতে হইবে ।

ইষ্টলিঙ্গ লাভ বিষয়ে এইরূপ আরও অনেকগুলি জাপ্য মন্ত্র আছে । আবশ্যক হইলে, অনুসন্ধান পূর্বক তাহা জপ করা যাইতে পারে ।

\* \* \*

মানুষের আকাজ্জক অস্ত্র নাই । স্তত্রাং অভীষ্ট-লাভ সম্বন্ধেও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানারূপ আকাজ্জক দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র-জপের বিধি নির্দিষ্ট আছে ।

সাধারণ-ভাবে অভীষ্ট-লাভ বিষয়ে কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় । যথাশ্রমণে তাহার কতকগুলি মন্ত্রের পরিচয় দেওয়া যাইবে । সর্বাভীষ্ট-লাভ বিষয়ে আরও কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, এ সম্বন্ধে পর পর কতকগুলি হুক্ত জপের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় । সেই সকল হুক্তের অন্তর্গত মন্ত্র-সমূহ এবং তাহাদিগের ভাবার্থ আমাদের প্রকাশিত ঋগ্বেদ-সংহিতায় পরিদৃষ্ট হইবে । লিখিত আছে,—‘স্বরূপকৃৎস্নমৃতমে’ প্রভৃতি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর আটটা হুক্তের মন্ত্র প্রত্যহ পাঁচ বার করিয়া বিষু-সন্নিধানে জপ করিলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয় ।

কিন্তু এ বড় কঠিন ব্যাপার । পূর্বোক্ত আটটা হুক্তে ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ হুক্ত হইতে একাদশ হুক্ত পর্য্যন্ত আটটা হুক্তে ) মোট আশীটা মন্ত্র আছে । সেই আশীটি মন্ত্র প্রত্যহ পাঁচ বার করিয়া বিষু-সন্নিধানে জপ করিতে হইবে । এইরূপ জপের ফলে অভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে ।

# জ্ঞান-বেদ ।

• —

## নীরোগ শরীরের জন্য জাপ্য-মন্ত্র ।

— :: :: —

যে কোনও দৈব-কার্য্যেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক না কেন, নীরোগ শরীর ও স্বাস্থ্য-সম্পন্নতা সর্ব্বথা আকাঙ্ক্ষণীয়। শরীর নীরোগ না হইলে, ব্যাধি-বিপত্তিতে দেহ জর্জরীভূত থাকিলে, কোনও ইচ্ছাকার্য্যেই আনুরক্তি বা দৃঢ়তা আসে না। সেই জন্য দৈবকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

মিতাচার মিতাহার প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যে অত্যাবশ্যক, তাহা পালন তো করিতেই হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে সহসা সফল লাভ হইবে। নীরোগতা ও স্বাস্থ্যলাভ সম্বন্ধে বহু জাপ্য বেদমন্ত্র আছে। শাস্ত্রে আছে,—করবী পুষ্পের দ্বারা গায়ত্রী-মন্ত্রোচ্চারণে এক সহস্র হোম করিবে। তাহাতে ব্যাধিনাশ হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শরীর সুস্থ থাকে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার, প্রথম মণ্ডলের ত্রিশ সূক্তের প্রথম ঋকৃটী (১ম অঙ্কক, ১ম অধ্যায়, ৫ম বর্গ) — ‘অধিনা যজুরী’ ইত্যাদি মন্ত্র—জপ করিলে ব্যাধিনাশ হয়।

নীরোগ হইয়া ব্যাধি-নাশ পূর্ব্বক, অক্ষত শরীরে ভগবানের আশীষ লাভ করিবার প্রয়াসী হইলে, ‘অক্ষীভ্যাং তে’ ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট সূক্তটী (১০ম

মণ্ডল, ১৬৪ম সূত্র, ১-৬ শ্লোক—৮ম অষ্টক, ৮ম অধ্যায়, ২১ বর্গ)  
বিধিপূর্বক জপ করার প্রয়োজন। ঐ সূত্রের ছয়টি শ্লোক ও তাহার  
[মর্মার্থ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে; যথা—

ওঁ । অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি ।

যক্ষ্মং শীর্ণাণ্যং মস্তিকাজিহ্বায়া বিব্রুহামি তে ॥ ১ ॥

ওঁ । গ্রীবাভ্যন্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনুক্যাং ।

যক্ষ্মং দোষণ্যামংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বিব্রুহামি তে ॥ ২ ॥

ওঁ । আন্নে ভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠৌর্হৃদয়াদধি ।

যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যকুঃ প্লাশিভ্যো বিব্রুহামি তে ॥ ৩ ॥

ওঁ । উরুভ্যাং তে অষ্টীবদ্যাং পাশ্বিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্ ।

যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসিদান্তংসেসো বিব্রুহামি তে ॥ ৪ ॥

ওঁ । মেহনাদ্বনং করণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ ।

যক্ষ্মং সর্ববস্মাদাত্মনস্তমিদং বিব্রুহামি তে ॥ ৫ ॥

ওঁ । অঙ্গাদঙ্গান্নোল্লোলোন্মো জাতং পৰ্বণি পৰ্বণি ।

যক্ষাঃ সৰ্বস্বাদান্ননস্তমিদং বিবুহামি তে ॥ ৬ ॥

\* \* \*

মন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ।

মন্ত্র-করেকটীর মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের কোনই আবশ্যক নাই । মন্ত্রের ভাবার্থ, মন্ত্র পাঠ মাত্র অধিগত হয় ।

শরীর ব্যাধিমন্দির । অট্টালিকার প্রতি ইষ্টককে ঝড়ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক উপদ্রব সহ্য করিতে হয় । এই দেহ অট্টালিকার প্রতি অঙ্গকে ব্যাধি-বিপত্তিতে বিপর্যস্ত করে । অট্টালিকা রক্ষা করিবার জন্ত, যেমন তাহার বাত্যাগ্ন্যভিহত অংশের সংস্কার-সাধন আবশ্যক হয় ; সেইরূপ নিত্যক্ষয়শীল দেহ অট্টালিকারও প্রতি অঙ্গকে রক্ষা করিবার আবশ্যক আছে ।

দেহ অট্টালিকার এই সংস্কার-সাধন ব্যাপারে দ্বিবিধ উপায় পরিগ্রহণ আবশ্যক । নিজের দেহ রক্ষার জন্ত নিজেকে চেষ্টা করিতে হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে দেহ রক্ষার সম্বন্ধে ভগবানের অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে হইবে । একদিকে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা, অতীতকৈ দৈব-কর্ম্মের অনুষ্ঠান—দেহরক্ষা-সম্বন্ধে আবহমান কাল এইরূপ পদ্ধতিই চলিয়া আসিতেছে ।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে সেই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার আভাস প্রাপ্ত হই । একপক্ষে এই মন্ত্র-ছয়টিতে আত্মরক্ষার জন্ত উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে ; পক্ষান্তরে ভগবানের নিকট অনুগ্রহ কামনা করা হইয়াছে । মন্ত্রকয়টি যুগপৎ আত্মোদ্বোধক ও ভগবৎপ্রার্থনামূলক ।

মন্ত্র-কয়টির ক্রিয়াপদ—‘বিবুহামি’—উত্তম পুরুষের একবচনে প্রযুক্ত । তাহাতে এক পক্ষে ভাব আসে—‘আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে আমি যেন ব্যাধিকে পৃথক করিতে পারি—দূর করিতে সমর্থ হই ।’ এই উত্তম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদে ভাব আসে—‘আমার শরীরকে নীরোগ রাখা, সে তো আমারই আয়ত্তাধীন ।’ প্রকৃতই তাই । ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থায় নীরোগ ও সুস্থ থাকা—সে যেমন আমার নিজের আয়ত্তাধীন ; তৎপক্ষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা-জ্ঞাপন—সেও আমার নিজের আয়ত্তাধীন । আমার অবহেলার আমার দেহ আপনাই অকালে বিনষ্ট হইতে পারে । আবার আমার প্রচেষ্টার ফলে, আমি নীরোগ দীর্ঘায়ু হইতেও পারি । একপক্ষে এ মন্ত্র সেই আত্মনির্ভরতার কথা স্মরণ করাইতেছে । মন্ত্র বলিতেছে—‘শরীরকে নীরোগ সুস্থ রাখিবার জন্ত যথাবিধি ঔষধ-পথ্যাদিরও ব্যবস্থা কর এবং ভগবানের দ্বারেও প্রার্থনা জানাও ।’

পুরুষকার ও দৈব—এতদ্বয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । দৈব ভিন্ন পুরুষকার সম্ভবে না ; আবার পুরুষকার ভিন্ন দৈব সম্ভাব্য হয় না । এজ দৈবের সহায়তায় পুরুষকারকে উদ্ভব করিতেছে ।

\* \* \*

পূর্বেই বলিয়াছি—শরীর ব্যাধি-মন্দির । উহার প্রতি অঙ্গ, প্রতি প্রত্যঙ্গ রোগনিবাস । ব্যাধি—চক্ষুদ্বয়ে, ব্যাধি—নাসিকায়, ব্যাধি—কর্ণদ্বয়ে, ব্যাধি—ওষ্ঠমূলে, ব্যাধি—শিরোদেশে, ব্যাধি—মস্তিষ্কে, ব্যাধি—জিহ্বায় । প্রথম মস্ত্রের সঙ্কল্প—‘আমি ঐ সকল অঙ্গ হইতে ব্যাধিকে দূরীভূত করিতেছি ।’

কোন অঙ্গ ব্যাধির নিবাস-স্থান নহে ? উর্দ্ধগত শ্বাস-সমূহে, গ্রীবার মধ্যে, গলগত ধমনী-সমূহে, অস্থিমধ্যে, অস্থি-সন্ধিসমূহে, হস্তের উর্দ্ধ ( অঙ্গ ) এবং অধোভাগে ( বাহতে ) রোগ বিরাজ করিতেছে । দ্বিতীয় মস্ত্রের উদ্বোধনা—ঐ সকল রোগকে নিবৃত্ত করিতে হইবে ।

অন্নপানীয়ের আধারভূত অন্নসমূহ হইতে, শ্বাসসমূহ হইতে, যে নাড়ীসমূহের মধ্য দিয়, সমান বায়ুর দ্বারা অন্নরস ধাতুতে পরিণত হয় সেই নাড়ীসমূহ হইতে, হৃদয় হইতে, হৃদ-পুণ্ডরিক হইতে, শরীরের উভয় পার্শ্বে বর্তমান আম্রকলাকৃতি বৃক্ক হইতে, হৃদয় সমীপে বিद्यমান বকুৎ হইতে, ক্রোম-প্লীহাদি মাংস মধ্য হইতে, রোগকে অপসারণ করিবার অস্ত্র চেষ্টাশ্রিত হইতেছি—ইহাই তৃতীয় মস্ত্রের সঙ্কল্প ।

উরুদ্বয় হইতে, জাহ্নবদ্বয় হইতে, পদদ্বয়ের উর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশ হইতে, জাহ্ন হইতে, কটি প্রদেশ হইতে এবং পায়ু হইতে রোগসমূহকে দূর করিতেছি—ইহাই চতুর্থ মস্ত্রের সঙ্কল্প ।

লিঙ্গ হইতে, শিশ্ন হইতে, লোম হইতে, নখ হইতে রোগোৎপত্তি ঘটে । সেই সকল স্থানের সর্ববিধ রোগকে দূর করিতেছি,—পঞ্চম মস্ত্রের ইহাই উদ্বোধনা ।

সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে, সকল লোমকূপ হইতে, সকল অবয়বের সকল সন্ধিস্থান হইতে উৎপন্ন রোগ-সমূহকে দূর করিতেছি,—ষষ্ঠ মস্ত্রের ইহাই সঙ্কল্প ।

ফলতঃ, দেহের সকল অঙ্গ ব্যাধিশূন্য এবং কৰ্ম্মাণ্ড থাকুক, মস্ত্র-ছয়টির প্রার্থনার তৎসঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে । \*

রোগী স্বয়ং যদি এই সকল মস্ত্র জপ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার পিতৃদেব, গুরুদেব অথবা পুরোহিত এই সকল মস্ত্র জপ করিবেন । মস্ত্র-জপের সময় তাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গে হস্তসঞ্চালন পূর্বক ‘মস্ত্রদ্বারা রোগোপসারণ করিতেছি’,—এই ভাবে অনুপ্রাণিত থাকিবেন ।

\* প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই মস্ত্র কয়েকটির মধ্যে শারীর-বিজ্ঞানে ঋষিগণের অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন । জ্ঞানবেদের পঞ্চম খণ্ডে তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও অন্তান্ত পরিচয় প্রদত্ত হইবে ।



# জ্ঞান-বেদ ।

## আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য জাপ্য-মন্ত্র ।

—§\*§—

যেমন নীরোগ শরীর আবশ্যক, তেমনি আয়ুর্বৃদ্ধির পক্ষেও প্রযত্ন প্রয়োজন । অল্পায়ু না হয়, অকাল-মৃত্যু না ঘটে, সংকার্য্যে চিত্ত বিনিবিষ্ট থাকে,—এ পক্ষে চতুর্বেদের বিভিন্ন স্থানে উপদেশ আছে ।

পূর্বের গায়ত্রী-মন্ত্র জপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি; এখানে অপর একটা মন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিতেছি । মহর্ষি শৌনক বলেন,—‘ত্রির্দেবঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রটী ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, পঞ্চম অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৫ বর্গ; ৭ম মণ্ডলের ১০০ সূক্তের ৩য় ঋক্ ) যথারীতি দশ সহস্র বার বিষ্ণু-মন্দিরে জপ করিলে, আয়ুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । মন্ত্রটী নিম্নে প্রকটিত হইতেছে; যথা—

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেব এতাং বিচক্রমে শতর্চ্চসং মহিত্বা ।

প্র বিষ্ণুরস্ত তবদন্তবীয়াস্ত্র্যেং হস্ম স্ববিরস্ম নাম ॥

\* \* \*

বিষ্ণুদেবতার স্মরণ-পূর্ব্বক বিষ্ণু-মন্দিরে বসিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয় । মন্ত্রের অর্থমএই যে,—বিশ্বব্যাপক সেই যে দেবতা ত্রিলোক ব্যাপিয়া আপনার জ্যোতিঃ-বিস্তারে সংসারকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, তিনি আপন মহত্বের দ্বারা বৃদ্ধকে বলসম্পন্ন করুন এবং স্ববিরকে রূপগুণে সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট করুন । মানুষ যেন তাঁহার কর্ম্মে কর্ম্মাধিত হইয়া, তাঁহার সেবায় সেবাপর থাকিয়া, আপনার আয়ুঃ বৃদ্ধি করিতে পারে, শক্তি বৃদ্ধি কারতে পারে এবং নবীন জীবন প্রাপ্ত হয় ।

— . —

# জ্ঞানবেদ

## পুত্র-কন্যা-লাভের জাপ্য-মন্ত্র ।

\* —

কোনও মানুষ পুত্র চায়, কোনও মানুষ কন্যা চায় ; কিন্তু পায় না । বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে অভীষ্টানুরূপ পুত্র-কন্যা লাভ হইতে পারে । এ সম্বন্ধে আমরা ক্রমান্বয়ে চতুর্বিধ জাপ্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি । উহার এক এক প্রকার মন্ত্র-জপের এক এক প্রকার ফল নির্দিষ্ট আছে ।

পুত্রের অভাবে অনেক বিভ্রমসম্পত্তিশালী ব্যক্তির—রাজা জমিদারের—সংসারে হাহাকার উঠে । পক্ষান্তরে আবার বহু পুত্রকন্যার জন্ম দরিদ্র গৃহস্থ বিপন্ন হইয়া পড়ে ।

মানুষের এই ক্ষোভ বিদূরণের জন্য শাস্ত্রে নানা উপদেশ আছে । চতুর্বেদের আলোচনায় দেখিতে পাই, বেদমন্ত্র জপ করিলে অভীষ্টানুরূপ পুত্র বা কন্যা লাভ হইতে পারে ।

এ সম্বন্ধে আমরা পর পর কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি ।

\* \*

### ১ । পুত্রলাভের জন্য জাপ্য-মন্ত্র ।

ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত মন্ত্রটি জপ করিলে দেবগণ বহু-কোষ্ঠি-সম্পন্ন পুত্র প্রদান করেন । সেই মন্ত্রটি এই,—

ঔ । যে দেবানাং যজিষ্যা যজিষ্যানাং মনোযজত্রা অমৃতা ঋতজ্জা ।

তে নো রাসস্তায়ুরুগায়মগ যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥

\* \* \*

মন্ত্রের প্রার্থনার মৰ্ম্ম এই যে, যজ্ঞীয় দেবগণের মধ্যে সেট যে সৃষ্টিকৰ্ত্তা প্রজাপতি দেবতা আর অমর সত্যজ্ঞ সেই যে সকল দেবগণ, অতঃপাশ্চাত্যাদিগকে বহুকৌতুহলসম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন ।

\* \*

২। যুতবৎসার বা বক্ষ্যার পুত্র-লাভের জন্য জাপ্য-মন্ত্র ।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উক্তি এই যে,—‘যজ্ঞং দেবানাং’ সূক্তটী ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম অষ্টক,—সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গ ; ১ম মণ্ডল, ১৬ অনুবাক, ১০৭ সূক্ত, ১—৩ ঋক ) ত্রিশ সহস্র বার বিষ্ণু-মন্ত্রে জপ করিলে, যুতপুত্রার ও বক্ষ্যা রমণীর সপুত্র লাভ হয় । ঐ সূক্তের তিনটি মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে । মন্ত্র তিনটি এই—

ওঁ । যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যোতি স্তম্মাদিত্যাসো ভবতা মূলয়ন্তঃ ।

আ বোহর্বাচী স্তমতির্ব্বত্যাৎহোশ্চিৎতা বরিবোবিত্তাসং ॥

উপ নো দেবা অবসা গমন্তুঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তু য়মানাঃ ।

ইন্দ্র ইন্দ্রিযৈশ্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যেনো অদিতিঃ শশ্ব যংসং ॥

তম ইন্দ্রস্তদ্বরুণস্তদগ্নিস্তদর্য্যমা তং সবিতা চ নো ধাৎ ।

তমো মিত্রো বরুণো মামহস্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

সাধারণভাবে এই মন্ত্রত্রয়ের মৰ্ম্মার্থে পুত্র-লাভের প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয় না । তিনটি মন্ত্রেই বিমল স্তব্ধের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে । প্রথম মন্ত্রে ভগবানের প্রীতির জন্য আপনাদিগের কৰ্ম্মকে নিয়োগ করিবার, দেবতাব-সমূহের অধিকারী হইয়া সুখী হইবার

এবং দেবদেব উপজননসমর্থ স্মৃতি লাভ করিবার প্রার্থনা আছে । দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার প্রকাশ,—দ্বন্দ্বয়ে দেবভাব ক্রিয়ালীল হউক, কর্মসমূহের দ্বারা দেবগণ দ্বন্দ্বয়ে অবিস্তিত হউন এবং তাহার ফলে স্মৃৎসল অধিগত হউক । তৃতীয় মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার নিকট করুণা প্রার্থনা করিয়া দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আশ্বরক্ষার জন্ত উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে ।

এ পক্ষে এই তিনটি মন্ত্রে, কেবল পুত্র-লাভেরই বা আশা কেন, সকল আশাই পূর্ণ হইতে পারে । যে স্ত্রের কামনা করিয়া যে অশান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্র জপ করা হউক, তাহাতেই সাফল্য আসিবে আশা করা যায় । তবে ঋষিগণের উক্তি এই যে, এই তিনটি মন্ত্র জপ করিলে, মৃতবৎসার ও বক্ষ্যানারীর সুপুত্র লাভ হয় ।

\* \* \*

৩। বহুকন্যা-লাভের পর সুপুত্র-লাভের জাপ্য মন্ত্র ।

যাঁহারা পুনঃপুনঃ কন্যালাভ করিয়া, পুত্র-লাভের আশায় হতাশ হন, বংশ লোপ হইল বলিয়া দুঃখে ত্রিয়মাণ রহেন, তাঁহাদিগের জন্য ‘আ মনীষাং’ ইত্যাদি মন্ত্রযুক্ত বর্গটি ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গ ; ১ম মণ্ডল, ১৬ অনুবাক, ১১০ সূক্ত, ৬—৯ ঋক ) ত্রিশ সহস্র বার বিষ্ণুমন্ত্রের জপ করিবার বিধি আছে । ঐ বর্গে চারিটি মন্ত্র আছে । সেই মন্ত্র-চতুষ্টয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

৩। আ মনীষামন্তরিকস্য নৃভ্যঃ অশ্বেচব স্বতং জুহ্বাম বিঘ্ননা ।

তরনিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চিত্র ঋভবো বাজমরুহন্দিবো রজঃ ॥ ১ ॥

ঋভুর্ন ইন্দ্রঃ শবসা নবীয়ান্ভুর্ক্বাজেভির্ক্বহুভির্ক্বহুর্দদিঃ ।

যুস্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয়েভি তিষ্ঠেম পুংসুতীরস্বতাং ॥ ২ ॥

নিশ্চর্মণঃ ঋভবো গামপিংশত সম্বৎসেনাস্বজতা মাতরং পুনঃ ।

সৌধম্বনাসঃ স্বপস্তুয়া নরো জিত্বা যুবানা পিতরাকুণোতন ॥ ৩ ॥

বাজেভিনে। বাজসাতাববিড্যভূম। ইন্দ্র চিত্রমাদর্ষি রাধঃ

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহস্তামদিতিঃ শিকুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৪ ॥

\* \* \*

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

এই মন্ত্র-চতুর্ষ্টয় ঋতুদেবতার সম্বন্ধে বিনিয়ুক্ত। মানুষ হইয়াও বাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত, তাঁহারা ই ঋতুদেবতা। প্রথম মন্ত্রের মর্ম এই যে,—‘আমরা যেন ঋতুদেবগণের অনুসারী হইতে পারি।’ দ্বিতীয় মন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা—‘আমাদিগের মধ্যে দেবতাব আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুগণকে বিমর্দিত করুক।’ তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘ঋতুগণের অনুসরণে জ্ঞানোন্মেষ হয় ; ঋতুগণের আদর্শে সংকর্ষকারিণী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংকর্ষ-লাভন-প্রবৃত্তি সংসার-সংস্পর্শে জর্জরীভূত হৃদয়কে অভিনব শক্তি প্রদান করে।’ চতুর্থ মন্ত্রে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা জানান হইয়াছে—‘আদর্শ মনুষ্যগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া দেবতা আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন।’

এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া, পুত্রার্থী, ঋতুদেবগণের ঋয় পুত্র পাইবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বিস্তৃত আলোচনা, আমাদিগের ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতাতে প্রকাশিত আছে। বাহ্যল্যভয়ে এস্থলে তাহা পুনরুক্ত হইল না। অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

\* \* \*

৪। কন্যা-লাভের জাপ্য-মন্ত্র।

কেহ কেহ কন্যা-লাভের জন্মই আতমাত্র ব্যাকুল। তাঁহারা যদি ‘প্রাতরমিৎ’ প্রভৃতি সূক্তটী ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, সপ্তম মণ্ডল, ৪১ সূক্ত, ১-২ম ঋক ; পঞ্চম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গ ) শিবালয়ে অথবা জলে লক্ষবার জপ করিতে পারেন, অথবা লাজাহুতির ( থৈ দ্বারা আহুতি ) দ্বারা এক শত বার হোম করিতে পারেন, তাঁহারা অভীষ্টানুরূপ কন্যালাভে সমর্থ হন। কন্যার্থীর জাপ্য সেই মন্ত্র-কয়টী নিম্নে প্রকটিত হইল ; যথা—

ওঁ। প্রাতরমিৎ প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতশ্চিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা।

প্রাতর্ভগং পুষণং ব্রহ্মগম্পতিঃ প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং ইবেম ॥ ১ ॥

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হ্রবেম বয়ং পুত্রমদিতের্ষো বিধর্ষা ।

আশ্রুশ্চিহ্নং মন্যমানস্তবশ্চিদ্রাজা চিহ্নং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ২ ॥

ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদমঃ ।

ভগ প্র গো জনয় গোভিরশ্বেভগ প্র নৃভিনৃবন্ত্ৰাশ্রম ॥ ৩ ॥

উতেদানাং ভগবন্তঃ সান্যোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহাম্

উতোদিতা মঘবনং সূর্য্যশ্চ বয়ং দেবানাং হ্রমতো অশ্রম ॥ ৪ ॥

ভগ এব ভগবা অস্ত দেবাস্তে ন বয়ং ভগবন্তঃ অশ্রম ।

ত্বং ত্বা ভগ সর্ব্ব ইজ্জাহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ ॥ ৫ ॥

সমধ্বরাযোষসো নমস্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়

অর্কবাচীনং বহুবিদং ভগং নো রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্ত ॥ ৬ ॥

। । । । ।  
অশ্বাবতীর্গেমিতীন' উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছস্ত উদ্রাঃ ।

। । । । ।  
যুতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রণীতা যুগং পাত যন্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

\* \* \*

### মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য ।

এই সাতটি মন্ত্রে ধনজনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি পাইবার কামনা আছে। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—এই সাতটি মন্ত্র জপ করিলে কত্যা লাভ হয়। তাহার উক্তি,—

“প্রান্তরয়িং অপেং সূক্তং জলে লক্ষং শিবাংয়ে ।

কত্বার্থী লভতে কন্যাং লাক্ষাহত্যা শতং হনেনং ॥”

কিন্তু অপর কোনও কোনও ঋষির অভিমত এই যে,—পূর্বোক্ত সাতটি মন্ত্র প্রাতঃকালে প্রতিদিন জপ করিলে নানাবিধ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় ।

এ বিষয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উক্তি,—

“নিবেষ্টুকামো রোগার্ভো ভগসূক্তং অপেং সদা ।

নিবেশং বিশতি ক্ষিপ্রং রোগৈশ্চ পরিস্রুচ্যতে ॥”

এই সূক্তটি ভগ-দেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত। এই সূক্ত জপ করিলে ব্যাধি বিনাশ অবশ্যভাবী। পক্ষান্তরে কত্যালাভও ঘটিয়া থাকে।

\* \*

### মন্ত্রসপ্তকের ভাবার্থ ।

প্রথম মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান মাত্র আছে। অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ, অশ্বিনর, ভগদেবতা, পুষা, ব্রহ্মা, সোম এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে আহ্বান পূর্বক আহুতি দান করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রেও বিভিন্ন দেবতার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে দারুদ্র স্তোতা সন্তজনার ধন-সামর্থ্য প্রার্থনা কারয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্রে ভগদেবতাকে সম্বোধন-পূর্বক ধন-জন-ঐশ্বর্য্য-পুত্রাদির কামনা করা হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে ত্রিকালিক প্রার্থনায় স্মৃতি কামনা করা হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে ভগদেবতাকে এবং সকল দেবতাকে আহ্বান পূর্বক প্রার্থনাকারীর যজ্ঞে বা ক্রমে আহ্বান করা হইয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রদ্বয়ে সকল দেবতাকে আহ্বান পূর্বক স্বস্তি অর্থাৎ সুমঙ্গল প্রার্থনা করা হইয়াছে।

# জ্ঞান-বেদ ।

∴ ∴ ∴

## দীর্ঘায়ু-লাভের জাপা-মন্ত্র

দীর্ঘায়ু লাভের জন্য কাহার না আকাঙ্ক্ষা ? ‘দীর্ঘায়ু লাভ করি, শরীর নীরোগ থাকুক, অর্থ-সম্পদের অধিকারী হই’ ;—এ আকাঙ্ক্ষা মানুষ-মাত্রেই হৃদয়ে পোষণ করে ।

কিন্তু কলির জীব বিশ্বাস করিতে পারিবে না ! মন্ত্রজপে যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিত চিত্ত, সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারে কি ? পারিবে না তো নিশ্চয়ই ! তবে মরণের ক্রোড়ে যাহারা নিত্য শায়িত আছে, তাহাদের পক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হানি কি ?

বেদ বলিতেছেন, ঋষিগণও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—মন্ত্র-জপে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, শত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায় । বেদে যদি বিশ্বাস থাকে, শাস্ত্রবাক্যে যদি অনাস্থা না থাকে, একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখ না কেন ? শাস্ত্রে অবিশ্বাসী জনকে পরীক্ষা করিতে বলিতেছি না ; কিন্তু যাহারা শাস্ত্রে বিশ্বাসবান, তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন ;—যদি সফল প্রাপ্ত হন, তারম্বরে তাহা ঘোষণা করিবেন ।



শারীর-বিজ্ঞান—যত উন্নত-পরিপূর্ণই হউক—এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই । এখনও পরীক্ষার অবস্থাই চলিয়াছে । কেন-না, আজ বাহ্যিক ফলপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে । নূতনের পর নূতন পরীক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে দেখিতেছি ।

এরূপ অবস্থায় মন্ত্র-শক্তির শুভফল-লাভ-বিষয়ে পরীক্ষাই বা চলুক না কেন ? অনেক বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসককেও দেখিয়াছি ;—যখন ঔষধাদিতে কোনও ফল পাইলেন না, তখন তাঁহারা ভগবানের নাম স্মরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং নূতন ঔষধ প্রদানের সময় নিজেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন ।

\* \* \*

কোন কোন বেদ-মন্ত্র-জপে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, ঋষিগণের নির্দেশ অনুসারে, নিজে তাহার কয়েকটা মন্ত্র প্রকটন করিতেছি, যথা—

ওঁ । মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্জাতযক্ষ্মাহুত রাজযক্ষ্মাং ।

গ্রাহির্জিগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্মা ইন্দ্রায়ী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ১ ॥

যদি ক্ষিত্যয়ুর্যদি বা পেরতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব

তস্মা হরামি নিখাঁতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং শতশারদায় ॥ ২ ॥

সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুধা হাবষাহার্ষমেনম্ ।

শতং যথেমং শরদো নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্ত দূরিতস্ত পারম্ ॥ ৩

শতং জীব শরদৌ বর্দ্ধমানঃ শতং হেমস্তাঙ্কিতমু বসস্তান্ ।

শতমিত্রাদ্রাশী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ ॥ ৪ ॥

আহার্যং ত্বাবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্নব ।

সর্বান্স সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুষ্ট তেহবিদম্ ॥ ৫ ॥

( ৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়, ১২ বর্গ; ১০ম—১২অ—১৬১স্থ ) ।

\* \* \*

মন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ।

দীর্ঘায়ুঃ-লাভের জন্ত আপ্য এই যে মন্ত্র,—এতদ্বারা রাজযক্ষাদি দুরারোগ্য ব্যাধি পর্য্যন্ত নিবারিত হয় । এই সূক্ত জপপূর্বক ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে । মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—‘প্রজায়ুক্ত হইয়া প্রতিদিন তিন বার শিবালয়ে এই মন্ত্র জপ করিলে মানুষ শত বৎসর আয়ুঃ লাভ করে ।’

কিন্তু শাস্ত্রে, হুত্রগ্রন্থে, উল্লেখ আছে—এই সূক্ত জপে ব্যাধি-বিসৃক্তি ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ ঘটে ।

\* \* \*

মন্ত্র-পঞ্চকের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্র পঞ্চক—আত্মোবোধক । ‘আমি আমার ব্যাধিকে দূর করিতেছি ; আমি আমার আয়ুকে বৃদ্ধি করিবার জন্ত উদ্বেগ হইয়াছি’—ইত্যাদি সঙ্কল্প সহ অগ্নিতে আহুতি-প্রদান এই মন্ত্রের কর্ম্ম বলিয়া জানা যায় ।

প্রথম মন্ত্রে নিত্যক্ষয়প্রাপ্ত আপনাকে ( নিজে ) সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—এই হবির দ্বারা বা যজ্ঞসাধনভূত হোমের দ্বারা, নিত্যক্ষয়কারী অজ্ঞাত রোগকে আমি দেহ হইতে বিমুক্ত করিভেছি । উদ্দেশ্য—আমার আয়ুর্বৃদ্ধি । মন্ত্রে ‘অজ্ঞাত-যক্ষ্মাৎ’ পদ রহিয়াছে । তাহার মর্ম্ম এই যে,—‘যে ক্ষয়কারী ব্যাধি নিত্য নিত্য আমাদের জীবনকে ক্ষয় করিতেছে । মন্ত্রে ‘জীবনায়’ পদ আছে ; তাহার ভাব—জীবন-রক্ষার জন্ত, আয়ুর্বৃদ্ধির জন্ত । মন্ত্রে ‘হবিষা’ পদ আছে ; তাহার অর্থ—হবিঃপ্রদান-পূর্বক । তাব এই যে, হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয়ের দ্বারা । তবেই মন্ত্রের প্রথম অংশের ‘মুঞ্চাম’ হইতে ‘অজ্ঞাত যক্ষ্মাৎ’ পর্য্যন্ত অংশের ভাব হয় এই যে,—‘দিন দিন আপনা আপনাই কালবশে আমার যে আয়ুক্ষয় হইতেছে ; দেবোদ্যেগে হবিঃপ্রদান দ্বারা অথবা হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষণ দ্বারা আমি সেহ ক্ষয়কে নিবারণ করতোছি ।’ মন্ত্রের প্রথম পাদে আর আছে—‘উত রাজযক্ষ্মাৎ ।’ উহার মর্ম্ম এই যে, ‘ক্ষয়রোগ দ্বারা যদি

আমি আক্রান্ত হইয়া থাকি, এই উপায়ে তাহা হইতেও আমি মুক্তি লাভ করিব।’ মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রার্থনা—‘এবম্বিধ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ইন্দ্রাদি দেবতা ব্যাধিসূক্ত করুন ; তাঁহার পূজা গ্রহণ করুন।’

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘যদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষীণায়ু হয় অথবা ইহলোক হইতে লোকান্তরে প্রয়াণের মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়, অথবা যদি মৃত্যুর নিকটে উপনীত হয়, এবম্বিধ সেই পুরুষকে, আয়ুক্ষয়কারী পাপদেবতার কবল হইতে কিরাইয়া আনিয়া এক শত বৎসর জীবিত রাখিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন করি।’ মৃত্যুর কবল হইতে কিরাইয়া আনিয়া মানুষকে দীর্ঘায়ু করিবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—সহস্র-অঙ্কি-বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বতঃ দৃষ্টিসম্পন্ন, শতবর্ষ জীবন-প্রদাতা সেই ভগবান ইন্দ্রদেব, তাঁহার সংকল্পের সাহায্যের দ্বারা পোষণ করিয়া এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে শত বর্ষ আয়ুঃ প্রদান করুন। শতবর্ষ আয়ুলাভ করিয়া, এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেন সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়।

চতুর্থ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—ইন্দ্রাণিদেবের কৃপায় শত শরত, শত হেমন্ত, শত বসন্ত এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উপভোগে আম্রক অর্থাৎ সুখপ্রদ হউক, ইহার হবির দ্বারা অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা সবিভা ও বৃহস্পতি দেবতা ইহাকে শত আয়ু প্রদান করুন।’

পঞ্চম মন্ত্রের সঙ্কল্প এই যে,—‘হে ব্যাধিগ্রস্ত ! তোমাকে মৃত্যু-সকাশ হইতে কিরাইয়া আনিতেছি। তুমি অভিনব জীবন লাভ কর, তোমার সকল অঙ্গ, সকল চক্ষু, সকল আয়ুঃ পূর্ণভাবে বিরাজ করুক।’ ভাব এই যে,—‘আমি মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আয়ুস্থান ও সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং নীরোগ করিতেছি।’

\* \* \*

নীরোগিতা ও দীর্ঘায়ুলাভ জ্ঞা ঐ পাঁচটা মন্ত্র জপের বিধি আছে। যিনি স্বয়ং ঐ মন্ত্র-পঞ্চক জপ করিতে না পারিবেন, তাঁহার পিতৃদেব, গুরুদেব অথবা পুরোহিত ঐ মন্ত্রের দ্বারা আছতি-দান পূর্ব্বক তাঁহার ব্যাধিগ্রস্ত দেহে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রান্তর্গত ‘মুঞ্চামি’ পদের সাধকতা সেই দৃষ্টিতেই প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রে রোগগ্রস্তকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—‘তোমার রোগসমূহকে শরীর হইতে অপসৃত করিতেছি, তুমি নীরোগ হইলে, দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিলে।’ এবম্বিধ ভাবে পিতৃদেব গুরুদেব প্রভৃতি কর্তৃক যখন মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, সেই সময়, স্বয়ং মন্ত্র-জপে অসমর্থ হইলে রোগীকে মনে মনে ইষ্টনাম বা ভগবানের নাম জপ করিতে হইবে।

এ প্রসঙ্গে ইহাও সকলেরই জানিয়া রাখা কত্তব্য যে, কাহারও শুভ-সাধনের উদ্দেশ্যে দ্বিজাতিগণ কর্তৃক যখন বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইবে, সেই সময় যাহার শুভকামনায় মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র বা হরিনাম জপ করিতে হইবে। কেবল পুরোহিতের বা অস্ত্রের উপর কন্ধ্যের ভার অর্পণ করিয়া, নিজে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে মন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মন্ত্র-জপের সময় চিত্তকে ভগবানের প্রতি ত্রুস্ত রাখিতে হয়।

# জ্ঞান-বেদ

• —

## পুরুষ-সূক্ত

সর্বদেবার্চনার ফলপ্রাপ্তি-মূলক জাপ্য-মন্ত্র

—: :—

পুরুষ-সূক্ত মানুষের প্রধান জাপ্য-মন্ত্র । পুরুষ-সূক্ত জপ করিলে সকল দেবতার অর্চনার ফললাভ হয় । পুরুষ-সূক্ত জপের দ্বারা যে জন নারায়ণে পুষ্প জল প্রদান করেন, তৎকর্তৃক বিশ্বরূপ ভগবান্ অর্চিত হন । পুরুষ-সূক্ত জপের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ উক্তি আছে ।

\* \* \*

পুরুষ-সূক্তের তাৎপর্য ।

পুরুষ-সূক্তে ভগবানের অভিব্যক্তির চিত্র একটি । তিনি কিরূপে কি ভাবে প্রকাশমান আছেন, বিশ্বনাথ বিশ্বব্যাপিয়া কিরূপভাবে বিद्यমান রহিয়াছেন, তাঁহার বিরাট বিশাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উৎপাত-স্থিতি-নিলয় কেমনভাবে সংসারীত হইতেছে, পুরুষ-সূক্তের মন্ত্র-সমূহে তাহারই আভাস পাওয়া যায় ।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে, দৃষ্টি-শক্তির তারতম্যানুসারে, বিভিন্ন জন তাঁহাতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর সমাবেশ দেখিতে পাইতেছেন । ‘অঙ্কের হস্তি-

দর্শন’—আয়ের যে প্রবাদ-বাক্য আছে, পুরুষ-সূক্তের মন্ত্রের আলোচনায়, মানুষের দৃষ্টি-শক্তি সেইরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। হস্তী দেখিতে গিয়া, অন্ধ তাহার পদস্পর্শ করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—হস্তী স্তম্ভের আয়। আর একজন হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল,—হস্তী সূর্পের (কুলার) আয়। এক এক অঙ্গ দেখিয়া হস্তি-সম্বন্ধে এক এক জন এক এক রূপ কল্পনা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিল। তাহারা কেহই বুঝিতে পারে নাই—বিরাই যে হস্তী, ঐ হস্তপদাদি তাহার এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।

পুরুষ-সূক্তের মন্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের অন্ধ নয়ন আমাদের সেই সন্দেহদোলায় দোঁলুল্যমান করে।

মন্ত্রে ( পুরুষ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রে ) আছে,—

“যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্নত ।”

উহার সাধারণ অর্থ এই হয় যে,—‘যে পুরুষ প্রদত্ত হবির দ্বারা দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।’ তাহার পরই আছে—“বসন্তো অশ্বাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্নাঃ শরদ্ধবিঃ।” শব্দার্থের অনুসরণে উহার ভাব হয় এই যে,—‘সেই যজ্ঞ হইতে বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ আশ্বিন ইধ্না এবং হবিঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। এখানে শব্দার্থের অনুসরণে মূল-তত্ত্ব কিছুই অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং যিনি যেরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি ঐ অংশে সেইরূপ অর্থই অনুধাবন করিয়া গিয়াছেন।

পুরুষ-সূক্তের সপ্তম মন্ত্র,—

‘তং যজ্ঞং বহিষি প্রোক্ষন্ পুরুষঃ জাতমগ্রতঃ ।

তে দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥’

মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—‘সেই প্রথমজাত পুরুষকে পশুস্বরূপ বহিতে আছতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে দেবগণ এবং সাধ্য ও ঋষিগণ উৎপন্ন হন।

অষ্টম, নবম ও দশম মন্ত্রে প্রকাশ আছে—‘সেই যজ্ঞ হইতে সর্বভূত অগ্নি উৎপন্ন হন; তাহা হইতে ঋক সাম যজুঃ উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে অধ গো প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ সমস্তামূলক উক্তি প্রতি মন্ত্রেই পরিদৃষ্ট হয়।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিষয় পরিকল্পিত। তাঁহার মুখ, বাহু, উরু, পদ কি প্রকার—একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রে তাহার পরিকল্পনা দেখি। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্রে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, ভুলোক, দিক্‌সমূহ তাঁহাতে কি ভাবে অবস্থিত, সেই পরিচয় কল্পিত হইয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ মন্ত্রে তাঁহারই কৰ্ম্ম তাঁহারই দ্বারা কি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল মন্ত্রে অর্থান্তরে সেই পুরুষকে যজ্ঞের বলি প্রদানের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, অর্থান্তরে সৌর-জগতের উৎপত্তির কথা বিবৃত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে তাহার তন্ন তন্ন আলোচনার কোনও আবশ্যক দেখি না।

এই পুরুষ-সূক্তের মন্ত্র বিষম সমস্তাপূর্ণ। ইহাতে রূপকে সৃষ্টি-তত্ত্ব পরি-বর্ণিত। সেই রূপক ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন রূপে মন্ত্রের অর্থ উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি,—‘বেদ দৰ্পণ-স্বরূপ।’ স্ততরাং বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপ অর্থ নির্দিষ্ট হইতেছে। যাজ্ঞিক এক প্রকার অর্থ মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন; দার্শনিক আর এক প্রকারের অর্থ উহার মধ্য হইতে পরিগ্রহণ করিয়াছেন; বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ রূপান্তরে প্রকটিত হইয়াছে; জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে মন্ত্রে সৌরজগতের সৃষ্টি-রহস্য জ্যোতিষ তত্ত্ব উহার মধ্যে প্রতিভাত রহিয়াছে। যাহা হউক, পুরুষ-সূক্তের এই সকল মন্ত্রে সৃষ্টি-রহস্য এবং অক্ষর অভিব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সৃষ্টি এবং অক্ষর সম্বন্ধে সংসারে নানা মত প্রচলিত আছে। সৃষ্টির বা অক্ষর অনন্তত্ব মানুষের ধ্যান-ধারণায় আয়ত্ত হয় না। স্ততরাং উহার মধ্যে রূপ গুণ বিশেষণ এবং কাল বিভাগের ব্যবধান আবশ্যক হয়। অক্ষরকে যে নানা রূপ-গুণে বিভূষিত করা হয়, সে তাঁহার অনন্তত্ব ধারণায় আসে না বলিয়া। অক্ষর বর্ষ ঋতু মাস দিবা রাত্রি দণ্ড মুহূর্ত্ত প্রভৃতির ব্যবধানে কালকে যে খণ্ডিত করা হয়, সেও তাহার অনন্তত্ব ধারণায় আসে না বলিয়া।

সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও ঐ ভাব মনে করিতে হইবে। সৃষ্টির আদি কোথায়—নির্ণয় করিতে না পারিয়া, মানুষ তাহার একটা কাল নির্দেশের চেষ্টা পায়।

সৃষ্টি কিরূপে সাধিত হইতেছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, মানুষের সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান, সৃষ্টি-ক্রমের একটা কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়া নিত্য চলিয়াছে। সেই ক্রিয়া দর্শন করিয়া, আমরা আদি-ক্রিয়া নির্দেশ করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদি-ক্রিয়া নির্ণীত হয় না। ‘বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে’—এ যেমন চিরপ্রহেলিকাময়, সৃষ্টি-রহস্যও সেইরূপ গভীর সমস্তার বিষয়ীভূত।

তাই কেহ কহেন,—সৃষ্টির পূর্বের বিশ্ব জলময় ছিল; তাহাতে সৃষ্টি বীজরূপে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ আবার অন্তরূপ মত প্রকাশ করেন। নীহারিকা-বাদ, ক্রমবিকাশ-বাদ প্রভৃতি কত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই এ সম্বন্ধে আবিষ্কৃত হইয়াছে! বাহ্যলাভয়ে এখানে সে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। মৎ পণীত “পৃথিবীর ইতিহাস” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

এখানে এই পুরুষ-সূক্তে অর্থান্তরে সেই সকল প্রকার মতেরই আভাস প্রাপ্ত হইবেন। যে গবেষণার ফলে, সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে তত্ত্বই আবিষ্কৃত হউক না কেন, পুরুষ-সূক্তের মন্ত্রার্থে সেই তত্ত্বই আমনন করা যাইতে পারে। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে আমরা স্থূলভাবে পুরুষ-সূক্তের একটা মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

পুরুষ-সূক্ত-জপে, ভগবানের অনুধ্যানে, তিনি কি ভাবে বিধে বিস্ত্রমান আছেন, কেমনভাবে তাঁহার সৃষ্টি-ক্রিয়া সমাহিত হইতেছে,—এবম্বিধ তাঁহার মহিমার বিষয় মনে জাগ্রৎ হইবে। সেই অনুভাবনা লইয়া, পুরুষ-সূক্ত জপ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

চারি বেদেই পুরুষসূক্ত আছে। তবে বিভিন্ন বেদে পুরুষ-সূক্তের বিভিন্ন প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদ-সংহিতার অন্তর্গত পুরুষ-সূক্তের পাঁচটা মন্ত্রের বিষয়, এই ‘জ্ঞানবেদেরই’ প্রথম খণ্ডে ( ২২ ম পৃষ্ঠা হইতে ১৪০ম পৃষ্ঠা ) আলোচিত হইয়াছে। এখানে প্রথমে ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত পুরুষসূক্তের মন্ত্রগুলি যথাপর্যায় উদ্ধৃত করিতেছি। ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া ভক্তি-সহকারে ঐ সূক্ত জপ করুন; যে আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া মন্ত্র-জপে প্রবৃত্ত হইবেন ভগবদনুগ্রাহে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

ওঁ । সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

স ভূমিং বিশ্বতো ব্রহ্মাত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

পুরুষ এবাদং সর্বং যজুতং যচ্চ ভব্যম্ ।

উতামৃতত্বশ্চেশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘সহস্রশীর্ষাঃ’ ( অনন্তশিরঃভির্যুক্তঃ, অনন্তশক্তিশালী ) ‘সহস্রাক্ষঃ’ ( অনন্তচক্ষুসমবিতঃ, অনন্তজ্ঞানসম্পন্নঃ, সর্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ ) ‘সহস্রপাৎ’ ( সর্বত্রবিজ্ঞমানঃ, সর্বব্যাপকঃ ) ‘স পুরুষঃ’ ( স ভগবান্ ) ‘ভূমিং’ ( ব্রহ্মাণ্ডং ) ‘বিশ্বতঃ’ ( সর্বতোভাবেন ) ‘আ’ ( সমস্তাং, সর্বদিক্ ) ‘ব্রহ্মা’ ( পরিবেষ্টা ) ‘দশাঙ্গুলং’ ( অতিক্রুদ্রং হৃদদেশং, যদা,—ব্রহ্মাণ্ডং অতীতস্থানং ইত্যর্থঃ ) ‘অত্যতিষ্ঠৎ’ ( অতিক্রম্য বর্ততে ) । নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অগ্নঃ মদ্রঃ । সর্বঃ বিশ্বঃ ভগবতঃ একাংশেন অবস্থিতঃ ; স সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

অনন্তমন্তকবিশিষ্ট অর্থাৎ অনন্তশক্তিশালী, অনন্তচক্ষুবিশিষ্ট অর্থাৎ অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন ( সর্বজ্ঞ ), সর্বত্র বিজ্ঞমান অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সেই পুরুষ বা ভগবান্, ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে সকল দিক হইতে বেঁধেন করিয়া অতিক্রুদ্র হৃদদেশে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত স্থান অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞমান আছেন । ( এই মদ্রটী নিত্যসত্যতত্ত্ব-প্রখ্যাপক । ভাব এই যে,—সকল বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত ; তিনি সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বজ্ঞ ) ॥ ১ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পুরুষঃ’ ( ভগবান্ ) ‘এব’ ( হি ) ‘যৎ ভূতং’ ( উৎপন্নং জগৎ ) ‘চ’ ( তথা ) ‘যৎ ভব্যং’ ( ভবিষ্যজগৎ, অমৃতপন্নং, ভগবতি বর্তমানং, কারণাবস্থায় লীনং ইত্যর্থঃ ) ‘ইদং সর্বং’ ( বক্ষ্যমাণং বিশ্বং ) ভবতি, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি বা ইতি শেষঃ ; ‘উত’ ( অপিচ ) ‘যৎ’ ( যন্নাৎ ) ‘অগ্নেন’ ( শক্ত্যা, যশক্ত্যা ইত্যর্থঃ ) ‘অতিরোহতি’ ( অতিক্রমতি,—বিশ্বং ইতি যাবৎ ) তন্মাৎ স এব ‘অমৃতত্বশ্চ’ ( অমৃতত্ব ) ‘দৈশানঃ’ ( অদীশ্বরঃ, প্রদাতা ইত্যর্থঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ । অতীতানাগতবর্তমানঃ সৃষ্টিপ্রবাহঃ ভগবতঃ অংশঃ তথা তস্মিন্ বিদমানঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥



এতাবানস্তু মহিমাতে জ্যায়শ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহস্তু বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তায়ুতং দিবি ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ ।

পুরুষ বা ভগবানই উৎপন্ন জগৎ এবং অমৃতপন্ন বা ভবিষ্য ( কারণবহুয় লীন অথবা তাঁহাতে বর্তমান ) জগৎ—এই বক্ষ্যমাণ বিশ্ব হয়েন অর্থাৎ ব্যাপিরা আছেন। অপিচ, যেহেতু স্বশক্তির দ্বারা বিশ্বকে অতিক্রম করেন, সেই কারণেই তিনি অমৃত-প্রদাতা বা অমৃতের অধীশ্বর হয়েন। ( ভাব এই যে,—অতীত, অনাগত ও বর্তমান সৃষ্টিপ্রবাহ ভগবানেরই অংশ ; তাঁহাতেই সকল বিद्यমান আছে ) ॥ ২ ॥

\* \*

মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘এতাবান্’ ( ইমানি ভূতভবিষ্যৎবর্তমানরূপেণ স্থিতানি জগৎসৃষ্টিরূপকশ্রুণি ) ‘অস্ত’ ( ভগবতঃ ) ‘মহিমা’ ( সামর্থ্যানি, মহিমাবিশেষানি ইতি যাবৎ ) ভবতি ইতি শেষঃ ; ‘চ’ ( তু ) ‘পুরুষঃ’ ( ভগবান্ ) ‘অতঃ’ ( অস্তাঃ মহিমায়্যাঃ অপি ) ‘জ্যায়ান্’ ( অতিশয়েন অধিকঃ, মহত্তরঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ ; ‘বিশ্বা’ ( সর্বাণি, নিখিলানি ) ‘ভূতানি’ ( উৎপন্নানি বস্ত নি ) ‘অস্ত’ ( ভগবতঃ, তস্ত ইত্যর্থঃ ) ‘পাদঃ’ ( পদাশ্রিতানি, শাসনাধীনঃ ইত্যর্থঃ ) তিষ্ঠন্তে ইতি শেষঃ ; তথা ‘অস্ত’ ( ভগবতঃ, তস্ত ) ‘ত্রিপাৎ’ ( ত্রিগুণসাম্যং, গুণাতীতং ) ‘অমৃতং’ ( অমৃতত্বং ) ‘দিবি’ ( দ্বোতনাত্মকে স্বপ্রকাশে স্বরূপে, স্বর্গে ইতি ভাষা ) তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ ; গুণসাম্যং এব ভগবতা সহ সন্মিলনং অমৃতত্বং বা ইতি ভাষঃ । নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ভবতি ; তস্ত মহিমায়্যাঃ একাংশং এব বিশ্বরূপেণ প্রোচ্ছর্ভবতি ইতি ভাষঃ ॥ ৩ ॥

\* \*

বঙ্গানুবাদ ।

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-রূপে বিद्यমান এই জগৎসৃষ্টি রূপ কর্মসমূহ সেই ভগবানের মহিমা-বিশেষ ; কিন্তু ভগবান্ এই মহিমা হইতেও মহত্তর ; অপিচ, যিনি আপনায় শক্তির দ্বারা বিশ্বকে অতিক্রম করেন, সেই ভগবানই অমৃতের অধীশ্বর বা অমৃতদাতা। সেই ভগবানের ত্রিগুণাতীত অমৃতত্ব দ্বোতনাত্মক স্বপ্রকাশে—তাঁহার স্বরূপে বিद्यমান আছে ; অর্থাৎ ত্রিগুণসাম্যই ভগবানের সহিত সন্মিলন বা অমৃতত্ব ( মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক । ভাব এই যে,—অমৃত-প্রাপক ভগবান অসীমশক্তিসম্পন্ন ; তাঁহার মহিমার একাংশ-মাত্র বিশ্বরূপে প্রোচ্ছর্ভ । ) ॥ ৩ ॥

\* \*

ত্রিপাদুর্ক উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্তোহাভবৎ পুনঃ ।

ততো বিষ্ণুং ব্যক্রামৎশাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥

তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ ।

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভুমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

মৰ্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পুরুষঃ’ ( ভগবান্ ) ‘ত্রিপাৎ উর্কঃ’ ( ত্রিগুণঃ অতিক্রম্য, ত্রিগুণাতীতঃ সন্ ) ‘উদৈৎ’ ( তিষ্ঠতি, বর্ততে ) ; ‘পুনঃ’ ( অপিচ ) ‘অস্ত’ ( তস্ত ভগবতঃ ) ‘পাদঃ’ ( অংশঃ, প্রভাবঃ ) ‘ইহ’ ( জগতি, ত্রিগুণাত্মকে জগতি ইত্যর্থঃ ) ‘অভবৎ’ ( বর্ততে ) ; ‘ততঃ’ ( তস্মাৎ ) ‘শাশনানশনে’ ( অশনে তথা অনশনে সহ, ভোজনাদিব্যাপারযুতং বিজুতং বা, সচেতনং তথা অচেতনং, সৰ্বং সৃষ্টবস্তুং ইত্যর্থঃ ) ‘বিষ্ণুং’ ( সৰ্বং বিশ্বং ) ‘অধি’ ( অভিলাষ্য, অধিকৃত্য ) ‘ব্যক্রামৎ’ ( ব্যাপ্নোতি, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ) । নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । ভগবৎসত্ত্বা বিধে অমুখ্যতা ভবতি, অপিচ ভগবান্ বিশ্বং অতিক্রম্য অপি বর্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

\* \* \*

বঙ্গাহুবাদ ।

ভগবান্ ত্রিগুণাতীত হইয়া বর্তমান আছেন ; অপিচ, তাঁহার অংশ বা প্রভাব ত্রিগুণাত্মক জগতে বর্তমান আছে ; তাঁহা হইতে চেতন অচেতন সকল সৃষ্ট বস্তু সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া ( অধিকার করিয়া ) অবস্থিত আছে । ( মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক । তাব এই যে,—ভগবৎসত্ত্বা বিধে অমুখ্যত আছে ; অপিচ, ভগবান্ বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াও বর্তমান আছেন । ) ॥ ৪ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘তস্মাৎ’ ( আদিপুরুষাৎ ) ‘বিরাট্’ ( পরমজ্যোতির্ময়ঃ ব্রহ্মাণ্ডদেহঃ ) ‘অজায়ত’ ( উৎপন্নঃ অভবৎ ) ; ‘বিরাজো অধি’ ( বিরাড্‌দেহস্তোপরি, ব্রহ্মাণ্ডদেহে ) ‘পুরুষঃ’ ( আত্মা ) উৎপন্নঃ ভবতি ইতি শেষঃ ; পরমাত্মা বিশ্বাত্মরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রবিশতি ইত্যর্থঃ ; ‘স জাতঃ’ ( এবদ্ভূতঃ সঃ বিরাট্ পুরুষঃ এব ) ‘অত্যরিচ্যত’ ( অতিরিক্তঃ ভবতি, দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যাদিলোকঃ ভবতি ইত্যর্থঃ ) ; ‘পশ্চাৎ’ ( ততঃ ) ‘ভুমিং’ ( পৃথিবীং ) সৃজতি ইতি যাবৎ ; ‘অথ’ ( অনন্তরং ) ‘পুরঃ’ ( জীবানাং আশ্রয়স্থানং—দেহং ) সৃজতি ইতি শেষঃ । অগ্নিন্ মন্ত্রে সৃষ্টিক্রমঃ বিবৃতঃ । ভগবতঃ হি সৰ্বং জগৎ উৎপন্নং ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতম্বত ।

বসন্তো অশ্বাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ ।

সেই আদিপুরুষ হইতে পরমক্যোতিষ্ময় ব্রহ্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডদেহে আত্মা উৎপন্ন হইলেন, অর্থাৎ পরমাত্মা বিশ্বাত্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রবেশ করেন। তথাভূত সেই বিরাট পুরুষই—দেব-তির্য্যক-মহুশ্বাদি লোক-সকল হইলেন। তার পর, তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেন; অনন্তর জীবগণের আশ্রয়স্থান দেহ সৃজন করেন। (এই মস্ত্রে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। তাব এই যে,—ভগবান্ হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৫ ॥

\* \* \*

মহ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘যৎ’ (যন্নাৎ কারণাৎ—বদ্বিচ্ছাশক্ত্যা বিরাডজায়ত ইত্যর্থঃ) ‘পুরুষেণ’ (ভগবতা, তদ্বিচ্ছাশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) ‘হবিষা’ (পূজয়া) ‘দেবাঃ’ (ভগবদঙ্গীভূতাঃ গুণনিবহাঃ, ভগবতঃ বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘যজ্ঞং’ (সৃষ্টিপ্রবাহমূলং সংকর্ষ) ‘অতম্বত’ (আরদ্ধবস্ত); ‘অশ্ব’ (কর্মণঃ ফলস্বরূপস্ত) ‘বসন্তঃ’ (বসন্তঃ ঋতুঃ) তথা ‘আজ্যং’ (তৎকালমূলভং হবিঃ) ‘আসীৎ’ (অভবৎ); পুনঃ ‘গ্রীষ্মঃ’ (গ্রীষ্মঃ ঋতুঃ) তথা ‘ইধ্মঃ’ (তৎকালমূলভং ইক্ষনং) ‘আসীৎ’ (উৎপন্নং অভবৎ); তথা ‘শরৎ’ (শরৎ ঋতুঃ) তথা ‘হবিঃ’ (তৎকালোচিতং হবনীয়ং, ফলশস্তাদিকং) ‘আসীৎ’ (উৎপন্নং অভবৎ) ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—স্বভাবানুপ্রাণিতস্ত কর্মফলস্ত প্রভাবেণ অভ্যুত্থানরূপাঃ ঋতবঃ তথা আবশ্যকানুরূপাণি বস্তু নি সঞ্জায়ন্ত। ভগবদ্বিচ্ছয়া ইহসংসারে যঃ কর্মপ্রবাহঃ প্রবহমানঃ তেন স্তরগতঃ সৃষ্টিকার্য্যঃ সমাহিতঃ ভবতি ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

যে কারণে অর্থাৎ যে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিরাট্ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ভগবানের সেই ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা, দেবগণ (ভগবানের অঙ্গীভূত গুণনিবহ) সৃষ্টিপ্রবাহমূল সংকর্ষ আরম্ভ করেন। সেই কর্মের ফলস্বরূপ বসন্ত ঋতু এবং তৎকালোচিত হবিঃ উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং গ্রীষ্ম-ঋতু ও তৎকালোচিত ইক্ষনাদি উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং শরৎ ঋতু ও তৎকালোচিত হবনীয় ফলশস্তাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। (তাব এই যে,—স্বভাবের প্রভাবে অভ্যুত্থানরূপ ঋতুসমূহ এবং আবশ্যকানুরূপ বস্তুসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ, ভগবানের ইচ্ছানুসারে সংসারে যে কর্মপ্রবাহ প্রবাহিত, তদ্বারাই স্তরগত সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হইতেছে) ॥ ৬ ॥

\* \* \*

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্নতঃ ।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

মর্শামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নতঃ জাতং’ ( পূর্বজং ) ‘যজ্ঞং’ ( যজ্ঞসাধনভূতং ) ‘তং’ ( সর্বব্যাপিনং ) ‘পুরুষং’ ( বিশ্বরূপেণ বিরাজমানং বিশ্বেশ্বরং ) ‘বর্হিষি’ ( মানসে যজ্ঞে ) দেবাঃ ‘প্রৌক্ষন্’ ( প্রোক্ষিতবস্ত, পুনঃপুনঃ উৎসর্গীকৃতবস্ত ) ; ‘তেন’ ( পুরুষাদীভূতেন দ্রব্যেণ ) ‘দেবাঃ’ ( দেববিত্ততয়ঃ ) ‘অযজন্ত’ ( পুনরপি পূজায়াঃ প্রবৃত্তাঃ সন্তি ) ; ‘চ’ ( তথা ) ‘যে’ ( প্রসিদ্ধাঃ ) ‘সাধ্যাঃ’ ( সৃষ্টিসাধনযোগ্যাঃ সাধবঃ ) ‘ঋষয়ঃ’ ( মন্ত্রদ্রষ্টারঃ সন্তি ) ‘তে’ ( সর্কেহপি ) অযজন্ত ভগবৎ-পূজায়াং ব্যাপ্তাঃ অভবন্ ইতি শেষঃ । কৰ্ম্মপ্রবাহাঃ নিতরাং প্রবহন্তি ; তেনৈব সৃষ্টিঃ জায়তে, কৰ্ম্মণা সহ সৃষ্টেঃ সৰ্ব্বদং অভিন্নং ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অথবা,

‘অগ্নতঃ জাতং’ ( আদৌ উৎপন্নং ) ‘যজ্ঞং’ ( যজ্ঞরূপং কৰ্ম্মরূপং বা ) ‘তং’ ( সর্বব্যাপিনং ) ‘পুরুষং’ ( আদিদেবং ) ‘বর্হিষি’ ( যজ্ঞকৰ্ম্মণি ) ‘প্রৌক্ষন্’ ( স্বয়মেব স্বাত্মানং উৎসর্গীকৃতবান্ ইতি ভাবঃ ) । ‘তেন’ ( তেন কৰ্ম্মণা, যজ্ঞেন বা ) ‘দেবাঃ’ ( দেবগণাঃ ভগবদ্বিত্ততয়ঃ ইত্যর্থঃ ) ‘অযজন্ত’ ( উৎপাদিতবস্ত ) ; ‘চ’ ( তথা ) ‘যে’ ( সর্কে ) ‘সাধ্যাঃ’ ( সাধকাঃ ) ‘ঋষয়ঃ’ ( মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ঋষয়ঃ ) উৎপন্নঃ বভূবুঃ ইতি শেষঃ । অনেন মন্ত্রেণ সৃষ্টিক্রমং প্রদর্শিতং । আদৌ পরমপুরুষঃ তদনন্তরং তস্ত মানসকল্পনয়া সহ পর্য্যায়েন দেবাঃ তথা সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ জায়ন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

\* \* \*

বঙ্গামুবাদ ।

পূর্বজ যজ্ঞসাধনভূত সেই সর্বব্যাপী বিশ্বরূপে বিরাজমান বিশ্বেশ্বরকে মানস-যজ্ঞে দেবগণ পুনঃপুনঃ উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন । সেই পুরুষের অঙ্গীভূত দ্রব্যের দ্বারা দেবগণ ( দেববিত্ততীসমূহ ) পুনরপি দেবপূজায় প্রবৃত্ত হন ; এবং যে প্রসিদ্ধ সৃষ্টি-সাধনযোগ্য ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন । ( ভাব এই যে,—কৰ্ম্ম-প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে । তদ্বারাই সৃষ্টি-কার্য সাধিত হইতেছে । কৰ্ম্মের সহিত সৃষ্টির অভিন্ন সৰ্ব্বদং ) ॥ ৭ ॥

অথবা,

আদিত্তে উৎপন্ন যজ্ঞ বা কৰ্ম্মরূপ সেই সর্বব্যাপী আদিদেবতা, আপনিই আপনাকে যজ্ঞকৰ্ম্মে উৎসর্গীকৃত করেন । সেই কৰ্ম্মের বা যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ উৎপন্ন হন ; তার পর

তন্মাদ্বজ্ঞাৎ সৰ্ব্বভূতঃ সঙ্কৃতং পৃষদাজ্যম্ ।

পশুন্তীশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥

সাধক এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের উৎপত্তি ঘটে । ( এই মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টিক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে ।  
ভাব এই যে,—আদিতে পরমপুরুষ স্বপ্রকাশ হন ; তাঁহার পর তাঁহার মানসকল্পনার দ্বারা  
পর্যায়ক্রমে দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণের উৎপত্তি ঘটে ) ॥ ৭ ॥ \*

\* \* \*

মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘সৰ্ব্বভূতঃ’ ( সৰ্বৈঃ সৎকৰ্ম্মভিঃ পুঞ্জিতঃ ভগবান্ ) ‘তন্মাদ্’ ( সৃষ্টিকারণাৎ ) ‘যজ্ঞাৎ’  
( কৰ্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ ) ‘পৃষদাজ্যং’ ( সৰ্ব্বৈবাং ভোগ্যজাতং দ্রব্যং ইত্যর্থঃ ) ‘সঙ্কৃতং’ ( উৎপন্নং  
কৃতবান্ ইত্যর্থঃ ) ; অতঃপর ‘তান্’ ( সৰ্ব্বান্ ) ‘বায়ব্যাং’ ( খেচরান্ ) ‘আরণ্যান্’  
( অরণ্যাচারিণঃ ) ‘পশুন্’ ( প্রাণিনঃ ) ‘চক্রে’ ( উৎপাদিতবান্ ) ; তথা ‘যে চ’  
( সৰ্ব্বে ) ‘গ্রাম্যা’ ( মনুষ্যানয়ঃ প্রাণিনঃ ) সঞ্জায়ন্তে ইতি শেষ । অরং ভাবঃ—কৰ্ম্মণা  
ভগবদ্ব্যভূতাঃ সৃষ্টবস্ত্রনিবহাঃ তথা সৰ্ব্বে প্রাণিনঃ উৎপাদিতবস্ত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

সকল সংকৰ্ম্মের দ্বারা সম্পূজিত ভগবান্, সৃষ্টি-কারণভূত যজ্ঞ বা কৰ্ম্ম হইতে সকলভোগ্য-  
জাত দ্রব্যকে উৎপন্ন করেন ; ভদ্রনস্তর সৰ্ব্ববিধ খেচর ও অরণ্যাচারী প্রাণিগণের সৃষ্টি করেন ;  
এবং মনুষ্যাদি সকল গ্রাম্য-প্রাণী উৎপাদিত হয় । ( ভাব এই যে, কৰ্ম্মের দ্বারা  
ভগবানের অদীভূত সৃষ্টবস্ত্রসমূহের এবং সকল প্রাণীর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল ) ॥ ৮ ॥ †

\* ভাবান্তরে উপলব্ধ হয়,—এই মন্ত্রে সৌরজগতের উৎপত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে ।  
সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সূর্য্যের সমাবেশে সৌরজগৎ যে ভাবে গঠিত হয়, এখানে তাহাই ব্যক্ত আছে ।

† এই মন্ত্রে নৌহারিকা-বাদের ভাব পরিগ্রহণ করা যায় । প্রথমে সৌরমণ্ডল সৃষ্ট  
হওয়ার বর্ণাপর্য্যায় তুচ্ছ খেচর প্রভৃতি প্রাণীর এবং উদ্ভিদাদির উদ্ভব হইয়াছিল, মন্ত্রের  
অর্থান্তরে এবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

তস্মাদযজ্ঞাৎ সৰ্ব্বহৃত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে ।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদযজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥

তস্মাদাশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ ।

গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মান্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ং ॥ ১০ ॥

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘সৰ্ব্বহৃতঃ’ ( সৰ্ব্বৈঃ সংকৰ্ম্মভিঃ পুঞ্জিতস্ত ভগবতঃ ) ‘তস্মাৎ’ ( সৃষ্টিকারণাৎ ) ‘যজ্ঞাৎ’ ( কৰ্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ ) ‘ঋচঃ’ ( ঋক্সত্রাঃ, যদ্বা—কবিতাঃ ) তথা ‘সামানি’ ( সামমন্ত্রানি, যদ্বা—গানসমূহাঃ ) ‘জজ্ঞিরে’ ( অভবন্ ) ; ‘তস্মাৎ’ ( যজ্ঞাৎ, কৰ্ম্মণঃ ) ‘ছন্দাংসি’ ( গায়ত্র্যাদি-ছন্দোনিবহাঃ ) ‘যজ্ঞিরে’ ( অভবন্ ) ; ‘তস্মাৎ’ ( যজ্ঞাৎ, কৰ্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ ) ‘যজুঃ’ ( যজুৰ্ম্মত্রাঃ, যদ্বা—গতানি ইতি যাবৎ ) ‘অজায়ত’ ( সজায়ন্তে ইত্যর্থঃ ) ॥ ৯ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

সকল সংকৰ্ম্মের দ্বারা সম্পূজিত ভগবান্ হইতে অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টিকারণভূত যজ্ঞ বা কৰ্ম্ম হইতে, ঋক্সত্রসমূহ অথবা কবিতা এবং সামমন্ত্রসমূহ অর্থাৎ গানসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল ; সেই যজ্ঞ-কৰ্ম্ম হইতেই গায়ত্র্যাদি ছন্দের উদ্ভব ঘটে ; আবার সেই যজ্ঞ-কৰ্ম্ম হইতে যজুৰ্ম্মত্র অর্থাৎ গণ্ডসমূহ সজাত হয় ॥ ৯ ॥ \*

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘তস্মাৎ’ ( যজ্ঞাৎ, কৰ্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ ) ‘অশ্বাঃ’ ( অশ্বসমূহাঃ, চতুষ্পদাঃ প্রাণিনঃ, যদ্বা—জানরশ্মরঃ ইত্যর্থঃ ) ‘অজায়ন্ত’ ( উৎপন্নঃ বভূবুঃ ) ; ‘চ’ ( তথা ) ‘যে কে’ ( তদতিরিক্তাঃ ) ‘উভয়াদতঃ’ ( উন্নতস্তরগতাঃ তথা নিম্নস্তরগতাঃ প্রাণিনঃ, যদ্বা—জানাজানং ইত্যর্থঃ ) ‘অজায়ন্ত ইতি শেষঃ । ‘তস্মাৎ’ ( যজ্ঞাৎ, কৰ্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ ) ‘গাবঃ’ ( গবাদয়ঃ, জান-

\* এই মন্ত্ৰের অর্থে ‘ছন্দসমূহ’ বলিতে গ্রহনক্ষত্রাদি, ‘ঋক্’ বলিতে ভূলোক, ‘যজুঃ’ বলিতে অন্তরিক্স-লোক এবং ‘সাম’ বলিতে স্বর্গলোক অর্থ—একজন ব্যাখ্যাতা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন

|       |       |  
যং পুরুষং ব্যদধুঃ কতিথা ব্যকল্পয়ন্ ।

|       |  
মুখং কিমস্ত কো বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে ॥ ১১

বিরণানি) ‘জজিরে’ (অভবন্); ‘হ’ (তথা) ‘তস্মাৎ’ (যজ্ঞাৎ, কৰ্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) ‘অজাবয়ঃ’ (ছাগাদে: পশবঃ তথা অবয়ববিশিষ্টা: অন্ত্রে প্রাণিনঃ, যদ্বা—গৰ্ভজ: তথা প্রকৃতিজ: জন্তুনিচয়: ইত্যর্থঃ) ‘জাতাঃ’ (সজ্জাতা:, অভবন্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

সেই যজ্ঞ বা কৰ্ম্ম হইতে অর্থ অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণিসমূহ অথবা জ্ঞানরশ্মি উৎপন্ন হয়। অপিচ, তদ্বিতরিত্ত উন্নতস্তরগত এবং নিম্নস্তরগত প্রাণিগণের অথবা জ্ঞানাজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। আবার সেই যজ্ঞ বা কৰ্ম্ম হইতে গবাদি বা জ্ঞানকিরণসমূহ উৎপন্ন হয় এবং সেই কৰ্ম্ম হইতেই ছাগাদি পশু ও অবয়ববিশিষ্ট অন্তরাণ্ড প্রাণী অথবা গৰ্ভজ ও প্রকৃতিজ জন্তুসমূহের উৎপত্তি ঘটে ॥ ১০ ॥ \*

\* \* \*

মৰ্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘যং’ (যদ্বা) ‘পুরুষং’ (পুরুষস্ত বিরটীকরণং) ‘ব্যদধুঃ’ (কল্পিতবস্ত) তদ্বা ‘কতিথা’ (কিংশিথা, কিস্প্রকারেণ অবস্থিতঃ সঃ পুরুষঃ ইতি) ‘ব্যকল্পয়ন্’ (তদেব কল্পিতবস্ত); ‘অস্ত’ (পুরুষস্ত) ‘মুখং’ (মস্তকং) ‘কিং’ (কিস্প্রকারং) তথা ‘বাহুঃ’ (বাহুদ্বয়ং) ‘কা’ (কিস্প্রকারং) তথা ‘উরু’ (উরুদ্বয়ং) ‘পাদৌ’ (চরণদ্বয়ং) ‘কৌ’ (কিস্প্রকারং) ইতি ‘উচ্যেতে’ (কথ্যেতে) । বিরটপুরুষস্ত কল্পনয়া সহ ওস্ত মুখবাহুপাদাদিঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ: নির্দিষ্ট: অভূৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

যখন বিরটি পুরুষকে কল্পনা করা হইল, তখন তিনি কি প্রকারে অবস্থিত ছিলেন, তাহাও কল্পিত হইয়াছিল। সেই পুরুষের মুখ বা মস্তক কি প্রকার, বাহুদ্বয় কি প্রকার, তাঁহার উরুদ্বয় এবং চরণদ্বয় কি প্রকার, তাহাও কথিত হইয়াছিল। (ভাব এই যে, বিরটি পুরুষের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখবাহুপাদাদি-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নির্দিষ্ট হইয়াছিল) ॥ ১১ ॥

\* কেহ কেহ এই মন্ত্রের ‘অস্মাঃ’ পদে গ্রহনক্ষত্র পরিপূর্ণ জগৎ, ‘উভয়ানতঃ’ পদে উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু, ‘গাবঃ’ পদে দিকসমূহ, ‘অজাবয়ঃ’ পদে গ্রহগণ প্রভৃতি অর্থ কল্পনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্ধাহু রাজন্তঃ কৃতঃ ।

উরু তদস্ত যদৈগ্ৰঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত ।

মুখাদিত্রশ্চামিশ্চ প্রাণাদায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘ব্রাহ্মণঃ’ ( ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞঃ ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাতিবিশিষ্টঃ জনঃ বা ) ‘অস্ত’ ( পুরুষস্ত ) ‘মুখঃ’ ( মস্তক-  
স্বরূপঃ ) ‘মাসীৎ’ ( বিজ্ঞাতে—কল্পিতঃ অভবৎ ইত্যর্থঃ ) ; ‘রাজন্তঃ’ ( ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাতিবিশিষ্টঃ  
লোকঃ ) ‘বাহুকৃতঃ’ ( বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ, বাহুরূপেণ পরিকল্পিতঃ অভবৎ ) ; ‘অস্ত’  
( পুরুষস্ত ) ‘যৎ’ ‘উরুঃ’ ( যঃ উরুদ্বয়ঃ ) ‘তৎ’ ( সঃ ) ‘বৈগ্ৰঃ’ ( বৈগ্ৰহজ্ঞাতিসম্পন্নঃ লোকঃ )  
কল্পিতঃ অভবৎ ইতি শেষঃ ; তথা ‘অস্ত’ ( পুরুষস্ত ) ‘পদ্ভ্যাং’ ( পাদাভ্যাং ) ‘শূদ্রঃ’ ( শূদ্রত্ব-  
জ্ঞাতিসম্পন্নঃ লোকঃ ) ‘অজায়ত’ ( জাতঃ, অভবৎ ইত্যর্থঃ ) । মনুজানাং জ্ঞাতিবিভাগঃ  
অস্ত বিরাটপুরুষস্ত অঙ্গাদিরূপেণ পরিকল্পিতঃ অভবৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বা ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, সেই বিরাট পুরুষের মুখ বা  
মস্তকস্বরূপ কল্পিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ, তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন । রাজন্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব-  
জ্ঞাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, সেই বিরাট পুরুষের বাহুরূপে পরিকল্পিত হয় ; অর্থাৎ, তাঁহার বাহু হইতে  
ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি । সেই পুরুষের যে উরুদ্বয়, তাহাতে বৈগ্ৰহজ্ঞাতিসম্পন্ন লোক পরিকল্পিত  
হইয়াছিল ; অর্থাৎ তাঁহার উরুদ্বয় হইতে বৈগ্ৰহের উৎপত্তি । আর, সেই পুরুষের পদদ্বয়  
হইতে শূদ্র অর্থাৎ শূদ্রত্বসম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন হয় । ( ভাব এই যে,—মনুষ্যগণের জ্ঞাতি-বিভাগ  
সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গাদি-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল ) ॥ ১২ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অস্ত’ ( তস্ত বিরাটপুরুষস্ত ) ‘মনসঃ’ ( মনসঃ সকাশাৎ ) ‘চন্দ্রমাঃ’ ( চন্দ্রদেবঃ ) ‘জাতঃ’  
( উৎপন্নঃ অভবৎ ) ; ‘চক্ষোঃ’ ( চক্ষুঃ সকাশাৎ ) ‘সূর্যঃ’ ( সূর্যদেবঃ ) ‘অজায়ত’ ( উৎপন্নঃ



<sup>|</sup>                      <sup>1</sup>                      <sup>|</sup>  
 নাভ্যা    আসীদন্তুরিষ্কং    শীর্ষে |    ত্রো:    সমবর্ত্ত

পদ্মাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রান্তথা লোকঁ । অকল্পয়ন ॥ ১৪ ॥

বহুব) ; 'চ' (অগিচ) তন্ত্ৰ পুরুষন্ত 'সুখাৎ' ( সুখমণ্ডলাৎ ) 'ইন্দ্রঃ' (ঐশ্বৰ্যাধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ )  
'চ' ( তথা ) 'অগ্নিঃ' ( জ্ঞানাদিগতিঃ অগ্নিদেবঃ ) তথা 'প্রাণাৎ' ( তন্ত্ৰ চৈতন্ত্ৰসকাশাৎ  
ইত্যর্থঃ ) 'বায়ুঃ' ( জীবানাং জীবনস্বরূপঃ প্রাণবায়ুঃ ইত্যর্থঃ ) 'অভবৎ' ( উৎপন্নঃ বহুব ) ।  
একৈকঃ দেবঃ তন্ত্ৰ পুরুষন্ত একৈকঃ অঙ্গরূপেণ প রিকল্পিতঃ অভবৎ ৷ ১৩ ৷

वक्षान्मुखात् ।

সেই বিরাট পুরুষের মন হইতে চন্দ্রদেব উৎপন্ন হন ; তাঁহার চক্ষু হইতে সূর্য্যদেবের উৎপত্তি ঘটে। আর, সেই পুরুষের মুখমণ্ডল হইতে ঐশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেব এবং জ্ঞানাধিপতি অগ্নিদেব সজ্জাত হন। আর, তাঁহার প্রাণ বা চৈতন্য সকাশ হইতে জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণবায়ু উৎপন্ন হয়। ( ভাব এই যে,—এক এক দেবতা তাঁহার এক এক অঙ্গরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিলেন। ) ॥ ১৩ ॥

बर्मानुसारिणी-व्याख्या ।

তত্ত্ব বিরাটপুরুষস্ত 'নাভ্যাঃ' ( নাভিপ্রদেশাৎ ) 'অন্তরিক্ষং' ( অন্তরিক্ষাদিলোকঃ ) 'আসীৎ' ( অভবৎ ) ; 'শীর্ষোঃ' ( শিরসঃ ) 'ভোঃ' ( হ্যালোকঃ, হ্যালোকাস্থিবাসিনঃ বা ) 'সমবর্ত্ত' ( উৎপন্নঃ অভবন্ ) ; অস্ত্র বিরাটপুরুষস্ত 'পদ্ম্যাং' ( পাদাভ্যাং ) 'ভূমিঃ' ( ভূলোকঃ ) উৎপন্নঃ বভূব ইতি শেষঃ ; তথা 'শ্রোত্রাৎ' ( শ্রবণেন্দ্রিয়াৎ ) 'দিশঃ' ( দিক্-সমূহাঃ ) 'তথা' ( এবং ) 'লোকান্' ( লোকসমূহাঃ ) 'অকল্পয়ন্' ( পরিকল্পিতাঃ অভবন্ ) ।  
বিরাটপুরুষস্ত নাভিরূপেণ অন্তরিক্ষং শীর্ষরূপেণ হ্যালোকং পাদরূপেণ ভূমিং শ্রোত্ররূপেণ দিশঃ এবং লোকাঃ পরিকল্পিতাঃ বভূবুঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

• • •

वर्षा सुवाप

সেই বিরাট পুরুষের নাভিপ্ৰদেশ হইতে অন্তরিকাদি লোকের উৎপত্তি হয়। তাঁহান্ন মস্তক হইতে ছালোক বা ছালোকের আধবাসিগণের উৎপত্তি ঘটে। আর, সেই

সপ্তাশ্বাসন্ পরিধয়ন্তিঃ সপ্ত সমিধ কৃতাঃ ।

দেবা যদযজ্ঞং তন্মানা অবধন্ পুরুষং পশুন্ ॥ ১৫ ॥

বিয়াট পুরুষের পদদ্বয় হইতে তুলোক উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিকসমূহ এবং লোকসমূহ কল্পিত হইয়াছিল। (ভাব এই যে,—সেই বিয়াট পুরুষের নাভিরূপে অন্তরিক্ষ, শীর্ষরূপে দ্ব্যলোক, পদদ্বয়রূপে ভূমি এবং শ্রোত্ররূপে দিকসমূহ ও লোকসকল পরিকল্পিত হয়।) ॥ ১৪ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অশ্ব’ (পুরুষস্ত প্রভাবাঃ ইত্যর্থঃ) ‘সপ্ত’ (স্বর্য়াদিঃ সপ্তলোকানাং) ‘পরিধয়ঃ’ (সীমানির্দেশকাঃ সন্তঃ, যদা,—তান্ লোকান্ আশ্বনঃ অন্তর্ভুক্তান্ কৃতা ইত্যর্থঃ) ‘আসন্’ (বিভক্তে); অপিচ, ‘জিঃ সপ্তঃ’ (ত্রিকালং, সপ্তলোকং চ) ‘সমিধকৃতাঃ’ (আশ্বনঃ পূজোপকরণং অঙ্গীভূতং বা কৃতা ইত্যর্থঃ) সঃ পুরুষঃ বিভক্তে ইতি শেষঃ; ‘যৎ’ (যস্মাৎ, তৎ অনুধ্যাত্বা ইত্যর্থঃ) ‘যজ্ঞং’ (সৎকৰ্ম্ম) ‘তন্মানাঃ’ (কুর্মাণাঃ) ‘দেবাঃ’ (দেবগণাঃ, তস্ত পুরুষস্ত বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘পুরুষং পশুং (অন্তর্জষ্টায়ং তং ভগবন্তং) ‘অবধন্’ (হৃদি বধন্তি, যদা—তস্মিন পুরুষে সংলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। অয়ং তাবৎ—পরমপুরুষস্ত প্রভাবং পূজাহঁতাং চ অনুধ্যাত্বা সম্ভাবাপন্নঃ জনাঃ ভগবতঃ অনুসারিণঃ অনুগামিনঃ চ ভবন্তি ইতি মৰ্ম্মার্থঃ ॥ ১৫ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

সেই পুরুষের প্রভাব-সমূহ স্বর্য়াদি সপ্তলোকের সীমানির্দেশক হইরা অর্থাৎ সেই লোকসমূহকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিভক্ত আছেন। অপিচ, ত্রিকালকে ও সপ্তলোককে আপনার পূজোপকরণ বা অঙ্গীভূত করিয়া, সেই পুরুষ বিভক্ত আছেন। তাহা অনুধাবন করিয়া, সৎকৰ্ম্মকারী দেবগণ অর্থাৎ সেই পুরুষের বিভূতিসমূহ, অন্তর্জষ্টা ভগবানকে হৃদয়ে বাধিয়া রাখেন অথবা সেই পুরুষে সম্যক্রূপে লীন হইলেন। (ভাব এই যে,—পরমপুরুষের প্রভাবের ও পূজাহঁতার বিষয় অনুধ্যান করিয়া, সম্ভাবাপন্ন জনগণ ভগবানের অনুসারী ও অনুগামী হইলেন) ॥ ১৫ ॥

\* \* \*

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধৰ্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্ ।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূৰ্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দেবাঃ’ ( দেবগণাঃ, ভগবদ্বিত্তয়ঃ ) ‘যজ্ঞেন’ ( সৎকৰ্ম্মণা ) ‘যজ্ঞঃ’ ( সৎকৰ্ম্ম—সৃষ্টি-প্রবাহরূপং ইতি যাবৎ, যদ্বা—সৃষ্টিক্রমেণ বিত্তমানং বিরাটপুরুষঃ ) ‘অযজন্ত’ ( পূজয়ন্ত, তন্ত ইচ্ছায়াঃ অনুসরণং কুৰ্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ ) ; তৎকৰ্ম্মণঃ ‘তানি’ ( প্রসিদ্ধানি ) ‘প্রথমানি’ ( মুখ্যভূতানি ) ‘ধৰ্ম্মাণি’ ( জগজ্জগৎবিকারাণাং ধারকানি ইমানি বিশ্বানি ইত্যর্থঃ ) ‘আসন্’ ( অতবন্, উৎপাদিতবন্ত ) ; কৰ্ম্মণা কৰ্ম্মফলরূপাঃ সৃষ্টিপ্রবাহাঃ সংসাধিতাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ ; ‘যত্র’ ( যস্মিন কৰ্ম্মণি ) ‘পূৰ্বে’ ( নিত্যকালং ) ‘সাধ্যাঃ’ ( সাধকাঃ, সাধনপরায়ণাঃ ) ‘দেবাঃ’ ( ভগবদ্বিত্তয়ঃ ) ‘সন্তি’ ( বিত্তস্তে ), তস্মিন কৰ্ম্মণি ‘মহিমানঃ’ ( মহাত্মানঃ, সম্বতাবাসিতাঃ ) ‘তে’ ( দেবাঃ, ভগবদ্বিত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ ) ‘সচন্ত’ ( সেবন্তে, বিলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ ) । যস্মাৎ দেবাঃ সম্বতাবাঃ বা সজ্জাতাঃ বভূবুঃ, তস্মিন সন্মিলনায় এব তেবাং প্রচেষ্টা বিত্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

দেবগণ অর্থাৎ ভগবদ্বিত্তয়সমূহ, সৎকর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহরূপ সৎকর্ম্মকে অথবা সৃষ্টিক্রমে বিরাটজমান বিরাট পুরুষকে পূজা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অনুসরণ করেন। সেই কর্ম্ম হইতে প্রসিদ্ধ মুখ্যভূত জগজ্জগৎবিকারসমূহের ধারক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল ; অর্থাৎ,—কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মফলরূপ সৃষ্টিপ্রবাহ সংসাধিত হইয়াছিল। যে কর্ম্মে নিত্যকাল সাধনপরায়ণ দেবগণ বা ভগবদ্বিত্তয়সমূহ বিত্তমান থাকেন, সেই কর্ম্মে সম্বতাবাসিত দেবগণ বা ভগবদ্বিত্তয়সমূহ নিত্য বিলয়প্রাপ্ত হইবেন। ( ভাব এই যে,—যাহা হইতে দেবগণ বা সম্বতাবসমূহ উৎপন্ন হন, তাহাতে সন্মিলনের জন্তই তাহাদের প্রচেষ্টা থাকে । ) ॥ ১৬ ॥

\* \* \*

এই পুরুষ-সুত সঙ্ক্ষে বক্তব্য ।

সৃষ্টি-ক্রিয়া যেমন প্রহেলিকাময়, মন্ত্রার্থও সেইরূপ প্রহেলিকায় পরিপূর্ণ। কত দিক হইতে কত ভাবে মন্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন কবির ক্ষেত্র ইহা নহে। এখানে বক্তব্য এই যে,—ভাবার্থ মাত্র অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই ভাবার্থ উপলব্ধির পক্ষে স্থূলভাবে মন্ত্রের একটা অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করিলাম।

## যজুর্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত ।

ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের পূর্বোক্ত বোলটি যন্ত্রের ( এই খণ্ড জ্ঞানবেদের ৮ম পৃষ্ঠা হইতে ১০০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) সঙ্গে সঙ্গে যজুর্বেদীয় পুরুষ-সূক্তে ( যজুর্বেদ-সংহিতা, ৩১শ অধ্যায়, ২২শ কণ্ডিকা ) অতিরিক্ত আরও ছয়টি মন্ত্র পঠিত হয় । সেই ছয়টি মন্ত্র পর পর প্রকাশিত হইল,—

অন্ত্যঃ সংভূতঃ পৃথিব্যৈ রসাত বিশ্বকর্ষণঃ সমবর্ততাগ্রে ।

তত্ত্ব ত্বষ্টা বিদধক্রাগমেতি তন্মর্ভস্ত দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭ ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥ ১৮ ॥

মর্ধ্যানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অন্ত্যঃ’ ( কারণবারিণঃ ) ‘সংভূতঃ’ ( উৎপন্নাত্মৈ ) ‘পৃথিব্যৈ’ ( ভূমে, জগন্নিমিত্তায়, লোকসৃষ্টার্থে ) ‘বিশ্বকর্ষণঃ’ ( সৃষ্টিকর্তৃঃ ) ‘রসাত’ ( অমৃতাত, মনসঃ, বদা—তদীয় মননক্রমেণ ইতি ভাবঃ ) ‘অগ্রে’ ( আদৌ ) ‘চ’ ( সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ইতি ভাবঃ ) ‘সমবর্ত্ত’ ( আরম্ভবান ) ; ‘তত্ত্ব’ ( বিশ্বকর্ষণঃ মনসা উৎপন্নঃ ) ‘ত্বষ্টা’ ( ত্রাণকর্তা, নিষ্পাতা বা ) ‘রূপং’ ( কার্যসাধনোপযোগিনিঃ মূর্ত্তিঃ ) ‘বিদধাৎ’ ( প্রাপ্তবান ) ; ‘তৎ’ ( তস্মাৎ স ত্বষ্টা ) ‘মর্ভাত্ত’ ( মরণশীলস্ত প্রাণিনঃ ) ‘আজানম্’ ( জ্ঞানঃ ) ‘অগ্রে’ ( প্রাক্ ) ‘দেবত্বং’ ( দেবগুণং ) ‘এতি’ ( গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ) । অয়ং ভাবঃ—সৃষ্টিসাধনার্থং প্রাগেব ত্বষ্টৃদেবঃ সম্ভূত্ব ॥ ১৭ ।

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

কারণবারি হইতে উৎপন্ন ভূমির বা জগতের নিমিত্ত অর্থাৎ লোকসৃষ্টির জন্ত বিশ্বকর্ষার মানসরূপ অমৃত হইতে অর্থাৎ তাঁহার মননক্রমে, প্রথমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় । সেই বিশ্বকর্ষার মানস হইতে উৎপন্ন ত্রাণকর্তা বিশ্বনিষ্পাতা ত্বষ্টা, কার্যসাধনোপযোগী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন ; এবং সেই ত্বষ্টা মরণশীল প্রাণিগণের জন্মের পূর্বেই দেবত্ব প্রাপ্ত হন । ( ভাব এই যে,—সৃষ্টিকার্যের জন্ত প্রথমে ত্বষ্টা-দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল । ) ॥ ১৭ ॥

\* \* \*

মর্ধ্যানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অহং’ ( আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ ) ‘এতৎ’ ( সৃষ্টেঃ কারণভূতং ) ‘মহান্তং’ ( মহিমান্বিতং, লৌকৈঃ বরণীয়ং ইত্যর্থঃ ) ‘পুরুষং’ ( পরমেশ্বরং ) ‘বেদ’ ( জ্ঞানাতী ) ; ‘আদিত্যবর্ণঃ’ ( পরম-

প্রজ্ঞাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে ।

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্তুভূবনানি বিশ্বা ॥ ১৯ ॥

জ্যোতির্ষঃ জ্ঞানাধারঃ ) ‘তমসঃ’ ( অজ্ঞানান্ধকারস্ত, অবিজ্ঞানঃ ) ‘পরন্তাৎ’ ( অতীতঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ । ভাবঃ—জ্ঞানিনঃ তং পশ্যন্তি ন চ জ্ঞানহীনাঃ । ‘তমেব’ ( একমেব ত্বং ) ‘বিনিত্য’ ( জ্ঞাত্বা ) ‘অতিমৃত্যুং এতি’ ( মৃত্যুং অতিক্রমতি, পরং ব্রহ্মাণং প্রাপ্নোতি ) ; ‘অয়নার’ ( মোক্ষার্থং, মুক্তিলভ্যায়—এতদ্ব্যতীতং ইত্যর্থঃ ) ‘অন্তঃ’ ( অন্তরঃ ) ‘পথ্য’ ( মার্গঃ ) ‘ন বিজ্ঞতে’ ( দ্বিতীয়ঃ ন অস্তি ) । ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা কদাচ মুক্তিঃ ন অধিগম্যতে—ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন জন, সৃষ্টির কারণভূত সকলের বরণীয় ( মহিমাম্বিত ) পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন । পরমজ্যোতির্ষের জ্ঞানাধার, অজ্ঞানান্ধকারের বা অবিজ্ঞানের অতীত হয়েন ; ( ভাবার্থ—জ্ঞানিগণ তাঁহাকে দেখিতে পান ; কিন্তু জ্ঞানহীনরা তাহাতে সমর্থ হয় না ) । একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হইয়া জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন । মুক্তিলভের নিমিত্ত এতদতিরিক্ত অস্ত্র পন্থা আর দ্বিতীয় কিছুই নাই । ( ভাব এই যে,—ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন কখনই মুক্তি অধিগত হয় না । ) ॥ ১৮ ॥

\* \* \*

মর্ধ্যানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘প্রজ্ঞাপতিঃ’ ( সর্কীয়া ভগবান্ ) ‘অন্তঃ’ ( আত্মস্থঃ ইত্যর্থঃ ) ‘অজায়মানঃ’ ( অমুৎপত্তমানঃ নিত্যঃ সন্ ) ‘গর্ভে’ ( গর্ভমধ্যে ) ‘চরতি’ ( প্রবিশতি, পরিভ্রমতি ) ; অপিচ, ‘বহুধা’ ( বহুরূপেণ, প্রপঞ্চরূপেণ ইত্যর্থঃ ) ‘বিজায়তে’ ( উৎপত্ততে ) ; ‘ধীরাঃ’ ( ব্রহ্মবিদাঃ ) ‘তস্ত’ ( প্রজ্ঞাপতে ) ‘যোনিং’ ( স্থানং, স্বরূপং ইত্যর্থঃ ) ‘পরিপশ্যন্তি’ ( জানন্তি ) ; ‘বিশ্বানি’ ( সর্কীণি ভুবনানি ভূতজাতানি এব ) ‘তস্মিন্ হ’ ( তস্মিন্বেব কারণাত্মনি ব্রহ্মণি ) ‘তস্তুঃ’ ( দ্বিতানি ভবন্তি ইতি শেষঃ ) । সর্কঃ এব ভগবতঃ আত্মভূতঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

সর্কীয়া ভগবান্ প্রজ্ঞাপতি আত্মস্থ এবং অমুৎপত্তমান অর্থাৎ নিত্য হইয়াও, গর্ভ-মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, এবং বহুরূপে অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপে উৎপন্ন হন । ব্রহ্মবিদগণ সেই ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন । বিশ্বভূবন অর্থাৎ ভূতজাত সকলই সেই কারণাত্মা ব্রহ্মে অবস্থিত আছে । ( ভাব এই যে,—সকলই ভগবানের আত্মভূত ) ॥ ১৯ ॥

যো দেবেভ্যো | আতপতি | যো দেবানাং | পুরোহিতঃ ।

পূৰ্বে | যো দেবেভ্যো | জাতো | নমো | রুচায় | ব্রাহ্মণ্যে ॥ ২০ ॥

রুচং | ব্রাহ্মং | জনয়ন্তো | দেবা | অগ্রে | তদব্রুবন্ ।

যঐশ্বেবং | ব্রাহ্মণো | বিদ্যান্তস্তু | দেবা | অসম্মশে ॥ ২১ ॥

মৰ্ম্মাগুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘যঃ’ ( প্রজাপতিঃ ভগবান্ ) ‘দেবেভ্যঃ’ ( দেবানাং দেবভাবানাং বা মধ্যে ইত্যর্থঃ ) ‘আতপতি’ ( ত্রোততে, যদ্বা—দেবান্ ত্রোতয়তি প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ ), অপিচ ‘যঃ’ ( ভগবান্ ) ‘দেবানাং’ ( দেবত্বসম্পন্নানাং ) ‘পুরোহিতঃ’ ( সৰ্ব্বকাৰ্য্যেবু পুরতঃ বৰ্ত্তমানঃ, নায়কঃ ইত্যর্থঃ ), তথা ‘যঃ’ ( ভগবান্ ) ‘দেবেভ্যঃ’ ( দেবতানাং মধ্যে, দীপ্তিদানাদিশৃণ্ণেবু বা প্রথমপ্রকাশমানঃ ভবতি ), ‘রুচায়’ ( দীপ্যমানায় ) ‘ব্রাহ্মণ্যে, ( ব্রহ্মাবয়বভূতায় ) ‘তস্মৈ’ ( ভগবতে ) ‘নমঃ’ ( নমস্কর, সৰ্ব্বতোভাবেন তং অনুসরণং কুরু ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

যে প্রজাপতি ভগবান্ দেবগণের বা দেবভাবসমূহের মধ্যে দীপ্তিমান হইলেন অথবা দেবগণকে প্রকাশিত করেন; অপিচ, যে ভগবান্ দেবগণের ( দেবত্বসম্পন্নগণের ) সকল কাৰ্য্যের পুরোভাগে বৰ্ত্তমান অর্থাৎ নায়ক হইলেন; আর, যে ভগবান্ দেবগণের মধ্যে ( দীপ্তিদানাদি শৃণ্ণ-সমূহের মধ্যে ) প্রথম প্রকাশমান আছেন; দীপ্যমান ব্রহ্মাবয়বভূত সেই ভগবানকে নমস্কার কর অর্থাৎ তাঁহার অনুসরণ কর ॥ ২০ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মাগুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘রুচং’ ( জ্যোতির্ভয়ং, দীপ্যমানং ) ‘ব্রাহ্মং’ ( ব্রহ্মাবয়বভূতং, ব্রহ্মণঃ উৎপন্নং জগৎ ইত্যর্থঃ ) ‘তং’ ( ইতি বাক্যং ) ‘জনয়ন্তঃ’ ( উৎপাদয়ন্তঃ, সৃষ্টিকারণভূতাঃ ইত্যর্থঃ ) ‘দেবাঃ’ ( দেবগণাঃ, ভগবদ্বিভূতঃ ) ‘অগ্রে’ ( নিত্যকালং ) ‘অব্রুবন্’ ( উচুঃ ); ভগবদনুসৃতং জ্ঞানং সৃষ্টিতত্ত্বং বিজ্ঞাপয়তি ইতি ভাবঃ । হে ভগবন্ । ‘যঃ ব্রাহ্মণঃ’ ( যঃ ব্রহ্মবিৎ ) ‘যা’ ( যাং ) ‘এবং’

ত্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পদ্ম্যারহোরাহ্নে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্ম

ইক্ষণ্মিবাণামুং ম ইষাণ সৰ্বলোকং ম ইষাণ ॥ ২২ ॥

(এবম্প্রকার, স্বরূপে ইত্যর্থঃ) ‘বিজ্ঞাৎ’ (জানীয়াৎ) ‘দেবাঃ’ (দেবগণাঃ, ভগবন্বিভূতমঃ ইত্যর্থঃ) ‘তত্ত’ (ব্রাহ্মণস্ত) ‘বশে আসন্’ (বলীভূতাঃ ভবন্তি)। সৎকৰ্ম্মাদিনা সহ ব্রহ্মবিৎ জগৎপূজ্যঃ ভবতি যোক্ষং চ প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

জ্যোতিষ্ময় দীপ্যমান ব্রহ্মাবয়বভূত ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি—এই বাক্য, সৃষ্টি- কারণভূত দেবগণ অর্থাৎ দেববিভূতি-সমূহ নিত্যকাল ব্যক্ত করেন। (ভাব এই যে,— ভগবদ্ব্যবহৃত জ্ঞানই সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করে)। হে ভগবন্! যে ব্রহ্মবিৎ আপনাকে এবম্প্রকার অর্থাৎ স্বরূপে অবগত হয়েন, দেবগণ বা দেববিভূতিসমূহ তাঁহার বলীভূত হন। (ভাব এই যে, সৎকৰ্ম্মাদির দ্বারাই ব্রহ্মবিৎ জগৎপূজ্য হয়েন এবং যোক্ষ লাভ করেন) ॥ ২১ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে ভগবন্! ‘ত্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ’ (সম্পৎ-সৌন্দর্য্য-রূপিণী) য়ে) ‘তে’ (তব) ‘পদ্মৌ’ (অজীভূতে জায়ে) বিজ্ঞেতে ইতি যাবৎ। ‘চ’ (তথা) ‘দহোরাহ্নে’ (দ্বিনিশে) ‘পার্শ্বে’ (পার্শ্বস্থানীয়ে স্থঃ) ভবতঃ উভে পার্শ্বে বিজ্ঞেতে ইতি ভাবঃ; ‘নক্ষত্রাণি’ (গগনগাঃ তারাঃ) তব ‘রূপং’ (মহিমা-প্রকাশিকাঃ) ভবন্তি ইতি শ্বেষঃ। অপিচ ‘অশ্বিনৌ’ (জ্বাপৃথিব্যৌ, দ্ব্যলোকভুলোকৌ) তব ‘ব্যাত্মং’ (মুখস্থানীয়ে) বিজ্ঞেতে ইত্যর্থঃ। হে ভগবন্! ত্বং ‘ইক্ষন্’ (জ্ঞাৎ ইক্ষন্, জ্ঞাৎ প্রাপ্তুমিচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ) ‘ম’ (মম) ‘অমুং’ (পরলোকেহপি) ‘ইষাণ’ (ঈশ্বরঃ, পালকঃ ভব ইতি শ্বেষঃ)। হে ‘ইষাণ’ (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন)। ‘ম’ (মম) ‘সৰ্বলোকং’ (সৰ্ববাস্তবায় ইতি ভাবঃ) ‘ইষাণ’ (পালকঃ) ভব ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্! সম্পৎ এবং সৌন্দর্য্য আপনার অজীভূত আছে; এবং দ্বিনিশি আপনার পার্শ্বস্থানীয় হয় অর্থাৎ আপনার উভয় পার্শ্বে বিজ্ঞমান। গগনচারী নক্ষত্র-সমূহ আপনার রূপ বা মহিমা-প্রকাশক। আরও, জ্বাপৃথিবী দ্ব্যলোকভুলোক আপনার মুখস্থানীয়। হে ভগবন্! আপনি আপনার প্রাপ্তকামো আমার পরলোকের ঈশ্বর বা পালক হউন। হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন! আপনি আমার সৰ্ববাস্তবায় পালক ও রক্ষক হউন ॥ ২২ ॥

## অথর্ববেদীয় পুরুষ-সূক্ত ।

অথর্ববেদ-সংহিতার ঊনবিংশ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তে একটি পুরুষ-সূক্ত আছে। সেই পুরুষ-সূক্তটি ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের ষোলটি মন্ত্রের আয় উহাতেও ষোলটি মন্ত্র আছে। উভয়ত্র পাঠ প্রায় অভিন্ন। মধ্যে মধ্যে সামান্য পাঠ-ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। যেমন ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ‘সহস্রাণীষাঃ’ স্থলে অথর্ববেদে ‘সহস্রবাহুঃ’ পাঠ দৃষ্ট হয় ; ইত্যাদি।

কিন্তু অথর্ববেদীয় পুরুষ-সূক্ত বলিয়া আরও তেত্রিশটি মন্ত্র প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত হইতে অথর্ববেদীয় সেই পুরুষ-সূক্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উহার প্রথম কয়েকটি মন্ত্রে সেই পুরুষ-সূক্তে মানুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় সেখানে পরিদৃষ্ট হয়। সেই পরিচয়ে ভগবানের মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মন্ত্রের প্রথমেই আছে,—‘কে পার্ষী আভূত পুরুষস্ত?’ অর্থাৎ, কে সেই পুরুষের বা মানুষের ‘পার্ষী’ (গোড়ালির নিম্নভাগ) সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন? এই একটি প্রশ্নেই ভগবানের মহিমার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। পদতলের পার্শ্ব একজনের নয়, অসংখ্য মানুষের। কেবল মানুষেরই বা বলি কেন, অনন্ত কোটি প্রাণীর মধ্যে তিনি অস্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার এ মহিমার কি ভুলনা আছে?

এইরূপ, মন্ত্রের প্রথম চরণে আছে,—“কেন মাংসং সন্ততং কেন গুল্ফৌ।” এমন মহিমাম্বিত সে কে তিনি, যিনি পুরুষের বা প্রাণীর দেহে মাংসের ও গুল্ফদ্বয়ের সমাবেশ করিয়াছেন? এইরূপ, প্রতি মন্ত্রের প্রতি উক্তিতেই সেই তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি আসে—যিনি অক্টা, যিনি প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্মাতা,—জগতের প্রত্যেক বস্তু তাঁহার ইচ্ছায় সঞ্জাত হইয়াছে।

এই ভাব মনে পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুস্মরণ করা আবশ্যক। মন্ত্রার্থে এই তত্ত্ব অধিগত হয়। আমরা প্রথমে সেই তেত্রিশটি মন্ত্র ও তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছি। পরিশেষে প্রথমোক্ত পুরুষ-সূক্তও যাহা ঋগ্বেদাদির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন, তাহাও প্রকটন করিব।



কেন পাৰ্ক্ষী আভূতে পুরুষস্য কেন মাংসং সম্ভূতং কেন গুল্ফো ।

কেনাঙ্গুলীঃ পেশনীঃ কেন খানি কেনোচ্ছ্বাষৌ মধ্যতঃ কঃ প্রতিষ্ঠান্ ॥ ১ ॥

কস্মিন্মু গুল্ফাবধরাবকুণ্ঠম্ভীষন্তাবুত্তরৌ পুরুষস্য ।

জজ্ঞে নিখাত্য ন্যদধুঃ ক স্বিজ্জানুনোঃ সন্ধী ক উ তচ্চিকेत ॥ ২ ॥

চতুর্ক্য়ং যুজ্যতে সংহিতান্তং জানুভ্যামুর্দ্ধং শিথিরং কবন্ধম্ ।

শ্রোগী যদুরু ক উ তজ্জজ্ঞান যাভ্যাং কুসিকং হৃদৃঢং বভূব ॥ ৩ ॥

কাহার দ্বারা সেই পুরুষের পার্ক্ষীর (গোড়ালির নিম্নাংশ) বিস্তৃত হইরাছে? কাহার দ্বারা মাংস এবং কাহার দ্বারা গুল্ফদ্বয় (গোড়ালি) বধা-বিস্তৃত আছে। কাহার দ্বারা অঙ্গুলী-সমূহ, কাহার দ্বারা ‘পেশনী’ (মাংস ও মাংসপিণ্ড—পেশীসমূহ), কাহার দ্বারা ‘খানি’ (ললাটাহ্নি) নির্মিত হইরাছে? কেই বা ‘উচ্ছ্বা’-দ্বয়কে (গলদেশের পার্শ্বদ্বয়কে) ‘মধ্যতঃ’ (মস্তকের এবং দেহের মধ্যস্থলে আবদ্ধকায়রূপ) প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন? ১ ॥

\* \* \*

পুরুষের পদতলের গুল্ফদ্বয়, তাঁহার অধরদ্বয়, তাঁহার পদদ্বয়ের উপরিভাগস্থ জাহ্নুসংলগ্ন অস্থিসমূহ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? জজ্ঞদ্বয়কে (গুল্ফ হইতে জাহ্নু পর্য্যন্ত অংশ) কে সঞ্চরণশীল করিয়া নির্মাণ করিল? কেই বা জাহ্নুদ্বয়ের সন্ধিদ্বয়কে সঞ্চলন-উপযোগী করিয়া নির্মাণ করিল কেই বা তাহা অবগত আছেন ॥ ২ ॥

\* \* \*

জাহ্নুসহ সংগ্রথিত অস্থিসমূহের চতুর্বিধ গ্রন্থি বা বন্ধন এবং জাহ্নুদ্বয়ের উপরিভাগস্থিত উদরকে কে যোজন্য করিয়াছে। শ্রোগী (কটিদেশ) ও উরুদ্বয়কে কে বধাবিস্তৃত রাখিয়াছে—যাহার দ্বারা কুসিক (ধড়, দেহ) দৃঢ়রূপে বিধৃত হইরা আছে ॥ ৩ ॥

\* \* \*

কতি দেবাঃ কতমে ত আসন্ য উরো গ্রাবাশ্চিক্যুঃ পুরুষশ্চ ।

কতি স্তনৌ ব্যাধুঃ কঃ কফোর্ডো কতি স্কন্ধান্ কতি পৃষ্ঠিরচিবন্ ॥ ৪ ॥

কো অশ্ব বাহু সমভরদ্ বীৰ্য্যং করবাদিতি ।

অংসৌ কো অশ্ব তদ্ দেবঃ কুসিক্কে অধ্যা দধৌ ॥ ৫ ॥

কঃ সপ্ত খানি বি ততর্দ শীর্ষণি কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষুণী মুখম্ ।

যেমাং পুরুত্রা বিজয়শ্চ মক্ষানি চতুষ্পাদো দ্বিপাদো যন্তি যামম্ ॥ ৬ ॥

কিৰূপে কত দেবগণ ঐ পুরুষের গ্রীবা ( গলদেশ ) এবং ‘উরঃ’ ( বক্ষঃস্থল ) সংগ্রথিত করিয়াছেন ? কে তাঁহার স্তনদ্বয় ব্রহ্ম রাখিয়াছেন ? কে তাঁহার ‘কফোর্ড’ ( কনুইদ্বয় ) নির্মাণ করিয়াছেন ? কেই বা তাঁহার পঙ্কজাঙ্ঘ্রিসমূহ ও স্কন্ধদেশ সংযোজিত করিয়াছেন ? ৪ ॥

\* \* \*

কে তাঁহার বাহুদ্বয়কে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে মনুষ্য প্রদর্শনের বিষয় বলিয়া দিয়াছেন ? কে তিনি, কোন্ দেবতা তিনি—যিনি অংসদ্বয়কে ( দুই স্কন্ধের অঙ্গুলি-পরিমিত দ্ব্যঙ্গুবিশিষ্ট স্থান ) ‘কুসিক্কে’ ( জীবদেহের কাণ্ড বা খড়্গ ) উপর স্থাপন করিয়াছেন ? ৫ ॥

\* \* \*

মস্তকের সপ্ত অঙ্গিকে কে বিভক্ত রাখিয়াছেন ? কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুদ্বয় এবং মুখমণ্ডল প্রভৃতিই বা কে নির্মাণ করিয়াছেন ? কাহার অসাধারণ শক্তিতে দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ প্রাণিগণের চলচ্ছক্তি বিহিত হইয়াছে ? ৬ ॥

\* \* \*

হনোহিঁ জিহ্বামদধাৎ পুরুচীমধা মহীমধি শিশ্রায় বাচম্ ।

স আ বরীবর্তি ভুবনেষন্তরপো বসানঃ ক উ তচ্চিকেত ॥ ৭

মন্তিকমস্ত্র যতমো ললাটং ককাটিকাং প্রথমো যঃ কপালম্

চিহ্না চিত্যং হনোঃ পুরুষস্ত্র দিবং রুরোহ কতমঃ স দেবঃ ॥ ৮

প্রিয়াপ্রিয়াণি বহুলা স্বপ্নং সম্বাদতদ্র্যঃ ।

আনন্দানুগ্রো নন্দাংশ্চ কস্মাদ্ বহতি পুরুষঃ ॥ ৯ ॥

কে তিনি—যিনি হৃদয়ের (চোয়ালের) মধ্যভাগে সম্প্রসারণ-সঙ্কোচনশীল জিহ্বাকে স্থাপন করিয়া তাহাতে বাক্যখন-শক্তি প্রদান করিয়াছেন? কে তিনি, যিনি আদ্র্ভাত্য সিন্ধু রাখিয়া (জীবদেহে রক্ত সঞ্চারণ করিয়া) জীবিত প্রাণীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন? কে তাঁহার এ মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছে? ৭ ॥

\* \* \*

কে তিনি, যিনি সর্বপ্রথম মস্তক ও মন্তিক গঠন করিলেন? ললাট ও ললাটস্থিত, ‘ককাটিকা’ (মস্তকের পশ্চাভাগের অস্থি) এবং কপাল প্রভৃতিই বা প্রথমে কে বিস্তৃত করেন? পুরুষের হৃদয়কে রক্ষা করিবার উপায় যিনি করিয়াছিলেন, সে সেই দেবতা—যিনি নিত্যকাল স্বর্গে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৮ ॥

\* \* \*

সেই পুরুষ কোথা হইতে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সকল আনয়ন করিলেন? বিভিন্ন প্রকারের বস্তু, নির্জাত ভয় ক্লান্তি ভোগ এবং আনন্দ কোথা হইতে আসিল? ৯ ॥

\* \* \*

আর্তিবর্তির্নিধাতিঃ কুতো নু পুরুষমতিঃ ।

রাধিঃ সমুদ্বিরবুঁদ্ধিস্মিতিরুদিতয়ঃ কুতঃ ॥ ১০ ॥

কো অস্মিন্নাপো ব্যদধাদ্ বিমূরতঃ পুরুষতঃ সিন্ধুস্বত্যাং জাতাঃ ।

তীত্রা অরুণা লোহিনীস্তাত্রধূত্রা উধ্বা অবাচীঃ পুরুষে তিরশ্চাঃ ॥ ১১ ॥

কো অস্মিন্ রূপমদধাৎ কো মদ্বানং চ নাম চ ।

গাতুং কো অস্মিন্ কঃ কেতুং কশ্চরিত্রাণি পুরুষে । ১২ ॥

কোথা হইতে সেই পুরুষের অভাব, অমঙ্গল, যন্ত্রণা ও দারিদ্র্য আসিল? কোথা হইতে সাফল্য, সমৃদ্ধি, ধনাঢ্যতা, চিন্তা এবং বাক্শক্তি আসিল ॥ ১০ ॥

\* \* \*

কে তাঁহার মধ্যে বত্মার প্রবাহ প্রবাহিত রাখিলেন—যাহা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়া নদনদীর সৃষ্টি করিল? দ্রুতগমনশীল, রক্তবর্ণ, তাম্রবর্ণ, নীললোহিত সেই বত্মাপ্রবাহকে কে সেই পুরুষের অভ্যন্তরে তির্যাক্ভাবে উদ্ধাধঃ সঞ্চালন করিল? ১১ ॥

\* \* \*

কে তাঁহাকে দৃশ্যমান রূপ প্রদান করিল? কে তাঁহার আকৃতি দিল? কে তাঁহার আয়তন ও নাম প্রদান করিল? কে তাঁহাকে গতিশীল করিল? কেই বা তাঁহাকে সংজ্ঞা দান করিল? কে তাঁহাতে গতিশক্তিবিশিষ্ট পদদ্বয় সংযোজিত করিল ॥ ১২ ॥

\* \* \*

কো অগ্নিন্ প্রাণমবয়ৎ কো অপানং ব্যানম্

সমানমগ্নিন্ কো দেবোধি শিপ্রায় পুরুষে ॥ ১৩ ॥

কো অগ্নিন্ যজ্ঞমদধাদেকো দেবোধি পুরুষে ।

কো অগ্নিন্ সত্যং কৌতং কুতো মৃত্যুঃ কুতোমৃতম্ ॥ ১৪ ॥

কো অস্মৈ বাসঃ পর্য্যদধাৎ কো অশ্বায়ুরকল্পয়ৎ ।

বলং কো অস্মৈ প্রায়চ্ছৎ কো অশ্বাকল্পয়জ্জবম্ ॥ ১৫ ॥

কে তাঁহার অভ্যন্তরে জীবনাশক্তিবিশিষ্ট প্রাণবায়ুর সঞ্চার করিয়া দিল ; কেই বা তাঁহার মধ্যে অপান (অধোগামী) এবং ব্যান (উর্দ্ধগামী) বায়ুর সমাবেশ করিল ? সেই পুরুষকে কোন্ দেবতা 'সমান' বায়ুর দ্বারা সজীবিত করিলেন ? ১৩ ॥

\* \* \*

কোন্ অধিদেবতা সেই পুরুষে যজ্ঞ বিজ্ঞাত করিয়াছিলেন ? কে তাঁহাকে সত্য ও অন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন । মৃত্যু ও অমৃত (অমরত্ব) কোথা হইতে আসিল ? ১৪ ॥

\* \* \*

কে তাঁহার বাস বিজ্ঞাত করিয়াছিল ? কাহার দ্বারাই বা তাঁহার আয়ু (জীবিতকাল) পরিকল্পিত হইয়াছিল ? কে তাঁহাকে বল অর্থাৎ বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন ? কাহার দ্বারাই বা তিনি 'জব' অর্থাৎ দ্রুতচলচ্ছক্তি সম্পন্ন হন ? ১৫ ॥

\* \* \*

কেনাপো | অম্বতনুত কেনাহরকরোদ্ রুচে ।

উষসং কেনাশ্বৈনৃদ্ধ কেন সায়ন্তবং দদে ॥ ১৬ ॥

কো | অগ্নিন্ রেতো | ঋদধাৎ তন্তুরা | তায়তামিতি ।

মেধাং কো | অগ্নিন্নধোহৎ কো বাণং কো নৃতো দধৌ ॥ ১৭ ॥

কেনেমাং ভূমিমৌর্গোৎ কেন পর্য্যভবদ্ দিবম্ ।

কেনাভি মহা পর্বতান্ কেন কন্মাণি পুরুষঃ ॥ ১৮ ॥

কাহার দ্বারা জলরাশি বিস্তৃত হইয়াছে? কে তিনি, যিনি এই উজ্জল আলোকপূর্ণ দিবসকে সৃষ্টি করিয়াছেন? কাহার দ্বারা উষা প্রকাশমানা হন; আর কাহার দ্বারা সায়ংকাল বা সন্ধ্যা সমাগতা হইলেন? ১৬ ॥

\* \* \*

কে তাঁহাতে রেত বা বীজ স্থাপন করিয়াছেন? কাহার দ্বারা জীবনের স্ত্র প্রাণিত হইয়াছে? কে তাঁহাতে মেধা প্রদান করিয়াছেন? আর, কে তাঁহাকে স্বর এবং কে তাঁহাকে অঙ্গসঞ্চালন-সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন? ১৭ ॥

\* \* \*

কাহার দ্বারা এই পৃথিবী সজ্জীকৃত হইয়াছে? কে স্বর্গকে সৃষ্টি করিয়াছেন? কাহার শক্তিতে পুরুষ পর্বতাদি এবং সৃষ্টবস্ত-সমূহ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন? ১৮ ॥

\* \* \*

।                    ।                    ।  
 কেন পৰ্জ্জন্মম্বেতি কেন সোমং বিচক্ষণম্ ।

।            ।                    ।                    ।                    ।  
 কেন যজ্ঞং চ শ্রদ্ধাং চ কেনাগ্নিন্ নিহিতং মনঃ ॥ ১৯

।                    ।                    ।  
 কেন শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি কেনেমং পরমে

।            ।                    ।  
 কেনেমমগ্নিং পুরুষঃ কেন সন্মৎসরং মমে ॥ ২০ ॥

।                    ।                    ।  
 ব্রহ্ম শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি ব্রহ্মেমং পরমেষ্ঠিনম্

।            ।                    ।  
 ব্রহ্মেমমগ্নিং পুরুষো ব্রহ্ম সন্মৎসরং মমে ॥ ২১ ॥

কাহার দ্বারা পৰ্জ্জন্ম সৃষ্ট হয় ? কাহার দ্বারাই বা ‘বিচক্ষণ’ সোম আবির্ভূত হন ? কাহার দ্বারা যজ্ঞ ও শ্রদ্ধা সজ্জাত হয় ? কেনই বা মন তাঁহাতে নিহিত হইয়াছে ? ১৯ ॥

\* . \*

কাহার দ্বারা শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির সৃষ্টি হয় ? পরমেষ্ঠির অর্থাৎ ভগবানের প্রতিই বা কে তাঁহাকে আকর্ষণ করে ? পুরুষ অগ্নিকে বা জ্ঞানদেবতাকে কাহার দ্বারা প্রাপ্ত হয় ? সন্মৎসরকেই বা কে পরিমিত করে ? ২০ ॥

একমাত্র ব্রহ্মই শ্রোত্রিয় বা জ্ঞানিগণকে প্রাপ্ত হন ; ব্রহ্মই সেই পরমেষ্ঠি বা পরম দেবতা। ব্রহ্ম হইতেই পুরুষ অগ্নিকে বা জ্ঞানদেবতাকে প্রাপ্ত হয় ; সন্মৎসরাদি কাল-বিভাগ ব্রহ্ম কর্তৃকই সমাহিত হয় ॥ ২১ ॥

\* . \*

কেন দেবী অনু ক্ষিয়তি কেন দৈবজনীর্বিংশঃ ।

কেনেদমন্ত্রক্ষত্রং কেন সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মা দেবী অনু ক্ষিয়তি ব্রহ্মা দৈবজনীর্বিংশঃ ।

ব্রহ্মেদমন্ত্রক্ষত্রং ব্রহ্মা সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

কেনেয়ং ভূমির্বিহিতা কেন দৌরন্তরা হিতা ।

কেনেদমুর্দ্ধং তির্য্যক্ চান্তরিক্ষং ব্যাচো হিতম্ ॥ ২৪ ॥

কাহার শক্তিবলে দেবগণ দেবলোকে মধ্যে বাস করিতে গমর্থ হন; কে ‘দৈবজনী’ বা দেবগণকে সৃষ্টি করেন? কাহাকেই বা অ-ক্ষত্র, আর কাহাকেই বা ক্ষত্র বলে; (অর্থাৎ কাহার প্রভাবেই বা অসৎ ‘অ-ক্ষত্র’ বা বলহীন এবং কাহার প্রভাবেই বা সৎ ‘ক্ষত্র’ অর্থাৎ শক্তি বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২২ ॥

\* \* \*

ব্রহ্মই দেবগণের মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করেন। ব্রহ্মকর্তৃকই ‘দৈবজনী’র বা দেবগণের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মের প্রভাবেই অসৎ ‘অক্ষত্র’ বা বলহীন এবং সৎ ‘ক্ষত্র’ অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন হন ॥ ২৩ ॥

\* \* \*

কাহার দ্বারা এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত এবং কাহার দ্বারাই বা হ্যালোক উন্নতদেশে অবস্থিত? কে অন্তরিক্ষকে উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চতুর্দিকে বিষ্ণোপরি বিস্তৃত রাপিয়াছেন? ২৪ ॥

\* \* \*



ব্রহ্মণা ভূমির্বিহিতা ব্রহ্ম দৌরন্তরা হিতা ।

ব্রহ্মেদমূর্খং তিৰ্য্যক্ চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্ ॥ ২৫ ॥

মূর্খানমস্ত্র সংসীব্যার্থব্বা হৃদয়ং চ যৎ ।

মস্তিকাদূর্জঃ প্রৈরয়ৎ পবমানোধি শীর্ষতঃ ॥ ২৬ ॥

তদ্ বা অথর্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুজ্জিতঃ ।

তৎ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ ॥ ২৭ ॥

উর্দ্ধো নু সৃষ্টাওস্তিৰ্য্যাক্ নু সৃষ্টাওঃ সৰ্বা দিশঃ পুরুষ আ বভূব্যাং ।

পুরুঃ যো ব্রহ্মণো বেদ যস্তাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

সেই ব্রহ্মের দ্বারাই এই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত ; ব্রহ্মই ছালোককে যথাস্থানে বিভূত রাখিয়াছেন । ব্রহ্মই অন্তরিক্ষকে উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিখোপরি বিভূত রাখিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

\* \* \*

অথর্বণ তাঁহার মস্তক ও হৃদয়কে সংযোজিত করিয়া যথাবিভূত করিয়াছিলেন ; এবং পবমান তাঁহার মস্তক হইতে মস্তিক্ষের উর্দ্ধদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

\* \* \*

তাহাই প্রকৃতপক্ষে অথর্বণের শিরোদেশ । তাহাকেই দৃঢ়সম্বদ্ধ দেবকোশ বলে । প্রাণ, অন্ন এবং মন ( প্রাণবায়ু, অপানবায়ু এবং সমানবায়ু ) যথাক্রমে তাহাকে রক্ষা করে ॥ ২৭ ॥

\* \* \*

সৃষ্টির উর্দ্ধে, সৃষ্টির সমান্তরালে, এবং সৃষ্টির সকল দিকে পুরুষ বিভূত আছেন । ব্রহ্মার বাহা পুর বা স্থান—যিনি তাহা অবগত আছেন, পুরুষ বলিয়াছেন,—তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন । ( অর্থাৎ, ব্রহ্মার পুর বা স্থান এবং পুরুষ অভিন্ন—ইহাই তাৎপর্য্য ) ॥ ২৮ ॥

যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদায়তেনাব্রতাং পুরম্ ।

তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণঃ প্রজাঃ দদুঃ ॥ ২৯ ॥

ন বৈ তং চক্ষুর্জহাতি ন প্রাণো জরসঃ পুরা ।

পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যন্তাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরয়োধ্যা ।

তস্তাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাব্রতঃ ॥ ৩১ ॥

তস্মিন্ হিরণ্যয়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে ।

তস্মিন্ যদ যক্ষ্মণ্যম্বৎ তদ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৩২ ॥

যিনি অন্বতত্ত্বে আবৃত ব্রহ্মের পুরকে বা স্থানকে অবগত আছেন, ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্ম তাঁহাকেই চক্ষু, প্রাণ এবং প্রজা প্রদান করেন ॥ ২৯ ॥

\* \* \*

পুরুষ বলিয়াছেন,—যিনি ব্রহ্মের পুর বা স্থান অবগত আছেন, বার্ক্ক্যের পূর্বে অর্থাৎ অকালে তাঁহার দৃষ্টিহানি হয় না এবং প্রাণহানি ঘটে না ॥ ৩০ ॥

\* \* \*

দেবগণের সেই পুর হর্ভেত ও অজৈয়, অষ্টচক্র-সম্বন্ধিত ও নবদ্বারবিশিষ্ট । তাহার মধ্যে উজ্জল-আলোকাবৃত স্বর্ণরূপ হিরণ্ময় কোশ বিद्यমান আছে ॥ ৩১ ॥

\* \* \*

তিনটা ‘অম’ বিশিষ্ট এবং ত্রিবিধ রক্ষণীর দ্বারা বিদ্যুত সেই হিরণ্ময় কোশে কোন্ প্রাণময় সায়দ্রী ( বস্ম ) অবস্থিত, ব্রহ্মবিদেরই তাহা অবগত আছেন ॥ ৩২ ॥

\* \* \*

প্রাজ্ঞমানাং হরিণীং যশসা সংপরীকৃতাম্ ।

পুরুষ হিরণ্যয়ীং ব্রহ্মা বিবেশাপরাজিতাম্ ॥ ৩৩

সূর্য্যের জ্ঞান দীপ্যমান, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন, সুহৃদমহিমাম্বিত, হৃর্জেয় সেই হিরণ্যয় পুংসে  
[সেই অপরাজিত ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া আছেন ॥ ৩৩ ॥

অথর্ববেদীয় দ্বিতীয় পুরুষ-সূক্ত ।

অথর্ববেদীয় দ্বিতীয় পুরুষ-সূক্তের বিষয় (উনবিংশ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তের পুরুষ-  
সূক্তের বিষয়) পূর্বে (১০৫ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করা হইয়াছে ।

এখানে সেই পুরুষ-সূক্ত প্রকটিত হইল; যথা—

ওঁ । সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

ত্রিভিঃ পশ্চির্দ্যামারোহৎ পাদস্তেহাভবৎ পুনঃ ।

তথা ব্যক্রামদ্ বিশ্বঙশনানশনে অনু ॥ ২ ॥

তাবন্তো অশ্ব মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।

পাদোশ্ব বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদশ্বায়তং দিবি ॥ ৩ ॥

পুরুষঃ এবেদং সৰ্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্ ।

উতামৃতত্বশ্চৈশ্বরো যদন্ত্যেনাভবৎ সহ ॥ ৪ ॥

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।

মুখং কিমশ্চ কিং বাহু কিমুরু পাদা উচ্যেতে ॥ ৫

ব্রাহ্মণোহশ্চ মুখমাসীদবাহু রাজন্যোহভবৎ ।

মধ্যং তদশ্চ যদ্ বৈশ্বঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ৬ ॥

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত ।

মুখাদিত্রশ্চাগ্নিঃ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত ॥ ৭ ॥

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষে দ্যৌঃ সমবৰ্জত ।

পদ্ভ্যাং ভূমিদ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকঁ অকল্পয়ন্ ॥ ৮ ॥

বিরাজগ্রে সমভবৎ বিরাজে অধি পুরুষঃ ।

স জাতো অত্যরিচ্যতে পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৯ ॥

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতত্বত ।

বসন্তো অশ্বাসীদাজ্যং গ্রাম ইধ্বঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১০ ॥

তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ ।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ১১ ॥

তস্মাদাশ্বা অজায়ন্ত যে চ কে চোভয়াদতঃ ।

গাবো হ জজিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজ্যাবয়ঃ ॥ ১২ ॥

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সৰ্ব্বহৃত ঋচঃ সামানি জজিরে ।

ছন্দো হ জজিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সৰ্ব্বহৃতঃ সন্তৃতং পৃষদাজ্যম্ ।

পশূস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥

সপ্তাস্তাসন্ পরিধয়জিঃ সপ্ত সমিধঃ কুতাঃ ।

দেবা যদ্ যজ্ঞং তস্মান্না অবধন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

মুখ্যে । দেবশ্চ ব্রহ্মতো অংশবঃ সপ্ত সপ্ততীঃ ।

রাজ্ঞঃ সোমশ্চাজায়ন্ত জাতশ্চ পুরুষাদধি ॥ ১৬ ॥

\* —

অথর্ববেদীয় পুরুষ-সূক্ত সম্বন্ধে বক্তব্য ।

অথর্ববেদীয় দ্বিতীয় পুরুষ-সূক্তটি, বাহা অব্যবহিত-পূর্বেই প্রদত্ত হইল, ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের সহিত প্রায় সর্বাংশেই অভিন্ন। উহার স্থানে স্থানে কি পাঠান্তর আছে, দ্বিবিধ পুরুষ-সূক্ত মিলাইয়া দেখিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের ক্রম-পর্যায়েরও কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে যে মন্ত্রটি দ্বিতীয়, অথর্ববেদের পুরুষ-সূক্তে তাহা চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। আরও, ঋগ্বেদের “ত্রিপাদুঙ্ক উদৈৎ” পাঠ স্থলে অথর্ববেদে “ত্রিভিঃ পঙ্তির্ভারোহৎ” পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ আর আর যে পাঠান্তর ও ক্রমান্তর আছে, সহজ-দৃষ্টিতেই তাহা লক্ষিত হইবে।

অথর্ববেদীয় পুরুষ-সূক্তের স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশের আবশ্যক নাই। ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলেই অর্থাৎ সে অর্থ সে ভাব বোধগম্য হইলেই অথর্ববেদের পুরুষ-সূক্তের অর্থ উপলব্ধ হইবে।

উপসংহার ।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ, পুরুষ-সূক্তের যে পাঁচটি মন্ত্র জপ করিবেন, ‘জ্ঞানবেদের’ প্রথম খণ্ডে (১২৯ম হইতে ১৪০ম পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের জাপ্য ষোলটি মন্ত্র পূর্বেই (৮৯ম হইতে ১০০ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত আছে—দেখিতে পাইবেন। উভয়বিধ মন্ত্রে যে সামান্য পার্থক্য আছে—লক্ষ্য করিবেন। যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের জাপ্য ষোলটি মন্ত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত আরও পাঁচটি মন্ত্র জপের বিধি আছে। সে পাঁচটি মন্ত্র (১০১ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠায়) প্রকটিত হইল। অথর্ববেদ-সংহিতার পুরুষ-সূক্তের বিষয় (১০৫ হইতে ১১৯ পৃষ্ঠায়) পরিদৃষ্ট হইবে।

# জ্ঞান-বেদ ।

## যাত্রাকালে জাপ্য-মন্ত্র ।

—: . :—

কোনও কার্যে কোনও শুভসঙ্কল্পে যাত্রা করিবার পূর্বে ‘সম্পূষ্ম-ধ্বনস্তির’ ইত্যাদি মন্ত্র-বিশিষ্ট সূক্তটী ( ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গ, ১—১০ শ্লোক ) জপ করিবার বিধি আছে । ঐ সূক্ত জপ করিয়া যাত্রা করিলে, যাত্রাকারী নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন এবং তাঁহার সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ হইবে ।

\* . \*

। । ।  
সম্পূষ্মধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ

। ।  
সক্ষা দেব প্র গম্পুরঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পূষন্’ ( হে জগৎপোষক দেব । ) ‘অধ্বনঃ’ ( মার্গাৎ, ইহলোকাৎ ) ‘সং-তির’ ( অগ্নান্ অভীষ্টস্থানং সম্যক্ প্রাপয়, পারিত্রাণং কুরু ) ; ‘অংহঃ’ ( বিঘ্নকারকং পাপ্যানং ) ‘বি-তির’ ( বিনাশয় ) ; ‘বিমুচঃ’ ( মুক্তিপথাবলম্বিনঃ জনশ্চ, বিমুক্তশ্চ ) ‘নপাৎ’ ( রক্ষক, শুদ্ধস্বরূপ ) ‘দেব’ ( হে জ্যোতিমান্ পূষন্ ) ‘গঃ’ ( নঃ, অস্মাৎ ) ‘পূরঃ’ ( পূরতঃ ) ‘প্র-সক্ষা’ ( প্রসক্তো ভব, অধিষ্ঠিতু ইতি যাবৎ ) । কন্মার্গে বিচরণশীলঃ অহং যথা মুক্তিং প্রাপ্নোমি, হে দেব, তদনুগ্রহং কুরু, মমাহ সহ সধ্বকযুতঃ ভব—ইত্যেবং প্রার্থনা ॥ ১ ॥

\* . \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে জগৎপালক পুষাদেব । এই গতাগতির পথ হইতে ( ইহলোক হইতে ) আমাদেরগকে অভীষ্টস্থানে লইয়া যাউন ( পারিত্রাণ করুন ) ; ( অভীষ্টস্থান-গমনে ) বিঘ্নকারক পাপকে বিনাশ করুন । মুক্তিপথাবলম্বী জনের রক্ষক ( অথবা, বিমুক্তের শুদ্ধস্বরূপ ) হে দেব ।

যো নঃ পৃথগ্ভবো ব্রকো দুঃশেব আদি দেশতি ।

অপ স্ম তং পথো জহি ॥ ২ ॥

অপ ত্যং পরিপস্থিনং মুষীবাণং হ্রশ্চিতং ।

দূরমধি স্ক্রতেরজ ॥ ৩ ॥

আমাদিগের প্রতি আপনি প্রসক্ত হউন; অর্থাৎ, আমাদিগের মধ্যে আপনার অধিষ্ঠান হউক। (ভাব এই যে,—কর্ম্মমার্গে বিচরণশীল আমি বাহ্যতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, হে দেব। আমাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করুন, আমার সহিত সধক্যুক্ত হউন) ॥ ১ ॥

\* \* \*

মন্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পৃথন’ (হে জগৎপোষক দেব।) ‘অঘঃ’ (আহতা, অস্মাকং হননকারী) ‘ব্রকঃ’ (অস্বদীয় ধনস্ত্র অপহর্তা) ‘দুঃশেবঃ’ (দুঃসেব্যঃ, মৎসরযুক্তঃ) ‘বঃ’ (শত্রুঃ) ‘আদি দেশতি’ (অস্মান্ কুমার্মগমনে আজ্ঞাপয়তি, অসন্মার্গগামিনঃ কৰোতি) ‘তং’ (তাদৃশং শত্রুং) ‘পথঃ’ (মার্গাৎ, অস্বংসকাশাৎ) ‘অপজহি স্ম’ (অবশ্যং অপাকুরু, বিদূরয়)। হে দেব! বঃ শত্রুঃ অস্মান্ বিপথগামিনঃ কৰোতি, তং অপসারয় ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে জগৎপোষক দেব। আমাদিগের হননকারী, আমাদিগের ধনাপহারী, আমাদিগের দুঃসেব্য (মৎসরযুক্ত) যে শত্রু আমাদিগকে বৃন্মার্গগামী করে, তাদৃশ শত্রুকে আমাদিগের নিকট হইতে আপান বিদূরিত করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! যে শত্রু আমাদিগকে বিপথগামী করে, তাহাকে অপসারিত করুন) ॥ ২ ॥

\* \* \*

মন্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পরিপস্থিনং’ (সন্মার্গস্ত প্রতিবন্ধকং) ‘মুষীবাণং’ (তস্কররূপং, সন্ডাবাপহারকং) ‘হ্রশ্চিতং’ (কোটিল্যানং সঞ্চারকং, কুমতিপ্রদং) ‘ভ্যং’ (পূর্ব্বকথিতং শত্রুং) ‘স্ক্রতেঃ’ (মার্গাৎ, অস্বংসকাশাৎ) ‘দূরং’ (দূরদেশং) ‘অধি’ (প্রতি) ‘অপ-অজ’ (অপগময়, বিতাড়য়)। হে দেব! কৃপয়া ত্বং অস্মান্ অসন্ডাবপরিবৃদ্ধিকারবং সন্মার্গপ্রতিরোধকং তং শত্রুং অপজহি—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥



ঈং তন্তু দ্ব্যাবিনোহিঘশংসন্তু কন্তুচিং ।

পদাভি তিষ্ঠ তপুসিং ॥ ৪ ॥

আ তন্তে দশ মন্তুমঃ পুষ্মোবো বৃণীমহে ।

যেন পিতৃনচোদয়ঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

সংগত-গমনে প্রতিবন্ধক, সভাবাপহারক, কুমতিপ্রদ, পূর্বকথিত সেই শত্রুকে আমরাদিগের নিকট হইতে (হে দেব! আপনি) দূরে বিতাড়িত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! অসভাব-পরিবৃদ্ধিকারক সন্মার্গপ্রতিরোধক সেই শত্রুকে বিনাশ করুন) ॥ ৩ ॥

\* \* \*

মর্শ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে পুষন্। ‘ঈং’ ‘তন্তু’ (পূর্বকথিত) ‘দ্ব্যাবিনঃ’ (প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাপহারক) ‘অঘশংসন্তু’ (অনিষ্টসাধক তৎকর) ‘তপুসি’ (পরসস্তাপকং দেহং) ‘পদা’ (ভবদীয়েন পাদেন) ‘অভি’ (আক্রম্য, বিদলিতং কৃড়া ইতি যাবৎ) ‘তিষ্ঠ’ (অবস্থানং কুরু)। হে দেব! ঈং তং শত্রুং পদদলিতং কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনা ॥ ৪ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

হে পুষাদেব! আপনি সেই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের অপহারক, অনিষ্টসাধক তৎকরের পরসস্তাপকারী রহকে আপনার গদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া (বিদলিত করিয়া) অবস্থান করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সেই শত্রুকে পদদলিত করুন) ॥ ৪ ॥

\* \* \*

মর্শ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘মন্তুমঃ’ (জ্ঞানবন্) ‘দশ’ (পাপনাশক, শত্রুসংহারকারিণী) ‘পুষন্’ (জগৎরক্ষক দেব!) ‘যেন’ (রক্ষণেন, প্রকারেণ) ‘পিতৃন্’ (পূর্বপুরুষান্) ‘অচোদয়ঃ’ (রক্ষিতবান্ অসি, পাপাৎ পরিত্রাণং কৃতবান্) ‘তৎ’ (তাদৃশং) ‘তে’ (তব) ‘অব’ (রক্ষণং) ‘আ’ (সর্বতোভাবেন) ‘বৃণীমহে’ (প্রার্থয়ামহে)। হে দেব! ত্বয়া অস্মাকং পিতৃপুরুষান্ রক্ষিতবান্; অতঃ করুণয়া ত্বং অস্মান্ রক্ষ ইত্যেবং প্রার্থনা ॥ ৫ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

জ্ঞানবান, পাপনাশক (শত্রুসংহারকারী), জগৎরক্ষক হে দেব! যে প্রকারে আপনি আমরাদিগের পিতৃপুরুষগণকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন (পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন),

অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাসীমন্তম ।

ধনানি সুষণা কুধি ॥ ৬ ॥

অতি নঃ সশ্চতো নয় সৃগা নঃ সৃপথা কৃণু ।

পৃষম্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭ ॥

আপনার তদ্রূপ রক্ষা আমরা সর্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আমাদের পিতৃপুরুষগণ আপনার দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছেন । সুতরাং আপনি আমাদেরকেও সেইরূপে রক্ষা করুন) ॥ ৫ ॥

\* \* \*

মৰ্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বিশ্বসৌভগ’ (সকলসৌভাগ্যযুক্ত) ‘হিরণ্যবাসীমন্তম’ (সুবর্ণপ্রভজ্ঞানকিরণসম্পন্ন, মঙ্গল-প্রদবীর্ষিষ্ট) হে দেব, ‘অধা’ (অত্মাকং প্রার্থনাপ্রবণানন্তরং) ‘নঃ’ (অত্মাকং) ‘ধনানি’ (পরমার্থরূপাণি ঐশ্বর্য্যাণি) ‘সুষণা’ (সুষণানি, সুলভানি) ‘কুধি’ (কুরু) । অতঃ ভাবঃ—সর্বৈশ্বর্য্যাশালিন্ মঙ্গলপ্রদ হে দেব ! অত্মাকং পরমং মঙ্গলং সাধয় পরমার্থ-রূপং ধনং চ অস্বভ্যং প্রবচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা ॥ ৬ ॥

\* \* \*

বজ্রাহুবাদ ।

সকল-ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, মঙ্গলপ্রদ-বীসম্পন্ন হে দেব ! আমাদের প্রার্থনা প্রবণানন্তর, আপনি আমাদের (পক্ষে) পরমার্থ-ধন সুপ্রাপ্য করিয়া দিউন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বৈশ্বর্য্যাশালী মঙ্গলপ্রদ হে দেব ! আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করুন এবং আমাদেরকে পরমার্থরূপ ধন প্রদান করুন) ॥ ৬ ॥

\* \*

মৰ্ম্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘পৃষন্’ (হে জগৎপোষক দেব ! ) ‘সশ্চতঃ’ (সৎপথিগমনায় অত্মাকং প্রতিবন্ধকান্ শক্রান্ ইত্যর্থঃ) ‘নঃ’ (অত্মান্) ‘অতি’ (অতিক্রম্য) ‘নয়’ (অন্তত্র প্রাপয়); ‘নঃ’ (অত্মান্) ‘সৃগা’ (সৃষ্টুগন্তং শক্যোন সহ) ‘সৃপথা’ (সৎপথি গন্ত ন্) ‘কৃণু’ (কুরু); ‘ইহ’ (সৎপন্থানং প্রাপ্ত্যর্থং) ‘ক্রতুং’ (প্রজ্ঞানং) ‘বিদঃ’ (লভয়, প্রাপয়) । হে দেব ! অত্মান্ শক্রসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ কুরু, সৎপন্থানং চ প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা—ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥



ন পূষনং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি

বসুনি দশ্মমীমহে ॥ ১০ ॥

বা পূষনং) ; ‘ইহ’ (পূর্বোক্তবিষয়ে) ‘কৃতুং’ (প্রজ্ঞানং) ‘বিদঃ’ (প্রবচ্ছ)। হে দেব! অস্মান্ ভক্তিযুতান্ সৰ্বভাবসম্পন্নান্ কুরু, পরমং ধনং চ প্রবচ্ছ। ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপোষক দেব! আপনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন, আমাদের গৃহে কামনা পূরণ করুন, পরমার্থরূপ ধন আমাদেরকে প্রদান করুন, সংকল্পসাধনে আমাদেরকে তেজস্বী করুন এবং আমাদের গৃহে বৃদ্ধ ভক্তিরসে (সৰ্বভাবে পরিপূর্ণ করুন। আর, ঐ লব্ধ বিষয়ে আমাদেরকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—ভক্তিযুত এবং সন্তোষসম্পন্ন করিয়া আমাদেরকে পরমধন প্রদান করুন) ॥ ৯ ॥

\* \* \*

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘পূষনং’ (তং জগৎপোষকং দেবং) ‘ন মেথামসি’ (কদাচিদপি বয়ং ন তু নিন্দামঃ) ; পরন্তু ‘সূক্তৈঃ’ (বেদমন্ত্রৈঃ) ‘স্মাত্তগৃণীম স’ (সদৈব গৃণীমঃ, স্তমঃ) ; ‘দশ্মং’ (রিপুণামুপক্ৰিয়িতারং পূষণং প্রীতি) ‘বসুনি’ (ধনানি—ঐশ্বর্য্যকামমোক্ষরূপাণি) ‘জীমহে’ (বাচামহে)। বয়ং সদৈব জগৎপোষকং তং দেবং প্রীতি ভক্তিপরায়ণাঃ ভবামঃ। শত্রুনাশায় তং দেবং আরাধয়ামঃ। স দেবঃ চতুর্ভুজধনং দদাতি ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ।

সেই জগৎপোষক পুষা-দেবতাকে আমরা (যেন) কদাচ নিন্দা না করি; পরন্তু বেদমন্ত্রে (যেন) সর্বদাই তাঁহার স্তব করি; রিপুশত্রুগণের ক্ষয়কারী সেই পুষা-দেবতার নিকট আমরা চতুর্ভুজ ধন যাচঞা করি। (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল যেন জগৎপোষক সেই দেবতার প্রীতি ভক্তিপরায়ণ হই এবং শত্রুনাশের নিমিত্ত সেই দেবতাকে আরাধনা করি। সেই দেবতাই চতুর্ভুজ-ধন প্রদান করেন) ॥ ১০ ॥



# জ্ঞান-বেদ ।

—§§—

## শত্রুনাশে বিঘ্ন-বিনাশের মন্ত্র ।

— . ' —

বিঘ্ন পদে পদে । শত্রু মানুষকে চারিদিকে ঘেরিয়া আছে । হুতরাং  
যাহাতে বিঘ্ন বিদূরিত হয়, শত্রুর উপদ্রব দূরে যায়, এরূপ মন্ত্র মানুষ স্বতঃই  
জপ করিতে চায় । তাহারই কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা—

\* . \*

ঔ । অয়ং দেবায় জন্মানে স্তোমো বিপ্রৈভিরাগ্নয়া ।

অকারি রক্তধাতমঃ ॥ ১ ॥

মহাভুসারিণী ব্যাখ্যা ।

‘রক্তধাতমঃ’ (অতিশয়েন ধনগ্রন্থঃ সর্বতঃ ইষ্টসাধকঃ) ‘অয়ং’ (ব্যাক্যমাণঃ) ‘স্তোমঃ’  
(ত্বোত্রবিশেষঃ, বেদমন্ত্রঃ ইতি ভাবঃ) ‘জন্মানে’ (জায়মানায়, মহুহুজন্মধারিণে, নররূপায়  
ইত্যর্থঃ) ‘দেবায়’ (দেবপ্রীত্যর্থং, দেবতায়ঃ প্রীতিকামনায়ৈ) ‘বিপ্রৈভিঃ’ (যেধাবিভিঃ  
জ্ঞানিভিঃ) ‘আগ্নয়া’ (বুধেন, সপৈব ইতি ভাবঃ) ‘অকারি’ (নিপাদিতঃ, উচ্চারিতঃ ভবতি  
ইতি শেষঃ) । মহুহুহোপি স্বকর্ষপ্রভাবেন দেবত্বাভায়ে সমর্থঃ ভবতি ; যে দেবত্বং  
প্রাপ্তাঃ তান্ উদ্দিশ্য ত্বোত্রমিহ বিপ্রাঃ উচ্চার্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

\* . \*

বঙ্গানুবাদ ।

সর্বতোভাবে ইষ্টসাধক ব্যাক্যমাণ এই বেদমন্ত্র মহুহুজন্মধারী অর্থাৎ নররূপী দেবতার  
প্রীতিকামনায় যেধাবী জ্ঞানিগণ কর্তৃক মুখে মুখে (অর্থাৎ সঙ্গকাল উচ্চারিত হয়) । (ভাব  
এই যে—মহুহুঃ স্বকর্ষপ্রভাবে দেবত্বলাভে সমর্থ হয় ; যাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন,  
ঐহিকদিগের উদ্দেশ্যে বিপ্রগণ এই ত্বোত্র উচ্চারণ করেন ।) ॥ ১ ॥

\* . \*

য ইন্দ্রায় বচোযুজ। ততক্ষুর্মনস। হরী ।

শমীতির্বজ্ঞমাশত ॥ ২ ॥

তক্ষমাসত্যাভ্যাং পরিজ্ঞানং হুখং রথং ।

তক্ষক্ষেতুং সবহুর্ঘাং ॥ ৩ ॥

মর্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বে’ ( নররূপিণঃ দেবাঃ ) ‘ইন্দ্রায়’ ( ইন্দ্রনিমিত্তায়, ভগবৎপ্রাপ্তিকামনায়ৈ, ভগবৎসাহিত্য-প্রকাশার্থে ) ‘বচোযুজা’ ( বাচ্যাত্রেণ যজ্যমানৌ, মন্ত্রকর্মসহযুতো ) ‘হরী’ ( জানভক্তিরূপৌ বাহকৌ ) ‘মনসা’ ( মননমাত্রেণ, শতোহয়ুগ্রহেণ ত্যর্থঃ ) ‘ততক্ষুঃ’ ( সম্পাদিতবস্ত, অস্মাকং হৃদ্যে প্রতীতিপয়ন্তি ইত্যর্থঃ ) ; তে নরদেবাঃ ‘শমিতিঃ’ ( অস্মাকং কর্মভিঃ সহ ) ‘বজ্ঞং’ ( বজ্ঞক্ষেত্রং, অস্মদীয়ং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ ) ‘আশত’ ( অশ্রুধ্বং, ব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ ) । অয়ং ভাবঃ—নররূপিণাং দেবানাং তদুগ্রহেণ অস্মাকং হৃদ্যে জানভক্তিযুতং ভবতু ; অস্মাকং কর্মভিঃ সহ তে দেবাঃ অস্মদীয়ং হৃদয়ং অধিকূর্ণন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

\* \* \*

বজ্রাহুবাদ ।

নররূপী যে দেবগণ ভগবৎ-প্রাপ্তি-কামনায় ( ইন্দ্রসামোপ্য লাভের জন্য ) মন্ত্রকর্মসহযুত জানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে আমাদেরিগের হৃদ্যে প্রতীতি করেন, সেই নরদেবগণ আমাদেরিগের কর্মসমূহের সহিত বজ্ঞক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদেরিগের হৃদয়কে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করুন । ( ভাব এই যে,—নররূপী দেবগণের অতুগ্রহে আমাদেরিগের হৃদয় জানভক্তিযুত হউক ; আমাদেরিগের কর্মসমূহের সহিত সেই দেবগণ আমাদেরিগের হৃদয়কে অধিকার করুন ) ॥ ২ ॥

\* \* \*

মর্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

তে দেবাঃ ‘নাসত্যাভ্যাং’ ( অখিনীকুমারদেবাত্যাং—তদেবসকাশপ্রাপণার্থং, অন্তর্কর্যাধি-বহির্কর্যাধি-নাশায় ইতি ভাবঃ ) ‘পরিজ্ঞানং’ ( সর্বতঃগমনশীলং, সকলদেবভাবপ্রাপকং ইত্যর্থঃ ) ‘হুখং’ ( হুখকরং ) ‘রথং’ ( সৎকর্মরূপং যানং ) ‘উক্চন’ ( নির্মিতবস্ত, প্রদর্শিতবস্ত ), তথা ‘সবহুর্ঘাং’ ( কীরামৃতস্ত দোষু, অমৃতনিভান্নিনীং ) ‘যেহুং’

। । । ।  
 যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমদ্রা ঋজুয়বঃ

ଶାବୋ ବିଷ୍ଣୁକ୍ରତ ॥ ୫ ॥

(পাং, ধর্মরূপাং জ্ঞানরশ্মিং ইত্যর্থঃ) 'তক্ষন্' (প্রদর্শিতবন্ত, প্রদর্শয়ন্তি ইতি ভাবঃ)।  
 নররূপিণঃ তে দেবাঃ মনুষ্যান্ ভগবৎসামীপাং সংবাহয়ন্তি; তে এষ আদর্শরূপাঃ  
 সন্তু: ধর্মন্ত স্বরূপং প্রদর্শয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

✱ ✱ ✱

वक्ष्याम्युवाच ।

সেই দেবগণ, অন্তরীক্সি-বহির্ক্সি-নাশের নিমিত্ত সর্বত্রগমনশীল অর্থাৎ সকল দেবতাব-  
প্রাপক, স্বথকর সৎকর্ম রূপ যানকে নিষ্ঠা করিয়াছেন—দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং  
অমৃতনিভান্দিনী ধর্মরূপ জ্ঞানরশ্মিকে প্রদর্শন করিয়াছেন। ( ভাব এই যে,—নররূপী  
সেই দেবগণ মনুষ্যদিগকে ভগবৎসমীপে সংবাহন করিয়া লইয়া যান; তাঁহারা ই আদর্শ-  
স্বরূপ হইয়া, ধর্মের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। ) ॥ ৩ ॥

मर्त्यानुसन्निही-वाथ्या ।

‘सत्यमद्वाः’ (अविषयमज्ञसामर्थ्योपेताः, सत्यपरायणाः, सत्यमज्ञरूपाः) ‘अक्षयवः’ (अकण्टाः, साधुरिद्राः, सन्श्रुपदप्रार्थाः) ‘पुनः’ (तथा) ‘विष्ठा’ (व्याप्तिवृत्ताः, सर्वज्ञ विद्यमानाः) ‘अभवः’ (अभूनामकाः देवाः, नरदेवाः इत्यर्थः) ‘यवाना’ (युनः, संसारमोह-पक्षनिमज्जितान् श्रमज्ञानं जनान्) ‘पितरा’ (पितॄन्, पितृलोकगमनयोग्यान्, प्रज्ञासम्पन्नान् इत्यर्थः) ‘अकृत’ (कृतवस्तु, कुर्याद्वि इत्यर्थः)। नरदेवाः अभवः सर्वज्ञ विद्यमानश्चात्र स्वकीयार्थेन मोहाक्षयज्ञानं उद्धारयितुं समर्थाः भवन्ति—इति भावः ॥ ४ ॥

वज्रानुवाद ।

সত্যায়ন অকণট সাধুচরিত এবং সর্বত্র বিদ্যমান ঋতুদেবগণ অর্থাৎ নরদেবতারা সংসারমোহপঙ্কনিমজ্জিত প্রমত্তজনগণকে পিতৃলোকগমনযোগ্য অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন করিয়া থাকেন। ( ভাব এই যে,—নরদেব ঋতুগণ সর্বত্র বিদ্যমান—হেতু আপনাদিগের আদর্শের দ্বারা মোহাজ্জনগণকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। ) ॥ ৪ ॥

সং বো মদাসো অগ্নতেদ্রোণ চ মরুত্বতা ।

আদিত্যোভিঃ চ রাজভিঃ ॥ ৫ ॥

উত ত্যং চমসং . নবং ত্বষ্টদেবস্ত নিষ্কৃতং ।

অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥

মহ্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘ইন্দ্রোণ’ ( ভগবতা ইন্দ্রদেবেন, শব্দে: ঐশ্বর্য্যস্ত চ অধিপতিনা ) ‘চ’ ( তথা ) ‘মরুত্বতা’ ( মরুভিঃ যুজৈঃ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ ) ‘চ’ ( তথা, স্থূলতঃ ইত্যর্থঃ ) ‘রাজভিঃ’ ( দীপ্যমানৈঃ, স্বপ্রকাশৈঃ ) ‘আদিত্যোভিঃ’ ( অনন্তশ্রাদ্ধভূতৈঃ, সর্কৈঃ দেবৈঃ—সহ মিলিতাঃ ইত্যর্থঃ ) হে নরদেবাঃ ঋভবঃ । ‘বঃ’ ( যুগ্মান্ ) ‘মদাসঃ’ ( মদাঃ, আনন্দপ্রদাঃ সোমঃ, অস্মাকং ভক্তিসুধাঃ, কৰ্ম্মাণি ইত্যর্থঃ ) ‘সং অগ্নত’ ( সমগ্নত, সঙ্গতাঃ বা সর্কতোভাষেন প্রাপ্তাঃ ভবন্ত ) । সর্কৈ দেবাঃ যথৈব পূজার্বাঃ অস্মাকমহুস্মরনীয়াঃ ভবন্তি, নরদেবাঃ ঋভবোহি তথৈব অস্মাকং পূজাধিকারিণঃ অহুস্মরনীয়াঃ চ ভবন্ত—ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

\* \* \*

বঙ্গাহুবাদ

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ( শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতির ) এবং মরুদেবগণের ( বিবেকরূপী দেবগণের ) এবং ( স্থূলতঃ ) দীপ্যমান স্বপ্রকাশ অনন্তের অঙ্গীভূত অর্থাৎ সকল দেবগণের সহিত মিলিত, হে নরদেব ঋভুগণ, আপনাদিগকে আমাদিগের ভক্তিসুধা অথবা কৰ্ম্মসকল প্রাপ্ত হউক । ( ভাব এই যে,—সকল দেবগণ যেমন আমাদিগের অহুস্মরনীয় হইলেন, নরদেব ঋভুগণও সেইরূপ আমাদিগের পূজ্য ও অহুস্মরনীয় হউন । ) ॥ ৫ ॥

\* \*

মহ্মাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘উত’ ( যতঃ তে নরদেবাঃ ) ‘ত্বষ্টদেবস্ত’ ( ত্বষ্টদেবস্বক্ৰিনঃ, আণকর্তৃঃ সংসারবন্ধন-চ্ছেদকস্ত দেবস্ত ) ‘ত্যাং’ ( তং, প্রথ্যাতং ) ‘নবং’ ( অভিনবং, সংসংযুতং ) ‘নিষ্কৃতং’



তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি স্নহতে

একমেকং স্নশস্তিভিঃ ॥ ৭ ॥

(পরিভ্রাণোপায়মূলকং) ‘চমসং’ (যজ্ঞকৰ্ম্মাজং—ভগবতি কৰ্ম্মসম্প্রদানরূপং ইতি বাবৎ) ‘পুনঃ চ’ (পুনরপি, তথা) ‘চতুরঃ’ (ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষচতুৰ্ভুগলপ্রদান পথঃ ইত্যর্থঃ) ‘অকৰ্ত্ত’ (কৃতবস্ত, প্রকাশিতবস্ত, প্রদর্শয়ন্তি ইত্যর্থঃ); অতঃ তে অনুস্মৰ্তব্যাঃ পূজ্যাঃ বা ইতি পূৰ্ণসম্বন্ধঃ। যানি কৰ্ম্মাণি ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষচতুৰ্ভুগলপ্রদানি ভবন্তি, নরদেবাঃ ঋতবঃ ইহজগতি তেবাং কৰ্ম্মাণাং স্বরূপং তস্মৎ প্রকাশয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

\* \*

বঙ্গানুবাদ ।

যেহেতু সেই নরদেবগণ, ঋতুদেবতার সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ সংসারবন্ধনচ্ছেদক ভ্রাণকারী দেবতার সম্বন্ধীয়) সেই প্রথ্যাত, অভিনব, পরিভ্রাণোপায়মূলক ভগবানে কৰ্ম্মসম্প্রদান-রূপ যজ্ঞকৰ্ম্মাজকে এবং ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুৰ্ভুগলপ্রদ পথসমূহকে প্রকাশিত করিয়াছেন—প্রদর্শিত করেন; অতএব, তাঁহারা অর্থাৎ সেই নরদেবগণ অনুস্মরণীয় ও পূজ্য হয়েন। (ভাব এই যে,—যে সকল কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষচতুৰ্ভুগলপ্রদ হয়, সেই নরদেবগণ ইহজগতে সেই কৰ্ম্মসমূহের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশিত করেন।) ॥ ৬ ॥

\* \*

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘তে’ (নরদেবাঃ ঋতবঃ) ‘নঃ’ (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) ‘রত্নানি’ (রমণীয়ানি ধনানি) ‘ধত্তন’ (ধারয়ন্তি, দদতি ইত্যর্থঃ); ‘স্নহতে’ (সৎকৰ্ম্মপরায়াস সাধকায়, তস্মৈ প্রদানায় ইত্যর্থঃ) ‘ত্রিরা সাপ্তানি’ (ত্রিলোকব্যাপীনি সপ্তলোকোপকারীণি রত্নানি দদতি ইতি শেষঃ); ‘স্নশস্তিভিঃ’ (শোভনস্ততিমন্ডৈঃ, সৎকৰ্ম্মসাধনৈঃ ইতি ভাবঃ) ‘একমেকং’। ক্রমেণ, একং একং কৃত্বা, কৰ্ম্মানুসারেণ ইতি ভাবঃ) রত্নানি বিতরন্তি ইতি শেষঃ। অস্মৎ ভাবঃ—তে নরদেবাঃ পরমং ধনং বিতরন্তি; কৰ্ম্মানুসারেণ তদ্ধনং অধিগম্যতে ॥ ৭ ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

সেই নরদেব ঋতুগণ আশাদিগের জন্ত রমণীয় ধনসমূহ ধারণ করিয়া আছেন; সৎকৰ্ম্ম-পরায়াস সাধককে তাঁহারা ত্রিলোকব্যাপী সপ্তলোকের হিতসাধক ধনসমূহ প্রদান করেন ;

|  
অধারয়ন্ত বহুয়োহভজন্ত স্কৃতয়।  
— — —

|      |  
ভাগং দেবেষু যজ্জিয়ং ॥ ৮ ॥

শৌভনস্ততিমস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ সংকর্ষসাধনের দ্বারা কৰ্ম্মানুসারে এক এক করিয়া সেই ধন তাঁহারা বিতরণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—নরদেবগণ সংসারে পরমধন বিতরণ করিতেছেন ; কৰ্ম্মানুসারে সেই ধন অধিগত হয়।) ॥ ৭ ॥

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বহুয়ঃ’ ( বোচ্যঃ, যাগাদিসংকর্ষসম্পাদয়িতারঃ ঋভবঃ ইত্যর্থঃ ) ‘স্কৃতয়া’ ( শৌভন-কৰ্ম্মণা, সংকর্ষপ্রভাবেন ) ‘অধারয়ন্ত’ ( অমৃতত্বলাভাদমরবৎ প্রাণান্ ধারিতবন্তঃ ) ‘দেবেষু’ ( দেবতানাং মধ্যে—প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ ) ‘যজ্জিয়ং’ ( যজ্ঞার্থং যজ্ঞসম্বন্ধিনং ) ‘ভাগং’ ( অংশং ) ‘অভজন্ত’ ( সেবিতবন্ত, লভন্তে ইত্যর্থঃ ) । অয়ং ভাবঃ—সংকর্ষপ্রভাবেন মৰ্ত্ত্যাঃ অপি দেবতাপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ অমৃতস্ত অধিকারিণঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

\* \* \*

বঙ্গানুবাদ ।

যাগাদি সংকর্ষসম্পাদনকারী ঋভুদেবগণ স্কৃতি দ্বারা ( সংকর্ষ-প্রভাবে ) অমৃতত্বলাভে অমরবৎ প্রাণধারণ করিয়া, দেবতাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইলেন। ( ভাব এই যে,—সংকর্ষ-প্রভাবে মানুষও দেবতাপ্রাপ্ত হইয়া অমৃতের অধিকারী হয় ) ॥ ৮ ॥

\* \* \*

মন্ত্র-কয়েকটি সম্বন্ধে বক্তব্য ।

এই মন্ত্র-কয়েকটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের ( প্রথম মণ্ডল, বিশং স্তরের ) অন্তর্ভুক্ত ।

এই মন্ত্র-সমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য,—মহুয্যত্ব-লাভ । মানুষই কৰ্ম্মপ্রভাবে দেবত্বের অধিকারী হয়,—এই তত্ত্বই এখানে বিবৃত । তদ্বারাই বিঘ্ননাশ হয় ।

# জ্ঞান-বেদ ।

—: . : —

## সু-বৃষ্টির জন্য জাপ্য-মন্ত্র ।

—: . : . : —

সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিকার্যের হানি হয়—শস্ত্রাদি উৎপত্তির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে । কারীরী-বাগে বৃষ্টি হয় । সে যজ্ঞ বিশেষ আয়াসসাধ্য । কিন্তু এ সম্বন্ধে কয়েকটি জাপ্য-মন্ত্র আছে ।

কি ভাবে ঐ কয়েকটি মন্ত্র জপ করিতে হইবে, অথর্ববেদ-সংহিতার চতুর্থ কাণ্ডে তৃতীয় অনুবাকের পঞ্চদশ সূক্তে তাহার বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে । যথা-নিয়মে ঐ সূক্তের ষোলটি মন্ত্র জপ করিলে সু-বৃষ্টি হইবে; ফলে বনুন্ধরা শস্ত্র-সমম্বিতা হইবেন । অথর্ববেদোক্ত সেই জাপ্য মন্ত্র কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা—

\* \* \*

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্যতীঃ সমভ্রাণি বাতজৃতানি যন্তু ।

মহাঋষভস্ত নদতো নভস্যতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ১ ॥

---

প্রাচ্যাদি দিকসমূহে সঞ্চিত বাষ্পসমূহ বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উদকপূর্ণ মেঘে পরিণত হউক । ঋষভের ভ্রায় ভীষণ গর্জন পূর্বক বায়ু-বিচালিত মেঘ-সম্বন্ধী জলরাশি পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক—ধর্মজী ওষধিতে পরিপূর্ণ হউন ॥ ১ ॥

\* \* \*

সমীক্ষয়ন্ত তবিষাঃ হৃদানবোহপাং রসা ওষধীভিঃ সচস্তাম্ ।

বর্ষস্ত সর্গা মহয়ন্ত ভূমিং পৃথগ্জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ ॥ ২ ॥

সমীক্ষয়ন্ত গায়তো নভাংস্ত্রুপাং বেগাসঃ পৃথগ্দ্বিজস্তাম্ ।

বর্ষস্ত সর্গা মহয়ন্ত ভূমিং পৃথগ্জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ ॥ ৩ ॥

গণাস্ত্রোপ গায়ন্ত মারুতাঃ পর্জন্ত ঘোষিণঃ পৃথক্

সর্গা বর্ষস্ত বর্ষতো বর্ষন্ত পৃথিবীমনু ॥ ৪ ॥

শোভনমানুষ্যত ( প্রকৃষ্টদাতা ) মরুদেবগণ যুষ্টিবর্ষণ দ্বারা আমাদেরকে অনুগ্রহীত করেন । যুষ্টির জলে রস-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ওষধিসমূহের বীজাকুর উদগত হউক । বর্ষার দ্বারা-বিভূষিত ধরিত্রীতে নানাবিধ ওষধি উৎপাদিত হউক ॥ ২ ॥

\* \* \*

আমাদেরকে কর্তৃক স্তত হইয়া, হে দেবগণ । আপনারা দেবসমূহকে বেগযুক্ত জল-প্রবাহে পরিণত করিয়া পরিচালন করুন । বর্ষা-ধারা-বিভূষিত ধরিত্রীতে নানাবিধ বীরুধ অর্থাৎ ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি উৎপাদিত হউক । ৩ ॥

\* \* \*

হে পর্জন্যদেব । সাদ্রোপাদ সহ গর্জন বা আনন্দধ্বনি পূর্বক যুষ্টির কারণভূত বর্ষার রিধবারায় পৃথিবীকে আর্দ্রীভূত করুন । ভদ্বারা বহুদূর ফলশস্তে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৪ ॥

\* \* \*

উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রেঽশ্বেষো অর্কো নভ উৎ পাতয়াথ ।

মহাঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্ত ॥ ৫

অভি ক্রন্দ স্তনয়াদ্যৈদধিং ভূমিং পর্জন্ত্য পয়সা সমজি ।

ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষমাষারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্ ॥ ৬ ॥

সং বোবন্ত হৃদানব উৎসা অজগরা উত ।

মরুন্তিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্ত পৃথিবীমনু ॥ ৭ ॥

সমুদ্র হইতে বৃষ্টির জল উর্দ্ধদেশে প্রেরিত হউক। তাহাতে নভঃপ্রদেশে দীপ্তিমান উদক-সঞ্চার হইয়া পৃথিবীতে তাহা বর্ষিত হউক। ঋষভের ত্রায় ভৌষণ গর্জ্জনপূর্বক বায়ু-নিচালিত মেঘ-সম্বন্ধী জলরাশি পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করুক—খরিত্রী ওষধিতে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৫ ॥

\* \* \*

হে পর্জন্তদেব। (আপনার আগমনের বার্তা) মেঘগর্জ্জনে বিবোধিত হউক। আপনি সমুদ্রকে উদকদানে বিকোষিত করুন। মধুর বৃষ্টি প্রদানে ভূমিকে অভিসিক্তিত করুন। আপনার সৃষ্ট বর্ষণসমর্থ মেঘসমূহ আগমন করুক। ‘আষারৈষী’ অর্থাৎ সূর্য্য এবং ‘কৃশগুঃ’ অর্থাৎ রশ্মিসমূহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ুক ॥ ৬ ॥

হে মানবগণ। শোভনদানশীল দেবগণ, তোমাদিগকে (সংসারের সকল প্রাণিকে) বৃষ্টির দ্বারা শাস্তিদান করুন। বৃষ্টির বারিবর্ষণে স্থূল বারিপ্রবাহ উৎপাদিত হউক। মরুদেবগণ কর্তৃক সঞ্চালিত জলপূর্ণ মেঘসমূহ পৃথিবীতে বর্ষিত হউক ॥ ৭ ॥

\* \* \*

আশামাশাং বি দ্বোততাং বাতা বাস্ত দিশোদিশঃ ।

মরুস্তিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্ত পৃথিবীমনু ॥ ৮ ॥

আপো বিদ্যাদভ্রং বর্ষং সং বোবন্ত হৃদানব উৎস। অজগরা উত ।

মরুস্তিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ প্রাবন্ত পৃথিবীমনু ॥ ৯ ॥

অপামগ্নিস্তনুভিঃ সংবিদানো য ওষধীনামধিপা বভূব

স নো বর্ষং বনুতাং জাতবেদাঃ প্রাণং প্রজাত্যো অমৃতং দিবস্পরি ॥ ১০ ॥

দিকে দিকে দীপ্যমান বিদ্যাৎ স্মৃতি হউক । দিকে দিকে মেঘের উৎপাদনকারী বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত হউক । মরুদেবগণ কর্তৃক সঞ্চালিত মেঘসমূহ পৃথিবীতে বর্ষিত হউক ॥ ৮ ॥

\* \* \*

হে শোভনদানশীল দেবগণ ! আপনাদের সৃষ্টি 'অবাদি' পদার্থ অর্থাৎ মেঘস্থ জলরাশি, বিদ্যাৎ, উৎকর্ষণ মেঘ, বৃষ্টির জল এবং অজগরসমানাকৃতি বারিপ্রবাহ, অগতঃ পরিভূক্ত করুক । মরুদেবগণ কর্তৃক প্রেরিত মেঘসমূহ পৃথিবীকে প্লাবিত করুক । ৯ ॥

\* \* \*

মেঘরূপ মেঘে বিদ্যমান বিদ্যাভাগি-সমূহের, ওষধিসমূহের অর্থাৎ উৎপৎস্তমানদিগের মূল-তত্ত্বজ জাতবেদা, দ্র্যলোক হইতে আমাদিগের পক্ষে জীবনপ্রদ ও অমৃতদাতা হউন ॥ ১০ ॥

\* \* \*

প্রজাপতিঃ সনিতাদা সমুদ্রোদাপ ঐরয়ম্ দধিমর্দয়াতি ।

প্র প্যায়তা বৃষ্ণো অশ্বস্ত রেতোহর্কোঙেতেন স্তনয়িত্ব নেহি ॥ ১১ ॥

অপো নিষিঞ্চমসুরঃ পিতা নঃ স্বসস্ত গর্গরা অপাং বরুণাব নীচীরপঃ সৃজ

বদন্ত পৃথিবাহবো মণ্ডকা হরিণানু ॥ ১২ ॥

সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ ।

বাচং পর্জন্তজিহ্বিতাং প্র মণ্ডকা অবাদিযুঃ ॥ ১৩ ॥

প্রজাগণের পালক বৃষ্টিপ্রদ সঘৎসরাত্মক প্রজাপতি স্বর্ঘ্যদেব ব্যাপনশীল সমুদ্র হইতে উদকসমূহকে বৃষ্টির জন্ত প্রেরণ করিয়া রশ্মিসমূহের দ্বারা পীড়ন করুন । অশ্বের ত্রায় গতি-  
বিশিষ্ট ব্যাপনশীল মেঘের বৃষ্টিউৎপাদনভূত বীর্ঘ্য প্রবদ্ধিত করুন এবং সেই প্রবুদ্ধবীর্ঘ্য মেঘের  
সহিত, হে পর্জন্তদেব, আপনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ১১ ॥

\* \* \*

‘অসুর’ ( মেঘসমূহের প্রেরক অথবা বৃষ্টিজলের দ্বারা প্রাণপ্রদ, জলের উৎপাদক স্বর্ঘ্য ) বৃষ্টি-  
দক বর্ষণ করুন । তাহাতে উদকসমূহের স্বর্ঘ্যধ্বনিযুক্ত প্রবাহসমূহ উচ্চুসিত হউক । হে বরুণ-  
দেব ! আপনিও ভূমিতে সঞ্চরণশীল জলকে মেঘ হইতে নির্মুক্ত করুন । তাহাতে শ্বেতবাহু-  
যুক্ত ভেকসমূহ বৃষ্টির জলে নবজীবন লাভ করিয়া, নিস্তীর্ণ ভূমিতে শব্দ করিতে থাকুক ॥ ১২ ॥

\* \*

ব্রতচারী ব্রাহ্মণের ত্রায় সঘৎসরকাল বাতাতপত্বক ভেকগণ, সঘৎসরান্তে বৃষ্টির জলে লব্ধ-  
সংজ্ঞ হইয়া, পর্জন্তের প্রীতিকর শব্দ করিতে আরম্ভ করুক । আর, তাহাদের সেই প্রীতি-  
কর স্বর্ঘ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া পর্জন্তদেব তুষ্টিলাভ করুন । ১৩ ॥

\* \* \*

উপপ্রবদ মণ্ড কি বর্ষমা বদ তাহুরি ।

মধ্যে হ্রদস্ত গ্নবস্ত বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥ ১৪ ॥

খণ্ধখাঐ ঠৈমখাঐ মধ্যে তহুরি ।

বর্ষং বনুধ্বং পিতরো মরুতাং মন ইচ্ছতঃ ॥ ১৫ ॥

মহাস্তং কোশমুদচাভি ষিঞ্চ সবিস্মৃতং ভবতু বাতু বাতঃ ।

তস্মতাং যজ্ঞং বহুধা বিস্মৃতা অনন্দিনীরোমধয়োঃ ভবন্ত ॥ ১৬ ॥

মণ্ডুকি হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দধ্বনি করুক । তাহুরি বৃষ্টিতে আহ্বান করুক অর্থাৎ তাহাদের ধ্বনি শব্দ শুনিলে বৃষ্টি হয়, সেইরূপভাবে তাহারা বর্ষণ ধ্বনি করুক । বৃষ্টির জলের দ্বারা হ্রদ পূর্ণ হইলে, সেই হ্রদের মধ্যে আপনাদের চারিটা পদ গ্নবের জায় প্রসারিত করিয়া তাহারা যথেষ্টভাবে আনন্দে বিচরণ করুক ॥ ১৪ ॥

\* . \*

হ্রদমধ্যে বর্তমান খণ্ধখাই, ঠৈমখাই ও তাহুরি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ভেকগণ আনন্দধ্বনি করিয়া বৃষ্টির আকাজ্জা করুক ; বৃষ্টিকামনাকারী সেই মণ্ডুকগণ বৃষ্টি আনয়ন করুক ॥ ১৫ ॥

\* . \*

পর্জ্যঐদেব মেঘরূপ কোশ বা আবরণ উন্মোচন করিয়া, বর্ষার জল বর্ষণে ভূমিকে অভিষিক্ত করুন । অন্তরিক বিদ্যুৎপূর্ণ হউক ; বৃষ্টির অমুকুল বায়ু প্রবাহিত হউক, বৃষ্টির দ্বারা বহুপ্রকারে প্রেরিত উলকরাশি যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অমুকুল হউক ; ওষধি অর্থাৎ ত্রীহ্রিয়বাদি এবং অরণ্যজাত তরুণ্ডাদি আনন্দদায়ক বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত হইয়া হর্ষযুক্ত হউক ॥ ১৬ ॥



# জ্ঞানবেদ ।

## বিবিধ কার্য্যে জাপ্য-মন্ত্ৰ ।

— \* —

মানুষের অভাব অভিযোগ অশান্তির অন্ত নাই। কি অভাব, কি অভিযোগ, কি অশান্তি—চিন্তা করিতে গেলে—তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা যায় না। সকল প্রকার অভাব অভিযোগ অশান্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায় বেদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু সে বড় বিষম কঠোর কুচ্ছসাধ্য ব্যাপার ! মানুষের প্রচেষ্টা সে পথে অগ্রসর হইতে পারে না। হুতরাং অল্প অল্প করিয়া এক একটি করিয়া অভাব-বিদূরনের জন্মই তাহার প্রধানতঃ প্রযত্নপর হয়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, অভিযোগের বিষয় অনন্ত হইয়া পড়ে ; হুতরাং তাহার মধ্যে যে অভিযোগটি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা দূরীকরণ জন্মই মানুষ প্রথম প্রযত্নপর হয়। অশান্তির জ্বালামালা চারিদিক বেষ্টিত করিয়া আছে। তাহারই যে কোনও একটি জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার জন্ম মানুষ আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া ছুটে।

এই প্রসঙ্গে আমরা মানুষের কয়েক প্রকার অভাব অভিযোগ অশান্তি দূরীকরণের পন্থা নির্দেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছি। অসংখ্য অনন্ত অভাব অভিযোগ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া মানুষ তাহার মধ্যকার দুই একটির প্রতিকার পক্ষে চেষ্টা পাইতে পারে। সেই চেষ্টাই মানুষ প্রথমে করিয়া দেখুক। তাহাতে সফলকাম হইলে, ক্রমশঃ সকল অশান্তির মূল-কারণ দূরীকরণের পথ দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভা হইবে।

### শাস্ত্রে বিশ্বাস উৎপাদনের মন্ত্র ।

মন্ত্র-জপের পূর্বে শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস উৎপাদন আবশ্যক । শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, সদাই সংশয়চিত্ত,—এ অবস্থায় মন্ত্র-জপ নিরর্থক হয় । তাই কোনও মন্ত্র-জপের পূর্বে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস-স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করা আবশ্যক । মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মত এই যে,—নিম্নোক্ত মন্ত্রটী ( ঋগ্বেদ, ৪র্থ অষ্টক, ৭ম অধ্যায়, ১৩শ বর্গ ) জপ করিলে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জন্মে ।

\* \* \*

ওঁ । অহেলমান উপযাহি যজ্ঞং তুভ্যং পবন্ত ইন্দবঃ স্তুতাসঃ ।

গাবো ন বজ্রিন্‌স্বমোকো অচ্ছেদ্রাগহি প্রথমো যজ্ঞিয়ানাম্ ॥

\* \* \*

হৃদয়ে সঙ্ঘতাব-সংসার পূর্বক অসংপ্রতিবন্ধক বজ্রধারী দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে । অন্তর নির্মল হউক, হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান হউক,—মন্ত্রের ইহাই কামনা ।

এই মন্ত্রটী প্রতিদিন এক শত বার জপ করিতে হইবে । তাহা হইলে, শাস্ত্রের প্রতি সর্বপ্রকার সংশয় নাশ হইয়া, শাস্ত্র-বিষয়ে যথার্থ বুদ্ধি আসিবে ।

### পতিগৃহে শ্রীতিবর্দ্ধনের মন্ত্র ।

নিম্নে চারিটী মন্ত্র প্রকটিত হইল । এই মন্ত্র-কয়েকটী ( অর্থর্ববেদ-সংহিতা, ১ম কাণ্ড, ৩য় অঙ্কবাক, ৩য় সূক্ত, ১—৪ মন্ত্র ) জ্ঞীর বা পুরুষের হৃভাগ্য নিবারণের জন্ত বিহিত । যে জ্ঞী কখনও পতির গৃহে আশ্রয় পান না, যে জ্ঞীর প্রতি তাঁহার পতি বিরূপ ও বিরক্ত, এই মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়ার ফলে সেই জ্ঞী পতির স্নেহনে পতিত হইবেন এবং পতিগৃহে আশ্রয় পাইবেন । অপিচ, এই মন্ত্রের প্রভাবে পুরুষেরও সৌভাগ্যোদয় হইবে ।

ওঁ । ভগমস্তা বর্চ আদিয়াধি বৃক্ষাদিব অজং

মহাবুধ ইব পর্বতো জ্যোক্ পিতৃষাস্তাং ॥ ১ ॥

এষা তে রাজন্ কন্যা বধুনি ধূয়তাং যম।

স। মাতুর্বধ্যতাং গৃহেথো ভাতুরথো পিতুঃ ॥ ২ ॥

এষা তে কুলপা রাজন্ তামু তে পরি দদ্মসি।

জ্যোক্ত পিতৃষাসাতা অ। শীর্ষঃ সমোপ্যাৎ ॥ ৩ ॥

অসিতস্ত তে ব্রহ্মণা কশ্যপস্ত গয়স্ত চ।

অস্ত্রঃকোশমিব জাময়োপি নহামি তে ভগং ॥ ৪ ॥

### সুপ্রসবের মন্ত্র।

নিম্নোক্ত ছয়টি মন্ত্র ( অথর্ববেদ-সংহিতা, ১ম কাণ্ড, ২য় অঙ্কবাক, ৫ম সূক্ত, ১—৬ মন্ত্র ) সুপ্রসব কার্যে ব্যবহৃত হয়। গর্ভিণী গর্ভযন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পাইতেছেন, সেই সময় যথাবিধি দেবপূজনানন্তর এই সূক্তের মন্ত্র-কয়টি উচ্চারণ-পূর্বক শাস্তিভুল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। গর্ভিণীর মস্তক নীতোক শাস্তিভুলে দিক্ত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ সুপ্রসব হয়।

ওঁ। বষট্ তে পুষ্পমস্মিন্ সূতাবর্যমা হোতা কৃণোতু বেধাঃ।

দিস্রতাং নার্যুত প্রজাতা বি পর্বাণি জিহতাং সূতবা উ ॥ ১

চতশ্রোঃ দিবঃ প্রদিশশ্চতশ্রো ভূম্যা উত।

দেবা গর্ভং সন্মৈরয়ন্ তং ব্যুর্ন্ববন্ত সূতবে ॥ ২ ॥

সূষা ব্যুর্গোহু বি যোনিং হাপয়ামসি ।

অথয়া সূষণে ত্বমেব ত্বং বিক্লে সৃজ ॥ ৩ ॥

নৈব মাংসে ন পিবসি নৈব মজ্জস্বাহতং ।

অবেতু পুন্নি শেবলং শুনে জরাযুত্তবেহব জরায়ু পত্ততাং ॥ ৪ ॥

বি তে ভিনদ্বি মেহনং যোনিং বি গবীনিকে ।

বি মাতরং চ পুত্রং চ বিকুমারং জরায়ুনাব জরায়ু পত্ততাং ॥ ৫ ॥

যথা বাতো যথা মনো যথা পতন্তি পক্ষিণঃ ।

এবা ত্বং দশমশ্চে সাকং জরায়ুনা পতাব জরায়ু পত্ততাং ॥ ৬ ॥

### গবাদির ব্যাধি-বিনাশ মন্ত্র ।

গবাদি পশু নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয় । তাহাদের পীড়ায় বা কষ্টের বিষয় তাহারা মানুষের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না । যদিও নানা কালে নানারূপ পশু-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বাক্শক্তিহীন পশুর চিকিৎসা বড়ই কঠিন ।

অথর্ববেদে পশ্বাদির চিকিৎসা-বিষয়ে নানাবিধ মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় । তাহারই মধ্য হইতে প্রথম কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ সূক্তের চারিটা মন্ত্র পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা যাইতেছে ।

ও অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং ।

মধুনা পয়ঃ ॥ ১

উপ সূর্যো যাতির্বা সূর্য্যঃ সহ

তা নো হিষস্বধ্বরং ॥ ২ ॥

অপো দেবীরূপ হ্রয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ

সিন্ধুভ্যঃ কত্বং হবিঃ ॥ ৩ ॥

অপ্‌স্বাস্তরস্বতমপ্সু ভেষজং ।

অপায়ুত প্রশস্তিভিরখা ভবথ বাজিনো গাবো ভবথ বাজিনীঃ ॥ ৪ ॥

\* . \*

‘অম্বয়ো যন্তি’ প্রভৃতি উক্ত চারিটি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক লবণ-মিশ্রিত জল অথবা কেবল-মাত্র জল গোজাতিকে পান করাইতে হইবে ; তাহাতে তাহাদের সর্কবিধ ব্যাধি-নাশ ও পুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে । গোজাতির রোগ উপশমন ও পুষ্টি-প্রসাধন পক্ষে পুষ্কোদ্ধ ত মন্ত্র-কয়েকটি অশেষ কলোপকারক বলিয়া উল্লিখিত হয় ।

# জ্ঞানবেদ ।

## সর্বশান্তি-কামনায় জাপ্যমন্ত্র ।

নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মর্মার্থ অবগত হইয়া চিত্ত-বৃত্তিকে তদনুসারী করিতে পারিলে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বলিয়াছেন,—এই এক মন্ত্র-জপেই সর্বপ্রকার শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । মন্ত্রটী এই,—

\* . \*

ওঁ । ভদ্রং কণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমান্ভির্ষজদ্রাঃ ।

শ্বিরৈরঙ্গৈস্তক্‌বাসন্তনুভির্ব্যাশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

( ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গ ; ১ মণ্ডল, ১৪ অনুবাক, ৮৯ সূক্ত ) ।

\* . \*

মর্ম্মানুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘দেবাঃ’ ( কীর্তিমানাদিগুণোপেতাঃ সর্বের দেবাঃ, হে দেবতাবাঃ ইত্যর্থঃ ) যুগ্মৎ-প্রসাধাৎ  
‘কণেভিঃ’ ( অঙ্গদ্বয়ৈঃ শ্রোত্রৈঃ ) ‘ভদ্রং’ ( ভজনীয়ং কল্যাণবচনং, ভগবৎসম্বন্ধিমানং, ভগবৎকথাং  
ইত্যর্থঃ ) ‘শৃণুয়াম’ ( শ্রোতুং সমর্থ্যঃ জাম ) ; দেবভ্যাবপ্রভাবেন অঙ্গ্যকং শ্রোত্রঃ সর্বেষ

ভগবৎকথামৃতশ্রবণপরঃ ভবতু—ইতি আকাজ্জা; ‘যজ্ঞজাঃ’ (হে যজ্ঞনীরঃ, আকাজ্জগীরঃ অমুসরগীরঃ বা দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) যুগ্মপ্রসাদাৎ ‘অক্ষতিঃ’ (আত্মারৈঃ চক্ষুভিঃ) ‘ভজ্ঞঃ’ (নুশোভনং—ভগবৎরূপং) ‘পশ্চৈম’ (দ্রষ্টুং সমর্থঃ তাম্); দেবত্বপ্রভাবেন অম্মাকং চক্ষু সদৈব শোভনভগবন্ত্যস্তির্দর্শনসমর্থঃ ভবতু ইতি আকাজ্জা। অপিচ, হে দেবাঃ। যুগ্মপ্রসাদাৎ ‘হিরৈঃ’ (অচকলৈঃ, ভগবৎপরায়ণৈঃ ইত্যর্থঃ) ‘অদৈঃ’ (হস্তপদাদিভিঃ বহিরবয়বৈঃ স্কুলদেহৈঃ ইত্যর্থঃ) তথা ‘ভনুভিঃ’ (শরীরৈঃ—অন্তরাদিসমম্বিতৈঃ, আভ্যন্তরদেহৈঃ, সূক্ষ্ম-শরীরৈঃ ইত্যর্থঃ) যুক্তাঃ সন্তঃ বয়ং ‘তুষ্টিবাংসঃ’ (ভগবন্তং স্তবন্তঃ, দেবভাবান্ অমুসরন্তঃ) ‘দেবহিতং’ (দেবকার্যে রতং, ভগবতি উৎসৃষ্টকর্ম ইত্যর্থঃ) ‘যৎ’ (শ্রেষ্ঠং অভিলষিতং) ‘আয়ুঃ’ (জীবনং) ‘ব্যশেম’ (প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—হে দেবাঃ। যুগ্মাকমমু-কম্পয়া অম্মাকং জীবনং ভগবৎপরায়ণং ভগবদ্ভদ্রেণ বিহিতকর্মপরং ভবতু ইতি আকাজ্জা।

\* \* \*

বদানুবাদ।

দীপ্তিদানাদি-গুণবিশিষ্ট সকল দেবগণ অর্থাৎ হে দেবভাবসমূহ। আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের কর্ণ-সমূহের দ্বারা আমরা যেন ভজ্ঞনীর কল্যাণবচন অর্থাৎ ভগবন্ত্যহিমা ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে সমর্থ হই; (আকাজ্জা এই যে - দেবভাবপ্রভাবে আমাদের শ্রোত্র সদাকাল যেন ভগবৎকথামৃত শ্রবণপরায়ণ হয়); যজ্ঞনীর আকাজ্জগীর অমুসরগীর হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ। আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের চক্ষু-সমূহের দ্বারা আমরা যেন নুশোভন ভগবানের রূপ দেখিতে সমর্থ হই; (আকাজ্জা এই যে,—দেবত্ব-প্রভাবে আমাদিগের চক্ষু সদাকাল শোভন ভগবন্ত্যস্তির্দর্শনে সমর্থ হউক)। আর, হে দেবগণ। আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের অচকল অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হস্তপাদি বহিরবয়ব-সমূহের দ্বারা (স্কুলদেহের দ্বারা) এবং অন্তরাদি-সমম্বিত আভ্যন্তরীণ শরীরের দ্বারা (সূক্ষ্মদেহের দ্বারা) যুক্ত হইয়া, আমরা ভগবানের স্তুতি করিতে করিতে অর্থাৎ দেবভাব-সমূহের অমুসরণ করিতে করিতে, দেবকর্মে রত অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্টকর্ম শ্রেষ্ঠ অভিলষিত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ। আপনাদিগের অমুকম্পায় আমাদিগের জীবন ভগবৎপরায়ণ ভগবদ্ভদ্রেণ বিহিতকর্মপর হউক—এই আকাজ্জা)।

\* \* \*

যেন তাঁরই কথা শুনি, যেন তাঁরই রূপ দেখি, যেন তাঁরই কার্যে দেহ-মন সমর্পণ করিতে পারি,—আমাদিগের মধ্যে দেব-ভাবের বিকাশ হইয়া আমাদিগের সেইরূপ জীবন প্রস্ফুট হউক। ইহাই প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্যার্থ।



পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্মা মহাশয়ের সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত

**ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—**

**চারি বেদই সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।**

— \* —

স্বন্দর স্ফূর্তি বাঁধাই করা ৩৯ খণ্ডে বা 'ভনুমে' সম্পূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থের  
মূল্য মায় 'ডেলিভারি' খরচা—৬৪৩ টাকা।

— . —

কিন্তু এক সঙ্গে এত টাকা দিয়া

"চতুর্বেদ" সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইবে না ;

— তাই —

সকলের সকল সামর্থ্যের উপযোগী করিয়া বেদ  
সরবরাহের নিম্নরূপ ব্যবস্থা করিলাম।

— • —

[ পর পৃষ্ঠা দেখুন। ]



প্রথম প্রস্তাব—

## “ঋগ্বেদ-সংহিতা” সম্বন্ধে ।

সমগ্র ‘ঋগ্বেদ-সংহিতা’ সুন্দররূপে বাইণ্ডিং করা ১৬ খণ্ডে ( ভলুমে ) সম্পূর্ণ।

এই ১৬ খণ্ডের মূল্য—‘ডেলিভারি’ খরচ সমেত—২৬৮/ ছই শত আটষট্টি টাকা ।

কিন্তু এই ২৬৮/ টাকা চারি বৎসরে দিতে পারিবেন ।

পুস্তক-গ্রহণকালে মাত্র ২০/ কুড়ি টাকা এবং পরে প্রতি মাসে ৫/ টাকা হিসাবে অথবা বৎসরে

৬০/ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়া গ্রাহকগণ চারি বৎসরে মূল্য পরিশোধ করিবেন ।

অর্থাৎ,

প্রথমে মাত্র ২০/ টাকা প্রদান করিলে ২৬৮/ টাকা মূল্যের  
সুন্দর বাইণ্ডিং করা ১৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ ‘ঋগ্বেদ-সংহিতা’  
ঘরে বসিয়াই প্রাপ্ত হইবেন ।

পরে ক্রমে ক্রমে বাকি টাকা পরিশোধ করিবেন ।

— • —

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

## “যজুর্বেদ-সংহিতা” সম্বন্ধে ।

শুষ্ক ও কৃষ্ণ—উভয় মিলিয়া, যজুর্বেদ সংহিতা সুন্দর বাইণ্ডিং করা নয় ‘ভলুমে’ বা

খণ্ডে সম্পূর্ণ । এই নয় ‘ভলুমে’ যজুর্বেদ-সংহিতার মূল্য—‘ডেলিভারি’

খরচ সমেত—১৫৩/ এক শত ত্রিগ্নান্টি টাকা ।

কিন্তু এই ১৫৩/ টাকা ২৥০ বৎসরে দিতে পারিবেন ।

পুস্তক-গ্রহণকালে মাত্র ১০/ দশ টাকা এবং পরে প্রতি মাসে ৫/ পাঁচ টাকা হিসাবে অথবা

বৎসরে ৬০/ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়া গ্রাহকগণ মূল্য পরিশোধ করিবেন ।

অর্থাৎ,

প্রথমে মাত্র ১০/ টাকা প্রদান করিলেই সুন্দর বাইণ্ডিং  
করা ৯ খণ্ডে ( ভলুমে ) সম্পূর্ণ ‘যজুর্বেদ-সংহিতা’  
ঘরে বসিয়াই প্রাপ্ত হইবেন ।

পরে ক্রমে ক্রমে বাকি টাকা পরিশোধ করিবেন ।

## তৃতীয় প্রস্তাব—

## “সামবেদ-সংহিতা” সম্বন্ধে ।

সমগ্র “সামবেদ-সংহিতা” সুন্দর বাইণ্ডিং করা ৯ খণ্ডে ( ভলুমে ) সম্পূর্ণ ।

এই নয় খণ্ড সামবেদ-সংহিতার মূল্য — ‘ডেলিভারি’ খরচা সমেত—

১৩৭ এক শত সাঁইত্রিশ টাকা ।

কিন্তু এই ১৩৭ টাকা দুই বৎসর তিন মাসে  
পরিশোধ করিতে পারিবেন ।

পুস্তক-গ্রহণকালে মাত্র ১০ দশ টাকা এবং পরে প্রতি মাসে ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে অথবা  
বৎসরে ৬০ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়া গ্রাহকগণ মূল্য পরিশোধ করিবেন ।

অর্থাৎ,

প্রথমে মাত্র ১০ দশ টাকা প্রদান করিলেই সুন্দর  
বাইণ্ডিং করা ৯ খণ্ডে ( ভলুমে ) সম্পূর্ণ “সামবেদ-সংহিতা”  
ঘরে বসিয়া প্রাপ্ত হইবেন ।

পরে ক্রমে ক্রমে বাকি টাকা পরিশোধ করিবেন ।

— \* —

## চতুর্থ প্রস্তাব—

## “অথর্ববেদ-সংহিতা” সম্বন্ধে ।

সমগ্র “অথর্ববেদ-সংহিতা” সুন্দর বাইণ্ডিং করা ৫ পাঁচ খণ্ডে ( ভলুমে ) সম্পূর্ণ ।

এই পাঁচ খণ্ড অথর্ববেদের মূল্য — ‘ডেলিভারি’ খরচ সমেত— ৮৫ পাঁচাশী টাকা ।

কিন্তু এই ৮৫ পাঁচাশী টাকা দেড় বৎসরে দিতে পারিবেন

পুস্তক গ্রহণ-কালে মাত্র ১০ দশ টাকা এবং পরে প্রতি মাসে ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে অথবা  
বৎসরে ৬০ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়া গ্রাহকগণ মূল্য পরিশোধ করিবেন ।

অর্থাৎ,

প্রথমে মাত্র ১০ দশ টাকা প্রদান করিলেই সুন্দর  
বাইণ্ডিং করা পাঁচ খণ্ডে ( ভলুমে ) সম্পূর্ণ “অথর্ববেদ-  
সংহিতা” ঘরে বসিয়া প্রাপ্ত হইবেন ।

পরে ক্রমে ক্রমে বাকি টাকা পরিশোধ করিবেন ।

পঞ্চম প্রস্তাব—

ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব—চারি বেদ  
এক সঙ্গে লওয়ার  
ইচ্ছা হইলে,

অর্থাৎ, সুন্দর বাইণ্ডিং করা ৩৯ উনচল্লিশ ‘ভঙ্গুমে’ সম্পূর্ণ যে চতুর্বেদের মূল্য—যায়  
ডেলিভারি খরচ—৬৪৩৭ ছয় শত তেতাশ্লিশ টাকা  
তাহা এখনই লওয়ার ইচ্ছা করিলে,

ঐ ৬৪৩৭ টাকা পাঁচ বৎসরে দিতে পারিবেন।

নিয়ম করা গেল এই যে,

- এক সঙ্গে চারি বেদ গ্রহণেচ্ছগণ পুস্তক গ্রহণ-কালে ৫০৭ পঞ্চাশ টাকা এবং পরে  
প্রতি মাসে ১০৭ দশ টাকা হিসাবে অথবা বৎসরে ১২০৭ টাকা  
হিসাবে প্রদান করিয়া মূল্য পরিশোধ করিবেন।

অর্থাৎ,

প্রথমে মাত্র ৫০৭ পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিলেই সুন্দর  
বাইণ্ডিং করা সুদৃশ্য ৩৯ উনচল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬৪৩৭  
টাকা মূল্যের ‘চতুর্বেদ’ ঘরে বসিয়া প্রাপ্ত হইবেন।

পরে ক্রমে ক্রমে বাকি টাকা পরিশোধ করিবেন।

[ দ্রষ্টব্য :—কোন বেদ কিরূপ ব্যাখ্যাতির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে,  
পরবর্তী পৃষ্ঠায় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখুন। ]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী শর্মা, ‘চতুর্বেদের’ প্রকাশক।  
পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

# সামবেদ-সংহিতা।

( সমগ্র “সামবেদ-সংহিতা”—সুন্দর বাইণ্ডিং ৯ নয় ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ । )

- ( ১ ) আগ্নেয় ও ঐন্দ্র পর্ব—সুন্দর বাইণ্ডিং করা দুই ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ । উহাতে মূল, স্বরচিহ্ন, গায়-গান, সায়ণ-ভাষ্য, পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্মা মহাশয়ের কৃত বিদ্বত মন্ত্যাসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ—সমালোচনা ও বিশদার্থ, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে । মূল্য—প্রতি ভলুম ১৬/ বোল টাকা হিসাবে—দুই ভলুম ৩২/ বত্রিশ টাকা ।
- ( ২ ) পবমানাদি পর্ব—মাত্র মূল ও সায়ণ-ভাষ্য সংবলিত—এক খণ্ড—মূল্য ৮/ আট টাকা ।
- ( ৩ ) পবমান-পর্ব, আয়্যাক-পর্ব ইত্যাদি—মূল, স্বরচিহ্ন, পদ-পাঠ, গায়-গান ও সায়ণ-ভাষ্য, পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের কৃত মন্ত্যাসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও বিশদার্থ প্রভৃতি সমেত । মূল্য—চতুর্থ হইতে নবম—৬ খণ্ডের মূল্য ৮৮/ অষ্ট-আশী টাকা ।
- সমগ্র ‘সামবেদ-সংহিতার’ ৯ নয় খণ্ডের মূল্য ১২৮/ টাকা । ডেলিভারি খরচ ৯/ টাকা মোট ১৩৭/ এক শত সাঁইত্রিশ টাকা ।

## ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

[ আট অষ্টক—সুন্দররূপে বাইণ্ডিং করা ১৬ বোল ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ । ]

- ( ১ ) প্রথম অষ্টক । আট অধ্যায় । সুন্দর বাইণ্ডিং করা আট ভলুমে সম্পূর্ণ । উহাতে মূল, স্বরচিহ্ন, পদপাঠ, সায়ণ-ভাষ্য, পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের কৃত মন্ত্যাসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ—সমালোচনা ও বিশদার্থ—সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে ।
- মূল্য—প্রথম অধ্যায় এক ভলুম ২০/ কুড়ি টাকা । দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সাত অধ্যায়—সাত ভলুম । উহার প্রতি ভলুম ১৬/ বোল টাকা হিসাবে সাত ভলুমের মূল্য ১১২/ এক শত বার টাকা ।
- ( ২ ) দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সাত অষ্টক সুন্দর বাইণ্ডিং করা সাত ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ ।
- উহাতে মূল, স্বরচিহ্ন, পদপাঠ ও সায়ণ-ভাষ্য আছে ।
- মূল্য—প্রতি ‘ভলুম’ ১৬/ বোল টাকা হিসাবে সাত ভলুম ১১২/ এক শত বার টাকা ।
- ( ৩ ) পরিশিষ্ট—১ খণ্ড—৮/ আট টাকা ।
- এইরূপে সুন্দর বাইণ্ডিং করা বোল ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ সমগ্র ‘ঋগ্বেদ-সংহিতার’ মূল্য ২৫২/ দুই শত বায়ান্ন টাকা । ডেলিভারি খরচ ১৬/ টাকা । মোট মূল্য ২৬৮/ টাকা ।

## যজুর্বেদ-সংহিতা।

[ (১) শুক্ল-যজুর্বেদ—সুন্দর বাইণ্ডিং করা দুই ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ। ]

(১) প্রথম হইতে পঞ্চম অধ্যায়। এক ‘ভলুম’। মূল, স্বরচিহ্ন, মহৌষ্যের ভাষ্য, মন্ত্রাঙ্কসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ—পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় কৃত বিদ্যুত ব্যাখ্যা ও বিশদার্থ—সংস্কৃতে ও বঙ্গভাষায়। মূল্য—১৬ টাকা।

(২) অধ্যায়—ষষ্ঠ হইতে চত্বারিংশৎ। মূল, স্বরচিহ্ন, ও মহৌষ্যের ভাষ্য। এক ভলুম। মূল্য—১৬ টোল টাকা।

\* \* \*

[ (২) কৃষ্ণ-যজুর্বেদ—সুন্দর বাইণ্ডিং করা সাত ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ। ]

(১) উহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে মূল, পদ-পাঠ, স্বরচিহ্ন, সায়ণ-ভাষ্য, পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের কৃত মন্ত্রাঙ্কসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ—সমালোচনা ও বিশদার্থ—সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় আছে।

মূল্য—প্রথম ও দ্বিতীয় দুই খণ্ডের ১৬ হিসাবে ৩২, বত্রিশ টাকা।

(২) তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত পাঁচ খণ্ডে মূল, পদ-পাঠ, স্বরচিহ্ন ও সায়ণ-ভাষ্য আছে। মূল্য—প্রতি খণ্ড ১৬ টোল টাকা হিসাবে পাঁচ খণ্ড ৮০, আশী টাকা।

“শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতা” ও “কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতা”—এই উভয় বেদের ৯ নম্বর খণ্ডের মূল্য মাত্র ডেলিভারি খরচা ১৫৩, এক শত ত্রিগ্নান টাকা।

\* \* \*

## অথর্ববেদ-সংহিতা।

( সুন্দর বাইণ্ডিং করা পাঁচ ‘ভলুমে’ সম্পূর্ণ। )

(১) প্রথম কাণ্ড। এক ‘ভলুম’। মূল, স্বরচিহ্ন, পদ-পাঠ, সায়ণ-ভাষ্য, মন্ত্রাঙ্কসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ—পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় কৃত বিদ্যুত ব্যাখ্যা ও বিশদার্থ—সংস্কৃতে ও বঙ্গভাষায়। মূল্য ১৬ টোল টাকা।

(২) দ্বিতীয় হইতে বিংশ কাণ্ড। চারি ‘ভলুম’। মূল, স্বরচিহ্ন, পদ-পাঠ ও সায়ণ-ভাষ্য সমেত। মূল্য—দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত চারি ভলুম ১৬ টোল টাকা হিসাবে ৬৪, চৌষট্টি টাকা।

এইরূপে সম্পূর্ণ সমগ্র ‘অথর্ববেদ-সংহিতার’ মূল্য ৮০, আশী টাকা। ডেলিভারি খরচ ৫, পাঁচ টাকা লাগিবে। মোট ৮৫, পঁচাশী টাকা।

সমগ্র চারি বেদের সম্পূর্ণ ৩৯ ভলুমে মূল্য মাত্র ডেলিভারী খরচা মোট ৬৪৩, ছয় শত তেতাল্লিশ টাকা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্মা মহাশয়ের প্রণীত  
সেই অমূল্য অপূর্ব গ্রন্থ

# পৃথিবীর ইতিহাস।

প্রতি স্কুলে, প্রতি লাইব্রেরীতে এই ‘পৃথিবীর ইতিহাস’  
রক্ষিত হওয়া আবশ্যক ।

\* \* \*

পাণ্ডিতগণ একবাক্যে বলেন,—

“যে লাইব্রেরীতে এই ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ নাই, সে লাইব্রেরী অসম্পূর্ণ।”

## “PRITHIBIR ITIHASA”

BY

PUNDIT DURGADAS LAHIRI.

1. It is a unique publication never before attempted in any of the Indian languages.
2. The Calcutta University has purchased a few sets of the “PRITHIBIR ITIHASA” for the use of the University.
3. The Hon’ble the Director of Public Instruction, Bengal and Behar, has recommended the “Prithibir Itihasa” as Prize and Library books for all grades of Schools.
4. The Political Agent of Angul and Orissa Feudatory States has also recommended the ‘Prithibir Itihasa’ as Prize and Library Books for all grades of schools.
5. High officials, educationists and leading members of the society are unanimous in their opinion as to the importance and usefulness of the publication.
6. In the first Eight volumes of the “Prithibir Itihasa” you will find the true and elaborate History of Ancient India. Each volume is replete with historical and antiquarian researches, full of interest. Each volume is complete in itself. Each volume is separate.

PRICE of Each volume is Rs. 10/- Rupees Ten only.

Delivery charge for each volume is Re. 1/- one extra.

Price for Eight Volumes (Ancient India) including delivery charges is Rs. 88/- Rupees Eighty-eight only.

Sri Dhirendranath Lahiri Sarma, Publisher.

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্মা মহাশয়ের প্রণীত



## “পৃথিবীর ইতিহাস” সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য।

১। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত “পৃথিবীর ইতিহাস” আট খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

২। ঐ আট খণ্ড “পৃথিবীর ইতিহাসে” প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবিধ জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব বিবৃত আছে; সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বহু প্রাচীন জনপদের নিগূঢ় তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

৩। কত অর্থব্যয়ে, কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রমে, এক এক খণ্ড “পৃথিবীর ইতিহাস” মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে—চক্ষে না দেখিলে কেহই তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

৪। প্রতি খণ্ড “পৃথিবীর ইতিহাসকে” এক এক খানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। যে কোনও এক খণ্ড এই “পৃথিবীর ইতিহাস” ঘরে থাকিলে, বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

৫। প্রতি খণ্ড “পৃথিবীর ইতিহাস” স্বতন্ত্রভাবে সুন্দর কাপড়ে সুন্দররূপে বাইণ্ডিং করা। দৃশ্যতঃ প্রতি খণ্ডই এক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত।

৬। “পৃথিবীর ইতিহাসের” প্রতি খণ্ডই

হটপাত ও নির্ঘণ্ট (index) আছে সুতরাং স্বতন্ত্রভাবেই প্রতি খণ্ডের উপযোগিতা অনুভূত হইবে।

৭। প্রতি খণ্ড “পৃথিবীর ইতিহাসের” মূল্য ০৭ দশ টাকা; প্রতি খণ্ডের ডাক-মান্ডলাদি ব্যয় এক টাকা। বাঁহার যে খণ্ড ইচ্ছা, তিনি সেই খণ্ডই ক্রয় করিতে পারেন। উক্ত আট খণ্ডের মূল্য মায় ডাক-ব্যয় ৮৮/- অষ্ট-আশী টাকা।

৮। প্রতি লাইব্রেরীতেই এই “পৃথিবীর ইতিহাস” রক্ষা করা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন—“যে লাইব্রেরীতে এই ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ নাই, সে লাইব্রেরী অসম্পূর্ণ।”

৯। যেখানে যে বিদ্যালয় আছে, সকল বিদ্যালয়ে এই “পৃথিবীর ইতিহাস” গৃহীত ও রক্ষিত হওয়া কর্তব্য। শিক্ষাবিভাগের ডাই-রেজ্টর ময়োদয় এবং কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এই “পৃথিবীর ইতিহাসকে” বিদ্যালয়সমূহে রক্ষিত হইবার উপযোগী গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ॐ



ऋक, यजुः, साम, अथर्व—

चारों वेदोंका

एक संस्करण — संस्कृत, हिन्दी,

अङ्गरेजी और बङ्गला चारों भाषाओंमें

प्रकाशित करनेका आयोजन हुआ है । यह संस्करणका प्रथम ग्रन्थ देखिये ।

— ० —

# चतुर्वेदः

पूजनीय-परिडत-श्रीयुक्त-दुर्गादास-लाहिड़ी-शर्माणा  
व्याख्यातः सम्पादितश्च ।

— ० —

यह विज्ञापन पढ़िये—एक खण्ड ग्रन्थ भी देखिये ।

— ० —

देखनेसे मालूम हो जायेगा कि यह ग्रन्थ  
कैसा अमूल्यरत्न है ।

— ० —



श्रीधीरेन्द्रनाथ लाहिड़ी शर्मा,

चतुर्वेद-प्रकाशक,

'पृथिवीर इतिहास' कार्यालय,

हवड़ा ( कलकत्ता ) ।



The 'Prithibir Itihasa' Printing Works, Howrah.



# ঐ বেদ

ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব—চারি বেদ বঙ্গাঙ্করে  
সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংস্করণ সুন্দর বাঁধাতি ৩৯ উনচল্লিশ 'ভলুমে' সম্পূর্ণ।  
মূল্যাদির বিষয় পত্র লিখিয়া অবগত হউন।

## FOUR VE AS

In Bengali characters, complete in beautifully bound  
thirty-nine (39) volumes.

Price List and particulars on application.

# चतुर्वेदः

বংলা অক্ষরম্ণে ঋক যজুঃ সাম অথর্ব—যহ চারোঁ বেদ সুবৃহত্  
৩৯ উনচল্লিশ ভৌলমম্ণে ( খলডম্ণে ) সমাপ্ত হুণ হ্ণে ।

হস সংস্করণম্ণে সংস্কৃত ঔর বংলা ভাষাওঁম্ণে বেদমন্বকা  
বিশদার্থ তথা ব্যাখ্যা দী গহ হৈ ।

চিহ্নি লিখনেসে মূল্যতালিকা ঔর বিবরণ ভো মিল জায়েগা ।

श्रीधीरेन्द्रनाथ लाहिड़ी शर्मा

चतुर्वेद-प्रकाशक ।

‘पृथिवीर इतिहास’ कार्यालय, हवड़ा ( कलकत्ता ) ।

SRI DHIRENDRANATH LAHIRI SARMA,

Publisher, Four 'Vedas.'

The 'Prithibir Itihasa' Office, Howrah (Calcutta).

# चतुर्वेदः

पूजनोय-परिणित-श्रोयुक्त-दुर्गादास-लाहिड़ी-शर्म्माणा  
व्याख्यातः सम्पादितश्च ।

\* \* \*

## १। वेद—सुख और शान्तिके भण्डार हैं ।

परमपूज्य वेदोंमें अमूल्यरत्न भरे हैं। ये सुख और शान्तिके भण्डार हैं। इनमें परमतत्त्व-प्रदर्शक और आत्मात्कर्षसाधक वस्तु विद्यमान है। इनके द्वारा मनुष्योंके लौकिक तथा पारलौकिक मङ्गल हा सकते हैं।

किन्तु कालके प्रभावसे वेदमन्त्रोंका निगूढ अथ-ज्ञान और प्रत्यक्ष-फल प्राप्त करनेका सुयोग कदाचित ही कभी मिलता है। पाश्चात्य विकृत दृष्टिमें वेद-मन्त्रोंका बड़ी दुर्दशा हुई है। कदर्थको प्रहोलका मनुष्याका विभ्रान्त कर रहा है। वेद-मन्त्रोंके निगूढ तत्त्वको प्राप्तमें अनेक पक्षासे अनेकानेक विघ्न उपस्थित हो रहे हैं। यही कारण है कि, संसारमें अशान्तिको सामा नहीं है।

बड़ा आनन्दको घात है कि, पूज्य परिणित श्रोयुक्त दुर्गादास लाहिड़ी शर्म्माने 'चतुर्वेद' व्याख्यामें उन्हीं निगूढ तत्त्वोंको प्रकट कर दिया है। उनका व्याख्यासे बोध हा जायगा कि, वेदमन्त्रों कसे उच्च आध्यात्मिक भावोंसे परिपूर्ण एवं आत्मात्कर्ष-साधक हैं, और उन्हें कंसा सुख एवं शान्त विराजमान हैं।

\* \*

## २। हिन्दी-भाषामें साव्वंजनिक संस्करण ।

पूजनोय परिणित श्रोयुक्त दुर्गादास लाहिड़ी शर्म्माने व्याख्यात और सम्पादित बङ्गलामें प्रकाशित चारों वेदोंके संस्करणका देख कर और उनका व्याख्या प्रभृति का आलाचना कर भारतवर्षके विभिन्न प्रदेशोंके विद्वान् व्यक्त इस संस्करणको विशेष प्रशंसा कर रहे हैं। उनका विशेष आग्रह यह है, कि ऐसा प्रयत्न हा कि सभी प्रदेशोंके ज्ञानार्थपासु उक्त व्याख्याका रसास्वादन करनेमें समर्थ हा सक। उक्त विद्वानोंके अतिशयाग्रहक फलस्वरूप इस आकाक्षासे मैं चारों भाषाम वेदोंका एक साव्वंजनिक संस्करण प्रकाशित करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, कि इसके द्वारा भारतक सभी प्रदेशोंके लोग वेद-व्याख्याका मर्म समझकर तृप्त हा सक। यही संस्करणका एक खण्ड ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। परपृष्ठामें यही खण्डका विवरण पाद्यों

# शुक्लयजु संहिता ।

इस खण्डमें शुक्ल-यजुर्वेद (वाजसनेयो) संहिताका समस्त प्रथम अध्याय प्रकाशित हुआ है। देवनागरी अक्षरोंमें मूल मन्त्र हैं, उच्चारणके स्वरचिह्न हैं, विविध पाठान्तर हैं, उवटाचार्य और महोदराचार्यके भाष्य हैं, पूजनोपपण्डित श्रीयुक्त दुर्गादास लाहिड़ी शर्मा लिखित मर्मानुसारिणी व्याख्या एवं मर्मार्थकी विशद विस्तृत आलोचना है। हिन्दी, बङ्गला और अङ्ग्रेजीमें उक्त व्याख्या एवं मर्मार्थकी विस्तृत आलोचना दी गई है। अङ्ग्रेजी और बङ्गला अंशोंको छोड़कर इस वेद (संस्करण) के अन्य सभी अंश देवनागरी अक्षरोंमें प्रकाशित हुए हैं। इस खण्डकी व्याख्यासे शुक्ल-यजुर्वेदके क्रिया-कर्मकी विशेष विशेष पद्धतिका भी ज्ञान हो जायेगा।

## मूल्य-पच्चा ।

शुक्ल-यजुर्वेदके प्रकाशित खण्डको देखनेसे ही पता चल जायेगा, कि कैसे अमानुषिक परिश्रम और कितने व्ययसे चारो वेद प्रकाशित हो रहे हैं और जनसाधारणके उपयोगी बनानेके लिये कैसी चेष्टा की जा रही है। उक्त बातोंपर दृष्टि देनेसे मालूम होगा, कि शुक्लयजुर्वेदसंहिताके इस खण्डका अत्यल्प मूल्य रखा गया है।

सुन्दर कागज, सुन्दर छपाई और सुन्दर जिल्द बंधवाकर यजुर्वेद-संहिताके इस खण्डका मूल्य केवल ७) सात रुपये रखा गया है। सात रुपयेमें यह खण्ड घर बैठे मिल जायेगा।

## विशेष द्रष्टव्य ।

यजुर्वेद-संहिताके इस खण्डको ले कर जो देवनागरी अक्षरोंमें प्रकाशित चारो वेदोंके ग्राहक होंगे, उन्हें ग्रन्थ-समाप्त न होने तक प्रत्येक खण्डके लिये केवल सात सात रुपये ही देना पड़ेगा। हां, स्मरण रखनेकी बात यह है कि, परवर्ती खण्डके प्रकाशित होते ही पूर्ववर्ती खण्डका मूल्य १०) दश रुपये कर दिया जायेगा।

श्रीधोरेन्द्रनाथ लाहिड़ी शर्मा,

चतुर्वेद-प्रकाशक ।

“पृथिवीर इतिहास” कार्यालय, हवड़ा, (कलकत्ता)



# **The Vedas in Four Languages.**

Explained and Edited

BY

PUJANIYA PUNDIT DURGADAS LAHIRI SARMA.

## **Opinions of the Press.**

---

The "Amrita Bazar Patrika" writes:—

### **A Great Revelation.**

Pundit Durgadas Lahiri's New Enterprise.

The "Vedas"—the fountain-head of religion, the storehouse of human knowledge, the glory of Indian culture—have been brought under a degraded condition by the commentaries current, most of which are the outcome of antagonistic schools of thought. The commentators by their incoherent views helped the westernised scholars to ridiculously call the "Vedas," which the Hindus adore with devoted zeal, "the cultivators' songs"—the indistinct and inarticulate utterings of uncivilized people.

It is a matter of great satisfaction to note that Pundit Durgadas Lahiri in his expositions of the Vedic hymns has completely turned the tide. From his explanations it will be evident how highly spiritual the Vedic hymns are and what lofty sentiments do they convey and how self-elevating are the hymns of the "Vedas." Pundit Durgadas

Lahiri's attempt in this direction may be called the first of its kind and his annotations and explanations of the Vedic hymns in reference to their spiritual and esoteric significance may be called a revelation in the realm of Vedic literature.

The volume of the "Vedas" (first volume of Sukla Yajurveda-Samhita) lying before us for review, is unique in its nature as it will appeal to all and will be eligible to all belonging to all sects and nations. The edition is being printed in four languages, namely Hindi, Sanskrit, English and Bengali and in Devnagari, English and Bengalee characters. This new edition of the "Vedas" may be called an International edition and is being explained and annotated on the line in which it has been done in his Bengali edition which is now complete in 39 big volumes.

The plan of this All-India-edition of the "Vedas" under review is briefly this :—In Devanagari characters (1) Original text of the hymns, (2) the signs of gamut for pronounciation ; (3) different readings of the hymns ; (4) Original Vasyas or comen-taries by Ubat and Mahidhar ; (5) Marmanus-rini byakshya and elaborate explanations by Pundit Durgadas Lahiri ; (6) reproduction of those annotations and explanations in Sanskrit, Hindi, Bengali and English languages. These are the special features of this edition.

Pundit Durgadas Lahiri is doing yeoman's service to the country by his untiring attempts for the spiritual and cultural improvements of his countrymen. For this he deserves much credit and the whole country will be grateful to him for the service he is rendering to it. Considering the risk, the onerousness of the enterprise, the usefulness of the publication and the national importance of the work, we wish our countrymen to stand by Pandit Durgadas Lahiri and to exert their whole energy to make the enterprise a complete success.

The book under review may be had of Babu Dharendra Nath Lahiri, "Prithibir Itihasa" Office, Howrah (Calcutta). The price including all charges is Rs. 7 rupees seven only.

The Liberty writes:—

## The Vedas

**All-India Edition of the “VEDAS” by Pundit  
Durgadas Lahiri ; a short Review.**

When Pundit Durgadas Lahiri's edition of the Vedas in Bengali characters was in progress, the late Hon'ble Justice Sir Ashutosh Mukerji in his presidential address at the meeting of the Veda-Sava remarked,—

“I wish to express my appreciation of the national importance of the work in which my venerable friend, Pundit Durgadas Lahiri, is engaged. I deliberately use the expression ‘national importance’; because we cannot become an Indian nation unless we revive and disseminate the higher type of Indian culture. The work in which my venerable friend Pundit Durgadas Lahiri is engaged is of national importance and it is the duty of each one of us to stand by him and to help him in his noble work.”

The four Vedas in Bengali characters is now complete in thirty-nine big volumes. It has been a great asset to the nation. The learned Pandit, after finishing the onerous task of annotating the hymns of the Vedas in Sanskrit and in Bengali, has now taken upon himself the task of publishing an All-India edition of the Vedas.

The first volume of Suk'ta-Yajurveda-Samhita, which we have received from its publisher, Babu Dharendra-nath Lahiri, for review is the sample volume of this All-India edition of the Vedas. The suktas have been explained in Hindi, English, Sanskrit and Bengali by Pundit Durgadas Lahiri and the volume is printed in Devanagri, English and Bengali characters.

The volume under review is an excellent epitome of high ancient Indian culture and civilization of which every Indian ought to be proud. Pandit Durgadas Lahiri, has

infused in his annotations and explanations of the Vedic hymns new thoughts and ideas never before imagined by previous commentators. How highly sublime the Vedic hymns are and what lofty sentiments do they convey, will be fully evident from the learned interpretations given to them by the Pandit.

The Vedas are the fountain-head of the Hindu religion and the store-house of human knowledge. They are also the glory of Indian culture and civilisation and the source of all peace and happiness. The Shastras enjoin that in the Vedas lies the Sargapabarga i.e., the final union with God. It is, therefore, desirable that every one should remember the famous saying of the Vedas : "Be ye all one and identical in your words and actions ; be ye all inspired by and aim at one and the same object in view."

In the volume under review the arrangement of the subjects leaves nothing to be desired. The original texts of the hymns come first. Then come one after another the signs of gamut for pronounciation, different readings of the hymns, original Vasyas or commentaries by Ubat and Mohidhara, Marmanusarini-Bakhya or paraphrase and elaborate explanations by the venerable Pundit Durgadas Lahiri and reproductions of those paraphrases and explanations in Sanskrit, Hindi, Bengali and English languages. Except the English and Bengali sections all other sections are in Devanagri characters.

The publication is of immense importance and deserves encouragement from all quarters. We cannot resist the temptation of repeating the word of the late Sir Ashutosh and say that "the work in which Pundit Durgadas Lahiri is now engaged is of national importance and it is the duty of every one of us to stand by him," for the success of the publication.

The get up of the book is good. It can be had of its publisher, Babu Dhirendranath Lahiri, the PRITHIBIR ITIHASA Office, Howrah, at Rs. 7 (rupees seven only).







